জয়প্রকাশ
ভারতী
সোভিয়েত
শিশুজগৎ:
আমার
অভিজ্ঞতা
সোভিয়েত
ইউনিয়ন
সম্পর্কে
অভিমত
গ্রন্থমালা

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে অভিমত গ্রন্থমালা

জ. ভারতী

সোভিয়েত শিশুজগৎ: আমার অভিজ্ঞতা

জয়প্রকাশ ভারতী

সোভিয়েত শিশুজগৎ: আমার অভিজ্ঞতা

প্রগতি প্রকাশন প্রকাশিত 'সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে অভিমত' নামের গ্রন্থমালা সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রামাণ্য বিবরণী প্রকাশ করে। এই গ্রন্থমালার লেখকরা সকলেই প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেছেন, স্বচক্ষে এখানকার জীবনযাত্রা দেখেছেন। যেসব নরনারীরা পুরনো রাশিয়াকে পৃথিবীর একটি প্রাগ্রসরতম দেশ হিসাবে গড়ে তুলেছেন এটি তারই নিরপেক্ষ প্রতিবেদন। এই লহরীর বইগুলি দ্রুত বিকাশমান সোভিয়েত সমাজের বহুবিধ বিশ্লেষণে সুসমৃদ্ধ।

জয়প্রকাশ ভারতী একালের সোভিয়েত স্কুলের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করেছেন: শিক্ষণ, প্রাক-স্কুল প্রস্তুতি, মাধ্যমিক স্কুলের বৃত্তিমূলক অভিমুখিনতা, বিদ্যালয়ে শ্রম ও অবসর সংগঠন, শিশুদের শৈল্পিক ও নান্দনিক শিক্ষার পদ্ধতি।

লেখক শিশুদের শিল্প ও সঙ্গীত থিয়েটার, পাইওনিয়র শিবির, তরুণ কৃৎকৌশলীদের ক্লাব, ক্রীড়া-বিদ্যালয় ও সৌখিন শিল্পীচক্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

সোভিয়েত শিশুরা যে যথার্থই সব রকমের যত্ন ও মনোযোগ পায়, দৃঢ় আস্থা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারে, এই বাস্তবতাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি।

জয়প্রকাশ ভারতী

সোভিয়েত শিশুজগৎ: আমার অভিজ্ঞতা

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

Джай Пракаш Бхарти

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

На языке бенгали

Jai Prakash Bharti

UPBRINGING OF CHILDREN IN THE USSR

in Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Б $\frac{0803010400—120}{014(01)—89}$ 249—89

ISBN 5-01-001412-2

সূচি

সেরা জিনিসটি শিশুদের জন্য

ক্রাইমিয়ায় ইয়াল্‌তা শহরের হোটেলের তের তলায় আমার ঘরে ঢুকার সময় সন্ধ্যা নামছিল। আশ্চর্য নিসর্গশোভা: অরণ্যাচ্ছন্ন বৃত্তাকার পর্বতমালা, পুরুষ্টু লম্বা ক্রাইমীয় পাইন গাছের সারি, আরও নিচে বেলাভূমির পথে ওক, সাইপ্রেস, হর্নবিম ও প্রুস গাছের ঝাড়, পাহাড়ের চূড়ার ফাঁকে ধবল মেঘ, ঢালে আছড়ে পড়ছে কৃষ্ণসাগরের ঢেউ।

ইয়াল্‌তা যাওয়ার পথে গাইড আমাকে গুরজুফ ও আর্তেক পাইওনিয়র শিবিরের চিত্রোপম সায়রটি দেখিয়েছিল।

বহু উপকথাধন্য গুরজুফ নামের ছোট গাঁ এখন একটি চমৎকার স্বাস্থ্যনিবাস, হাজার হাজার নরনারীর মরশুমি বিশ্রামস্থল। কিন্তু গুরজুফ সারা দুনিয়ায় 'শিশুদের প্রজাতন্ত্র' হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বিশ্বে এমন এই একটি জায়গাই আছে যেখানে বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ শিশু ছুটি কাটিয়েছে। এবার গুরজুফের প্রসিদ্ধতম দুটি উপকথা শুনুন।

এক সময় গুরজুফ উপসাগরের কাছে দৈত্যাকার সব ভালুক থাকত। তাদের রাজাটি ছিল একাধারে সবজান্তা ও হিংস্র। একবার ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে একটি ছোট্ট মেয়ে তীরে ভেসে আসে। নির্জন বেলাভূমি থেকে ভালুকরা তাকে কুড়িয়ে নিয়ে রাজার কাছে পেঁছায়। জাহাজ-ডুবি থেকে বেঁচে যাওয়া এই একমাত্র প্রাণীটিকে ভালুকরাজ ভালবেসে ফেলে। ভালুকরা সেবাযত্নের ত্রুটি করে না, তাকে ভালোভাবেই মানুষ করে তোলে।

সময় বয়ে চলে। বালিকাটি রূপসী যুবতী হয়ে ওঠে। তার

ছিল অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ আর পশুরা দিনরাত তন্ময় হয়ে মেয়েটির গান শুনত।

একদিন প্রায় সংজ্ঞাহীন এক যুবককে নিয়ে একটি নৌকা কূলে ভিড়ল। মেয়েটি তাকে সেবাযত্নে বাঁচিয়ে তোলে। ভালুকরা কিছুই জানত না। তারা পরস্পরের প্রেমে পড়ে আর জনসমাজে বসবাসের জন্য মেয়েটি তার প্রেমিককে নিয়ে নৌকায় পালানোর ফন্দি আঁটে। কিন্তু পলাতকরা বেশি দূরে যাওয়ার আগেই নৌকাটি ভালুকদের চোখে পড়ে। তারা সাগরে নেমে পড়ে প্রাণপণে জল চুষতে থাকে। অগত্যা নৌকাটি তীরে ভিড়ে।

মেয়েটি গান গাইতে শুরু করে। গানের ভাষায় সে রাজার কাছে প্রেমিকের প্রাণভিক্ষা চায়। রাজা তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করে, কিন্তু বিচ্ছেদের অসহ্য বেদনা নিয়ে সে সমুদ্রতীরে পড়ে থাকে। সময় বয়ে চলে। একদিন ভালুকরাজ পাথর হয়ে যায়। লোকে তার নামকরণ করে 'আইউদাগ' (ভালুক-পাহাড়)।

গুরজুফের দ্বিতীয় উপকথাটি আদালারি পাহাড় সম্পর্কে।

অনেক অনেক বছর আগের কথা, ভালুক-পাহাড়ের চূড়ায় ছিল এক জমকাল দুর্গ আর সেখানে বাস করত পিয়তর ও গিওর্গি নামের দুই যমজ। পিতৃমাতৃহীন এই দুই কুমারকে মানুষ করেছিল জাদুকর নিম্‌ফলিস।

যেদিন দুই রাজকুমার সাবালক হল, শিক্ষকের প্রয়োজন ফুরলো, সেদিন গভীর রাতে নিম্‌ফলিস তাদের কাছে থেকে বিদায় নিতে গেল। সে তাদের দুটি স্মরণিক উপহার দিল: একটি লাঠি ও একজোড়া রুপোর ডানা। লাঠিধারীর সামনে সমুদ্র ফাঁক হয়ে যায়। রুপোর ডানাধারী পাখির মতো স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে। কিন্তু জাদুকর এগুলি স্বার্থপর, সহিংস ও প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে কাজে না লাগাতে হুঁশিয়ার করে দেয়।

একদিন রাজকুমাররা দূরের এক শহরে দেমাকী রূপসী দু'বোনের খবর শুনল। দু'ভাই ওদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কাড়ার জন্য শান্তভাবে, স্নেহভরে আসতে পারত। কিন্তু তারা শহরটি দখল করল, দু'বোনকে সবলে ভালুক-পাহাড়ের দুর্গে আনল। রূপসী বোনেরা রাজকুমারদের

প্রত্যাখ্যান করল: তারা নিষ্প্রাণ হয়ে রইল, সমুদ্রতলের পাথরের মতো শীতল ও নিথর হয়ে গেল।

রাজকুমাররা অতঃপর জাদুসম্ভার দেখিয়ে ওদের মন কাড়ার চেষ্টা করল। পিয়তর তার ঘোড়ার পিঠে রুপোর ওই ডানা লাগিয়ে দু'বোনকে নিয়ে আকাশে উড়ল। কিন্তু নিম্‌ফলিসের হুকুমে ঘোড়াটি তখনই মাটিতে নামল।

পরদিন গিওর্গি নিম্‌ফলিসের হুঁশিয়ারির তোয়াক্কা না করে দু'বোন ও ভাই সহ তার রথটি নিয়ে সাগরতলে পৌঁছল। সে লাঠি তুলে সাগরের জলে তাকে ঢুকিয়ে দিল। সাগরের রাজা তাতে দারুণ রেগে গিয়ে ত্রিশূল নেড়ে উভয় রাজকুমার ও মেয়ে দুটিকে পাথর বানিয়ে ফেলেন। এই হল আদালারি পাহাড় সৃষ্টির ইতিবৃত্ত।

১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আর্তেক শিবিরটি চালু হয় ওই বছর ১৬ জুন, তাতে যোগ দিয়েছিল ৮০ জন তরুণ পাইওনিয়র, তাঁবু পড়েছিল কৃষ্ণসাগরের জমকাল বেলাভূমিতে। শিবিরটি ক্রমাগত বড় হয়েছে। এটি এখন সুপরিকল্পিত দালানকোঠায় তৈরি একটি পাকাপোক্ত আস্তানা।

আজকের আর্তেক ছড়িয়ে আছে ৩২০ হেক্টর জুড়ে আর তার এক-তৃতীয়াংশই অরণ্যশ্যামল। শিশুদের আবাস হিসাবে ১৫৯টি দালান ছাড়াও আছে চমৎকার বেলাভূমি, স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, আধুনিক যন্ত্রপাতিসজ্জিত কয়েকটি চিকিৎসাকেন্দ্র, গ্রন্থাগার, জাদুঘর, একটি পাইওনিয়র প্রাসাদ, সিনেমা হল ও বহু ক্রীড়াকক্ষ।

আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের আবহে শিশুরা আর্তেকে যে-শিক্ষা পায় তাতে তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বিশ্বশান্তির উচ্চাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়।

আর্তেক চত্বরে তৈরি হয়েছে 'বিশ্বের শিশুদের মৈত্রী' স্মৃতিসৌধ, তাতে আছে ৮০টি দেশ থেকে শিশুদের বয়ে আনা পাথর।

এই সৌধে উৎকীর্ণ রয়েছে: 'বিশ্বের শিশুরা, আস আমরা আমাদের হৃদয়ের শিখায়, সূর্যের দ্যুতিতে ও শিবিরাগ্নির আভায় চিরকালের জন্য মৈত্রী, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, শ্রম ও সুখের পথকে উদ্ভাসিত করি।'

আর্তেকে গড়ে-ওঠা অনেকগুলি মহান ঐতিহ্যের একটি —

'বোতল-ডাক'। বোতলে আটকান চিঠিগুলি বয়ে নেয় সমুদ্রের ঊর্মিমালা। নানা ভাষায় লেখা এই চিঠিগুলির অভিন্ন মর্মবাণী:

'অন্যান্য সকল শিশুর মতো আমরাও যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। আমরা সারা দুনিয়ার সকল শিশুর বন্ধুত্বের প্রত্যাশী। চিঠির প্রাপকদের আর্তেকে লিখতে অনুরোধ করছি। বিশ্বের শিশুদের মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক!'

আর্তেক তরুণ পাইওনিয়রদের দেশ নামেও পরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়নে লাল রঙের টাই-পরা তরুণ পাইওনিয়রের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। সাবেক পাইওনিয়র সহ সকলে গলার টাইগুলি একসঙ্গে খুলে ফেললে সারা দেশে লাল রঙের ঢল নামবে, কেননা এই প্রতিষ্ঠানে অদ্যাবধি যারা যোগ দিয়েছে, তার উদ্দীপক সঙ্গীতে কণ্ঠ মিলিয়েছে, কুচকাওয়াজে শরিক হয়েছে, মাতৃভূমির প্রতিটি সংকটে সম্ভাব্য সবকিছু করেছে, তাদের সংখ্যা ১৫ কোটির বেশি।

'যা-কিছু সেরা তা অবশ্যই পাবে শিশুরা' — লেনিনের এই ঘোষণার পর আর্তেক শিশুদের বান্ধব হিসাবে গড়ে উঠেছে।

জনৈক সোভিয়েত লেখক, ইউরি ইয়াকভলেভের ভাষায়: 'আর্তেক হাজার হাজার শিশুর বন্ধু, এক অত্যাশ্চর্য বন্ধু'। অসংখ্য শিশু এখানে আসার স্বপ্ন দেখে এবং প্রতি বছর ক্রমাগত তাদের অনেকেরই এই স্বপ্ন সফল হতে থাকে।

বছরে ২৭ হাজার শিশু তাদের গরমের ছুটির একাংশ আর্তেকে কাটায়। গত পঞ্চাশ বছরে সোভিয়েত ও অন্যান্য দেশের বহু লক্ষ শিশু এখানে আতিথ্য পেয়েছে। তারা প্রত্যেকেই আর্তেকের উজ্জ্বল আকাশ, কবোষ্ণ রৌদ্র ও সমুদ্রের গাঢ় নীলিমার তাজা স্মৃতি নিয়ে ঘরে ফেরে।

আর্তেকে শিশুদের কয়েকটি দলের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছিল। এগুলির কিশোর দলনেতা তাদের সঙ্গে গান গাইতে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সায়েদা নামের একটি উজবেক কিশোরী বলেছিল যে শিশুদের কৌতূহল ও স্বপ্ন যত বিভিন্নই হোক আর্তেকে তাদের পছন্দসই কিছু একটা তারা পাবেই।

পাইওনিয়র শিবির সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যায়। ওখানে অনেকগুলি উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নান্দনিক শিক্ষার কেন্দ্রগুলির

কথাই বলা যাক। মস্তিষ্ক খাটানোর কাজে শিশুদের প্রস্তুতকরণ ও উৎসাহ যোগান, স্বাধীন জ্ঞানার্জন, মুখস্থবিদ্যার বদলে বিষয়বস্তু আয়ত্তকরণে প্রশিক্ষণ দেয়াই ওগুলির শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য।

ওদেসায় আমি তরুণ কৃৎকৌশলীদের স্টেশন এবং মহাশূন্য জাদুঘরেও যাই। দেখেছি, শিশুরা নিবিষ্ট মনে বিমানের মডেল তৈরি করছে, একদল তরুণ কৃৎকৌশলী একটি রোবটের যন্ত্রাংশ জোড়া দিচ্ছে। অধ্যক্ষ স্বয়ংক্রিয়করণ কক্ষে আমাকে একটি চেয়ারে বসান এবং মেঝেটি ঘুরতে শুরু করে। একটি মহাশূন্য স্টেশন নির্মাণে মহাশূন্যযানগুলির ক্রমাগত যুক্ত হওয়ার দৃশ্যটি দেখার অভিজ্ঞতা ছিল খুবই আকর্ষণীয়, কৌতূহলোদ্দীপক।

মহাশূন্য বিজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রণী অবদান সর্বজনবিদিত: সোভিয়েত নভচারী ইউরি গাগারিন মহাশূন্য সফরকারী প্রথম মানুষ, সোভিয়েত নভচররাই প্রথম উন্মুক্ত মহাশূন্যে হেঁটে বেড়ান, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভালেন্তিনা তেরেশকভাই বিশ্বের প্রথম মহিলা নভচর। অধিকন্তু, মানবেতিহাসে সোভিয়েত মানুষের বহু অনন্য কৃতিত্বের ঘটনা আমরা সবাই জানি।

সোভিয়েত দেশের মানুষ তাদের বীর, শিল্পী ও লেখকদের স্মৃতি সর্বদা সযত্নে লালন করে, তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রয়াস পায়। আমরা জানি দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। রক্তক্ষয়ী ওই দেশপ্রেমিক যুদ্ধটি চলেছিল ১৪১৮ দিন। বীরদের স্মৃতিসৌধের পথটি বীর-নগর ওদেসার একটি পবিত্র স্থান। সৌধটি গাম্ভীর্যমণ্ডিত, দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের বীরসন্তানদের স্মৃতিধন্য। ফটকে আছে গ্রানাইট পাথরের দুটি ফলক। একটিতে উৎকীর্ণ:

> 'মাতৃভূমির অভিপ্রায়ে তোমরা অমর হয়েছে,
> আর তোমাদের সবগুলি নামই মনে রেখেছি।'

১৯৪১ সালে ওদেসা রক্ষার লড়াইয়ে নিহত সৈনিক ও ফাসিস্ট আগ্রাসকদের দখল থেকে শহরটি মুক্ত করার সংগ্রামে আত্মদানকারী সকলের দেহাবশেষ সমাধিস্থ রয়েছে ওই গলির দুপাশে। এখানে শান্তিতে সমাহিত আছেন ওদেসার নিহত পার্টিজান — গোপন

সংগঠনের সদস্যরাও। গলিমুখে আরেকটি ভাস্কর্যও রয়েছে: একটি নারীমূর্তি — বেদনাহত মাতৃভূমির প্রতীক।

১৯৬৮ সাল থেকে শহরের সেরা স্কুল-পড়ুয়ারা শান্তি ও মাথার উপর স্বচ্ছ নীলাকাশের জন্য আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে গৌরব স্মৃতিসৌধের গলিতে 'অজ্ঞাত নাবিকের' মিনারে অতন্দ্র প্রহরা দিয়ে চলছে। নববিবাহিতরা ওই গলিতে যায়, পুষ্পার্ঘ দেয়।

একইভাবে সম্মানিত হয়েছেন শিশুসাহিত্যিক আর্কাদি গাইদার। কানেভ শহরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর ওই লেখকের জীবন ও সংগ্রামের স্মারক। ওখানে আছে শিশুসাহিত্য নিরীক্ষা ও গবেষণার একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র।

জাতিসংঘ ও শিশুসমাজ

এই গ্রহবাসী শিশুর সংখ্যা ১৫০ কোটির বেশি। শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ ঘোষণা শিশুদের সবচেয়ে সেরা জিনিসগুলি দেয়ার সুস্পষ্ট দাবি জানায়। কিন্তু ইউনিসেফ পরিসংখ্যান মোতাবেক বিশ্বের ৬০ কোটি শিশু চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রোগ ও অপুষ্টিতে প্রতি পাঁচজনে একজন শিশু অকালে প্রাণ হারায়।

লাতিন আমেরিকায় প্রতি ত্রিশ সেকেন্ডে একজন শিশু অনাহারে মারা যায় এবং বর্ণবৈষম্যের দুর্গ হিসাবে কুখ্যাত দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের অর্ধেকই পাঁচ বছরে পৌঁছার আগেই প্রাণ হারায়।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার খবরে জানা যায় যে উন্নত দেশগুলিতে ষোল বছরের কম বয়সী ৫·২ কোটি কিশোর-কিশোরী স্কুলের পড়াশোনা ছেড়ে রোজগারে নামতে বাধ্য হয়। আজ বিশ্বে খেটে-খাওয়া শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার সমান।

ইতালির দক্ষিণ ও উত্তরের এলাকাগুলি এই কুপরিস্থিতির সেরা দৃষ্টান্ত। সেখানকার ৪০ শতাংশ শিশুই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম শেষ

করতে পারে না এবং ৫ লক্ষের মতো ৮-১৪ বছর বয়সী কিশোর কিশোরী নামিক মজুরিতে দিনে ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করে।

চরম পরিতাপের বিষয়, লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন দেশে এমন কি শিশুদেরও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ঘরে দাস হিসাবে চালান দেয়া হয়। এ হল বহু শতাব্দীর পুরনো নিষ্ঠুর, চিরাচরিত প্রথা।

তাছাড়া আছে আজকের সংবাদ-মাধ্যমের রেওয়াজ হিসাবে হিংস্রতা, সন্ত্রাসবাদ, ধর্ষকাম, মাদকদ্রব্য ও অশ্লীল ছবি, যেগুলি কিশোর-কিশোরীদের উপর অবিরাম মারাত্মক কুপ্রভাব ফেলছে, তাদের মনের কোমল কোরকগুলি কীটদষ্ট করছে।

জার-শাসিত রাশিয়ায় শতকরা ৪৩ জন শিশু ৫ বছরে পোঁছার আগেই মারা যেত। কোটি কোটি কৃষক ও শ্রমিক পরিবারে শিশুদের শৈশব বলে কোন ঘটনার অস্তিত্বই ছিল না, কেননা তাদের রোজগারে নামতে হত ৮ বা আরও কম বয়সেই। সেকালে রাশিয়ায় পরমায়ুর গড় হিসাব ছিল ৩২ বছর। চিকিৎসার অভাব, অস্বাস্থ্যকর আবাসনের (অধিকাংশ মানুষ থাকত কাঠের ব্যারাক বা বস্তিতে ঠাসাঠাসি করে, এমন কি প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধায়ী ব্যবস্থা ছাড়াই) জন্যই এমনটি ঘটত।

অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকারকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্তব্য মোকাবিলা করতে হয়: দেশের শিশুরক্ষা। মা ও শিশুদের যত্নের লক্ষ্যে গৃহহীনদের জন্য গণমন্ত্রকে (কমিশারিয়েত) একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়। হাসপাতালে গড়ে ওঠে শিশুদের ক্লিনিক ও ওয়ার্ড, সংগঠিত হয় শিশুরোগ চিকিৎসা বিভাগ ও রোগপ্রতিরোধ কেন্দ্র।

এমন কি ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, সারা দেশে গৃহযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ চলাকালেও গণ-কমিশারিয়েত (সোভিয়েত সরকার) শিশুদের উপযুক্ত পথ্য যোগানোর জন্য একটি ডিক্রি জারি করেছিল। ডিক্রিতে বলা হয়েছিল: 'দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশগুলির খাদ্যপরিস্থিতির অবনতি বিবেচনাক্রমে এবং অপুষ্টিজনিত রোগ থেকে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের রক্ষার উদ্দেশ্যে গণ-কমিশারিয়েত শিশুদের উপযুক্ত পথ্য যোগানোকে অগ্রাধিকারমূলক কর্তব্য ঘোষণা করছে।'

শিশুদের স্কুলে গরম খাবার দেয়া হয়েছিল। যারা স্কুলে যেতে পারত না তারা খাবার পেত তাদের জন্য খোলা বিশেষ ক্যান্টিনে।

ধাত্রী-মা ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের বাড়তি রেশন দেয়া হত। পূর্ণবয়স্করা এই লক্ষ্যে আত্মত্যাগী মনোভাব দেখিয়েছিল। তারা শিশুদের জন্য বাঁচাত ময়দার শেষ চামচ, চিনির শেষ টুকরোটা ও মাখনের ভুক্তাবশেষটুকু।

সেকালে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপে বহু শিশু অনাথ হয়ে পড়েছিল। সোভিয়েত সরকার ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়, শিশুদের জন্য গড়ে তোলে অনাথাশ্রম, স্কুল-কমিউন, শ্রম-কলোনি।

১৯২১ সালে লেনিনের স্বাক্ষরিক ডিক্রির একাংশ: 'শিশুদের প্রতিষ্ঠানের ও অনুপযুক্ত সংস্থাগুলির বদলে প্রতিষ্ঠিতব্য শিশুভবনগুলির জন্য শহরে, জনবহুল কেন্দ্রে ও সাবেক জমিদারদের এলাকায় ভাল ভাল ঘরবাড়ি যোগান প্রয়োজন।' ১৯১৯ সালে লেনিনের স্বাক্ষরিত আরেকটি ডিক্রি মোতাবেক শিশুরক্ষার একটি পরিষদ গঠিত হয়েছিল এবং তাতে বলা হয়েছিল, '...দেশের জীবনযাত্রার কঠিন পরিস্থিতি এবং এই বিপজ্জনক অন্তর্বর্তীকালে জায়মান প্রজন্মকে রক্ষার ব্যাপারে বিপ্লবী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বিবেচনাক্রমে গণ-কমিশারিয়েত বর্তমান ডিক্রি মোতাবেক শিশুরক্ষার জন্য একটি বিশেষ পরিষদ গঠন করছে...। শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং তাদের খাদ্য ও অন্যান্য সরবরাহ যোগান সুসংগঠনের জন্য একে অবশ্যপালনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়া হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তগুলির অনড় প্রতিপালন তদারকিও এই পরিষদের একটি কর্তব্য বিবেচিত হবে।'

শিশুরক্ষা পরিষদ এসব দায়িত্ব পালন করেছিল: গৃহহীনদের সেবাযত্ন, শিশুদের খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ, দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল থেকে তাদের অন্য এলাকায় স্থানান্তর। শিশুদের জন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানও গঠিত হয়েছিল।

অবশ্য সেইসব দিনের পরিস্থিতি খুবই কঠিন ছিল। শিশুরক্ষা পরিষদ শিশুদের জন্য চাঁদা ও শস্য সংগ্রহের জন্য অক্টোবর মাসে শিশুদিবস পালনের আহ্বান জানিয়েছিল।

লেনিন খাদ্য-বিষয়ক গণ-কমিশারিয়েতকে লিখেছিলেন: 'রুশ

ফেডারেশনের গুরুতর খাদ্যপরিস্থিতির এবং শিশুদের জন্য, বিশেষত রুগ্ণ শিশুদের খাদ্য সরবরাহের মারাত্মক ঘাটতির প্রেক্ষিতে আমি ক্রাইমিয়ার সঞ্চিত ফলের সবটুকু ও পনির বিশেষত রুশ ফেডারেশনের উত্তরভাগের রুগ্ণ শিশুদের জন্য পাঠানোর নির্দেশ দিচ্ছি... গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাকে দ্রুত জানান হোক।'

প্রতিটি শিশুর জীবন রক্ষার জন্য সোভিয়েত সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিল: লক্ষ লক্ষ শিশুকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে, কাজ খুঁজে পেতে, মানবিক মর্যাদাবোধ পুনরুদ্ধারে সাহায্য দিয়েছিল। তাদের 'আশ্রম', কমিউন-স্কুল — খুঁজে-পাওয়া নতুন স্নেহশীল পরিবারগুলির কথা তারা কখনই ভুলে নি।

এদেরই একজন স্বনামখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী নিকলাই দুবিনিন। আজও তাঁর সেদিনের কথা মনে আছে যখন লোকজন তাঁকে খুঁজে পেয়েছিল, দীর্ঘদিনের আস্তানা এক পিপের মধ্য থেকে বের করে নিয়ে স্নান করিয়ে, কাপড় পরিয়ে, খাইয়ে-দাইয়ে এক শিশুভবনের জিম্মায় রেখে এসেছিল।

২৯ নং রোজা লুক্সেমবুর্গ কিশোরী-ভবনের মেয়েদের কাছ থেকে লেনিন একটি মর্মস্পর্শী চিঠি পেয়েছিলেন। তারা লিখেছিল:

'প্রিয় কমরেড লেনিন, রোজা লুক্সেমবুর্গ কিশোরী-ভবনের শিশুদের অকৃত্রিম অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আমরা দূর সাইবেরিয়ার মেয়েরা, সব কিছুর জন্য বিশ্ববিপ্লবের নেতা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার দরদী স্নেহ ও যত্নের উষ্ণতায় ক্রমে ক্রমে সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠার আগেকার দুঃসময়ের দুঃখস্মৃতি ভুলতে শুরু করেছি। যাঁরা দুনিয়াজোড়া মহান শ্রম-প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন তাঁদের গর্ব ও উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমরা নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করছি।

যে-রক্তপতাকা আপনাদের ত্যাগ ও রক্তে লালিত আমরা সাহস ও সগর্বে তা সামনে বয়ে নেওয়ার শপথ নিচ্ছি।'

সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৭ সালে একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ করে। এই সংবিধান শিশু, কিশোর-কিশোরীদের সর্বতোমুখী বিকাশের নিশ্চয়তা দেয়: শিক্ষা, দৈহিক ও আত্মিক বিকাশের অধিকার, অবাধে সমাজের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা লাভ,

প্রাপ্তবয়স্কদের যত্ন। এতে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হয়। সংবিধানের ৪৫ নং ধারায় ঘোষিত হয় নির্ব্যয়, সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক শিক্ষার, বৃত্তীমুখী বিশেষীকৃত মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার অধিকার এবং শিশুর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকারী বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ।

যেখানে সংবিধানের ৫৩ নং ধারায় রাষ্ট্র সামাজিক কৃত্যক ও সরকারীভাবে খাদ্যাদি সরবরাহ ব্যবস্থা সংগঠন ও উন্নয়ন ঘটিয়ে, বড় বড় পরিবারগুলিকে অনুদান ও ভাতা দিয়ে শিশু-পরিচর্যার একটি ব্যাপক প্রণালী বিকাশে সাহায্য যোগানোর আশ্বাস দিয়েছে, সেখানে ৬৬ নং ধারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল নাগরিকের জন্য তাদের শিশুদের সযত্ন লালনপালনকে বাধ্যতামূলক করেছে।

শিশুদের সমাজোপযোগী কাজের শিক্ষাদান ও সমাজের সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। দশটি সন্তানের জন্মদাত্রী ও প্রতিপালিকাকে রাষ্ট্র 'বীর-মাতা' উপাধিতে ভূষিত করে। বড় বড় পরিবারের মায়েরা 'মাতৃত্ব গৌরবের সনদ', ও 'মাতৃত্ব' পদক পান। রাষ্ট্র বড় পরিবারগুলিকে শিশুপালনের জন্য সাহায্য দেয়।

চল্লিশ বছর আগে সোভিয়েত সফররত জার্মান লেখক লিয়ঁ ফেইখৎভাঙ্গের এখানকার শিশুদের সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। অনেকেই অভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং সোভিয়েত ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও।

সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা তৎকালীন উন্নয়নশীল ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় অনেকটা অনুন্নত ছিল। পরবর্তীকালে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। প্রসঙ্গত ১৯৭৭ সালের পরিসংখ্যানটি উল্লেখ্য: আসন্নপ্রসবা ও প্রসূতিদের জন্য ২ লক্ষাধিক হাসপাতাল-শয্যা, মহিলাদের চিকিৎসা পরামর্শকেন্দ্র, শিশুদের পলিক্লিনিক ও বহির্বিভাগীয় রোগীর পলিক্লিনিকের সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি, মা ও নবজাতকদের নিয়মিত দেখাশোনার জন্য অসংখ্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত: 'শিশুর বয়স এক বছর না-হওয়া পর্যন্ত চাকুরিরত মাদের

জন্য আংশিক বেতন সহ ছুটির ব্যবস্থা প্রবর্তন। মা ও তার শিশুকে অধিকতর সুবিধা দানের জন্য ছোট কর্মদিন, ছোট কর্মসপ্তাহ ও বাড়িতে বসে কাজ করার নিশ্চয়তা বিধান। প্রাক-স্কুল শিশু-পরিচর্যা প্রতিষ্ঠান ও বর্ধিত দিন স্কুলের জাল বিস্তার। আরও নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন নির্মাণ।'

প্রসূতি ও শিশু রক্ষায় ট্রেড ইউনিয়নের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এগুলির প্রায় ১৪ কোটি সদস্যসংখ্যার অর্ধেকই নারী। নারীশ্রম, নারীর কাজের পরিস্থিতির আইন ও তাদের স্বার্থরক্ষার প্রতি এগুলি কড়া নজর রাখে। দুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক কাজ নারীর জন্য নিষিদ্ধ। ট্রেড ইউনিয়ন ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। এগুলির সম্মতি ব্যতিরেকে একজন কর্মীকেও ছাঁটাই করা চলে না।

ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে সোভিয়েত সংবিধান অনুযায়ী নারী ও শিশুর জন্য চিকিৎসা পরামর্শকেন্দ্র, মাতৃসদন, ক্লিনিক ও হাসপাতাল, গৃহে সেবা-শুশ্রূষা ব্যবস্থা, নার্সারি স্কুল, কিন্ডারগার্টেন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরবিস্তৃত জালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলি আর্থিক অবস্থা, জাতীয়তা ও সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল নারী ও শিশুর পরিচর্যা করে থাকে। বর্তমানে শিশুমৃত্যুর হার বিপ্লবপূর্ব কাল ও ১৯৪০ সালের তুলনায় যথাক্রমে ১০ ও ৭ গুণ হ্রাস পেয়েছে।

স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যাবতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত এবং এখানে এলিট শ্রেণীর তথাকথিত 'পাবলিক' স্কুল বা কলেজ নেই। শিক্ষা সকলের জন্যই নির্ব্যয়। দশ বছরের শিক্ষাক্রম সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। ষোল বছরের কম বয়সীদের জন্য এদেশে চাকুরি নিষিদ্ধ, যদিও আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার বিধি অনুসারের এই সময়সীমা ১৫ বছর।

কিশোর-কিশোরীদের (১৬-১৮) কাজের পরিস্থিতি কঠোর আইন ব্যবস্থার আওতাধীন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এদের নিয়োগ নিষিদ্ধ। কারখানায় কাজ শুরুর আগে স্বাস্থ্যপরীক্ষা বাধ্যতামূলক। প্রতিবছর পরীক্ষাটি পুনরাবৃত্ত হয়। পত্রমাধ্যমে বা সান্ধ্য বিদ্যালয়ে পাঠরতদের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক কার্য-শিফ্‌ট, সংক্ষিপ্ত কার্যদিন ও পরীক্ষার জন্য সবেতন ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে।

এসব আইনের বরখেলাপ ঘটালে কঠোর দণ্ডলাভ অবশ্যম্ভাবী।

দুটি মানুষ কখনই অভিন্ন নয়। শিশুরা তো নয়ই। তারা পরস্পর থেকে ভিন্ন। লেখা, পড়া, অংক কেউ শেখে তাড়াতাড়ি, অন্যরা ধীরে ধীরে। কারও থাকে শৃংখলাবোধের অভাব, তারা হোমওয়ার্ক শেষ করে না। অন্যরা খোদ শ্রেণীকক্ষেই তা করে ফেলে। সোভিয়েত রাশিয়ায় স্কুলের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩০-৩৫, ফলত প্রত্যেকের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া সম্ভব হয় না।

এস্তোনিয়া প্রজাতন্ত্রের কয়েক জন শিক্ষক লক্ষ্য করেন যে ফেল-করা ছাত্রছাত্রীরা এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগে। লেখাপড়ায় উন্নতির ক্ষেত্রে তা একটি বাধা হয়ে ওঠে। দীর্ঘ আলোচনার পর 'বিশেষ ক্লাসের' ধারণাটি উদ্ভাবিত হয়।

এভাবেই এস্তোনিয়ায় প্রথম পরীক্ষামূলক ক্লাস শুরু হয়। আজ ইউক্রেন সহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য নানা এলাকায় এই ধরনের ক্লাস চলছে। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা ২০টির বেশি ছাত্রছাত্রী নেন না। তাঁরা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা ধীরে পড়ান, ওদের মনে এমন আস্থা গড়ে তুলতে চান যাতে তারা অন্যদের চেয়ে হীন না ভাবে। শিক্ষকরা কোন ছাত্র, ছাত্রীকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করেন না, কেবল তাদের নিজেদের উন্নতির কথাটি শুনিয়েই উৎসাহ যোগান। 'দেখো, সেদিন এটা তুমি পারো নি, অথচ আজ দিব্যি পারলে' — এমন কথা তাঁরা প্রায়ই বলে থাকেন।

পরীক্ষাটি সন্দেহাতীত সাফল্য লাভ করেছে: এস্তোনীয় ব্যবস্থার আওতাধীন ছেলেমেয়েদের ৭৫ ভাগ পরীক্ষায় কখনই ফেল করে না।

স্কুল-শিক্ষার অংশ হিসাবে শিশুরা নানা ধরনের শিল্প-সংক্রান্ত কাজকর্ম শেখে এবং ফলত তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন দুর্ভাবনা থাকে না। মাধ্যমিক বা অন্যান্য বিশেষীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্নাতকদের জন্য চাকুরির নিশ্চয়তা রয়েছে। অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে আছে, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, গ্রীষ্মশিবির, পদযাত্রার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যনিবাস, সংস্কৃতিকেন্দ্র, বহু ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীদের জন্য ক্লাব ও নানা চক্র। তাদের জন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, গণিতবিদ্যা ও অন্যান্য বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও আছে।

আজকাল অধিকাংশ শিশুই দিনের পড়াশোনা শেষ হওয়ায় পরও

'বর্ধিত-দিন' বা 'সান্ধ্য' ক্লাসের জন্য স্কুলে থাকে। ওখানে তারা খাবার খায়, পরদিনের পড়া তৈরি করে, শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বেড়ায়, খেলে — যতক্ষণ না মা-বাবারা নিজ নিজ কাজ থেকে ফিরে তাদের বাড়ি নিয়ে যান। গোড়ার দিকে শিক্ষক ও অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের জন্য দেখাশোনাই যথেষ্ট ভেবেছিলেন। কিন্তু এখন স্কুল তাদের খেলাধুলা ও অল্পকালীন ঘুমের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করেছে, আছে গান-বাজনার ক্লাসও।

এই ধরনের একটি স্কুল হল সোভিয়েত শিক্ষাবিজ্ঞান আকাদমির সঙ্গে যুক্ত পরীক্ষামূলক বর্ধিত-দিনের বিদ্যালয়, মস্কোর ৭১০ নং স্কুল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ভাদিম ঝুদভ বললেন: 'আমরা এখানে কোন বিশেষ শিক্ষণপ্রণালী নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছি না। আমরা শিক্ষণ ও লালন-পালনের গোটা প্রক্রিয়াটাই বদলাতে চাই। পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বর্ধিত-দিনের ক্লাস চলছে। নিচের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা এখানে থাকে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা বা পাঁচটা পর্যন্ত। তারা পড়াশোনা করে, খেলে, ব্যায়াম করে, গানবাজনা ও ছবি আঁকা শিখে। তাদের বাইরে বেড়াতে এবং শিক্ষাভ্রমণেও নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে তারা রোজ তিনবার খাবার পায়।

তাদের কোন হোম-ওয়ার্ক বাকি থাকে না। তারা স্কুলে শিক্ষকদের সাহায্যেই তা শেষ করে রাখে। শিশুরা উঁচু ক্লাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উঁচু ক্লাসগুলিও বর্ধিত-দিন ব্যবস্থার আওতায় আসে। তারা নানা ধরনের অনুশীলন ও হবি দলে এবং কৃৎকৌশল প্রকল্পে কাজ করার জন্য ল্যাবরেটরিতে যোগ দিতে পারে। সখের শিল্পকর্ম বা খেলাধুলারও ব্যবস্থা আছে। এইসব দল ও ল্যাবরেটরি সকলের জন্য খোলা থাকলেও বর্ধিত-দিন ব্যবস্থার ছাত্রছাত্রী ছাড়া অন্যদের পক্ষে প্রায়শই এগুলির সুযোগ নেওয়ার সময় বা উৎসাহ থাকে না। বর্ধিত-দিন স্কুলের নির্ঘণ্ট ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রম-বহির্ভূত অনুশীলনে যোগদানে অনুপ্রাণিত করে। এভাবেই স্কুল শিশুদের সুসম, বিকশিত ব্যক্তিত্বের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার পুরো দায়িত্ব নিতে পারে।'

মস্কোর ৭১০ নং স্কুল একটি ব্যতিক্রমী বিদ্যালয়। অন্যান্য স্কুলের পক্ষে এখানকার মতো খেলাধুলার বা ঘুমাবার কামরা, প্রত্যেক

ছেলেমেয়ের জন্য ক্লাসের পর নানা ধরনের কার্যকলাপ সংগঠন ও ভাল শিক্ষক-শিক্ষিকা রাখার আর্থিক সঙ্গতি থাকে না। কিন্তু খোদ ব্যাপারটি এই যে বর্ধিত-দিন স্কুলের কর্মসূচির কল্যাণে স্কুল-কর্তৃপক্ষের পক্ষে যে শিশুদের কৌতূহল ও সামর্থ্য নির্ধারণ এবং তাদের পেশা-নির্বাচনে সাহায্যদান সম্ভব হয় সোভিয়েত সরকার তা স্বীকার করে। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও এই লক্ষ্যে কাজ শুরু হওয়ার ফলে বর্ধিত-দিন স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি এখন অবধারিত। প্রত্যেকটি নতুন প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক অসুবিধা ঘটেই।

অন্যান্য স্কুলও আছে যেখানকার ছাত্রাবাসে ছেলেমেয়েরা সপ্তাহে পাঁচদিন থাকতে পারে। তারা সপ্তাহান্তে বাড়ি যায়। এইসব ছাত্রাবাসে সেইসব ছেলেমেয়েরাই থাকে যাদের মা-বাবার পক্ষে তাদের কাজের ধরন, বা খারাপ স্বাস্থ্যের দরুন সন্তানদের যথাযথ দেখাশোনা কিংবা বাড়িতে পড়াশোনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

এরা মূলত জাহাজ, বিমান ও ট্রেনের কর্মী, বলগা হরিণ পালক, তেলশ্রমিক, শিকারী বা ভূতত্ত্ববিদ।

গোড়ার দিকে ছাত্রাবাসের কামরাগুলি ২-৩ জন ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য বড় ছিল না। পুরনো স্কুলবাড়ি বদলে এগুলির কয়েকটি তড়িঘড়ি তৈরি হয়েছিল। ছাত্রাবাস শিশুদের ঘুমান ও হোম-ওয়ার্ক তৈরির জায়গার চেয়ে আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কালক্রমে ওগুলির যথাযথ উন্নতি ঘটান হয়। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে স্কুলের পড়াশোনার পরবর্তী সময়টুকুই মানুষ হয়ে ওঠার পক্ষে তাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নিচু ও উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা একত্রে বন্ধুর মতো সময় কাটালে প্রশ্রিত শৈশবের নেতিবাচক প্রভাবগুলি লয় পায়। ছোট ছোট পরিবারগুলি অতি-আদুরে সন্তান সৃষ্টি করে।

এইসব আবাসিক স্কুলে ছেলেমেয়েদের বাড়ির কাজকর্ম শেখান হয়, কেউ কেউ খাবার তৈরি করে, শেখে দিনের কর্মসূচির এমন বিজ্ঞ পরিকল্পনা যাতে অঢেল সময় থাকে পাঠ-তৈরির, খেলাধুলার, বই পড়া ও সমাজোপযোগী উদ্যোগ অনুশীলনের। আবাসিক স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বিদ্যায়তনেও সদাচরণের জন্য সুনাম কুড়োয়। তারা স্কুলের বিষয়-আশয় সম্পর্কে অধিকতর যত্নশীল

থাকে, বিদ্যালয়-জীবন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে সচেতনতার পরিচয় দেয়।

সোভিয়েত দেশে বিশেষ স্কুল আছে কালা ও বোবাদের, সম্পূর্ণ ও আংশিক অন্ধদের, বাক-প্রতিবন্ধী ও স্নায়ুবৈকল্যে আক্রান্ত শিশুদের। ওইসব স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুদের দেখাশোনা করেন ডাক্তার, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞরা। ওরা বিভিন্ন পেশায় শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসাও পায়।

নভোসিবির্স্কে মেরুদণ্ডবক্রতায় (স্কোলিওসিস) আক্রান্ত শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনে তৈরি খাটের ব্যবস্থা রয়েছে। ওইসব খাটে শুয়েই তারা পড়াশোনা করে। আরোগ্যমূলক ব্যায়ামের জন্য চারটি হলঘর ছাড়াও স্কুলে আরও আছে ম্যাসাজ ও ভৌতচিকিৎসার কক্ষ, যেখানে তাদের দেয়া হয় প্যারাফিন, মোম, ওজোকেরাইট ও অক্সিজেন। ভলোগ্দা অঞ্চলের সম্পূর্ণ ও আংশিক অন্ধদের আবাসিক স্কুলে মেয়েরা শেখে বোনার আর ছেলেরা ধাতু ও কাঠের কাজ। গান-বাজনা শেখারও ব্যবস্থা আছে, যাতে সঙ্গীতজ্ঞের পেশায় যোগদানেচ্ছুরা পরবর্তীকালে সঙ্গীতবিদ্যালয় বা কন্সারভেটরিতে ভর্তি হতে পারে।

অনাথদের জন্য দুই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে: শিশুসদন ও আবাসিক বিদ্যালয়। পিতৃমাতৃহীন শিশুরা রাষ্ট্রীয় খরচায় সাধারণত আবাসিক স্কুলেই থাকে ও পড়াশোনা করে। সাধারণ পাঠক্রমের সবগুলি বিষয়ই তারা শেখে, পায় পেশাগত প্রশিক্ষণ। তাছাড়া নিখরচায় ঘর, খাবার ও পোশাক। তবে শিক্ষক ও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 'ভালবাসার অমৃতের' ঘাটতি ঘটে। দুঃখের বিষয়, জীবনের কিছু কিছু জিনিস কেনা যায় না।

নিঃসন্দেহ শিশুসদনে সব ধরনের ব্যবস্থাই থাকে, এমনকি ঝলমলে পোশাকও, যাতে তাদের মনে 'অনাথবৎ গূঢ়ৈষা' না জন্মায়।

ব্যক্তিগত নিরীক্ষা

কয়েক বছর আগে একবার সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছিলাম। তার পর থেকেই একটি অনুপম লাবণ্যময় মুখশ্রী অনুক্ষণ মনে পড়ে, তার আশ্চর্য হাসি আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছে! আমি

এক 'মোনা লাইজা' ছবি দেখি। এমন সরল অথচ কী অপূর্ব সেই হাসি! কে এই সুন্দরী যে আমার হৃদয়-মন কেড়ে নিয়েছিল, এতদিন পর্যন্তও যাকে ভুলতে পারি নি? এটি ঘটেছিল একদা মস্কোর একটি স্কুলে। স্কুলটি দেখতে গেলে আমাকে চতুর্থ শ্রেণীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্লাস চলছিল। দেখলাম সামনের বেঞ্চে সে বসে আছে — অস্ফুট গোলাপকুঁড়ির মতো এক কিশোরী। আমি তার পবিত্র লাবণ্যে জাদুমুগ্ধ হলাম!

তার পক্ষে যেকোন লোককেই সম্মোহিত করা সম্ভব। সে যেন রূপকথা বা উপকথার এক জীবন্ত চরিত্র। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সে ছিল পরীর চেয়েও সুন্দরী। তার নাম জানি না। কিন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল কিশোরীর মধ্য থেকে তাকে চিনে নিতে আমার কোনই অসুবিধা হবে না।

শিশুদের প্রতি আমার আজন্ম আগ্রহ। আমার এই পরীটি ছাড়া আন্দ্রেই চোচিনের কথাও মনে পড়ে। এক স্মরণীয় দিনে আমাদের দেখা। মস্কো রেডিওর জন্য সেদিন একটি সাক্ষাৎকার দেয়ার কথা। এজন্য জনৈকা মহিলা আমাকে ফোন করেন। সৌজন্যার্থে অতিথিদের জন্য স্টুডিয়োর বদলে হোটেল-কক্ষেই সাক্ষাৎকার নেওয়ার রেওয়াজ। তাঁকে আসতে বলি। তিনি এসেছিলেন এবং সঙ্গে এনেছিলেন এক বিস্ময়: আন্দ্রেই চোচিন।

সেদিন প্রচণ্ড তুষার পড়ছিল। ঘর থেকে মনে হচ্ছিল যেন হীরের কুঁচি ঝরছে। দরজায় সাক্ষাৎপ্রার্থীর টোকা শুনে দরজা খুলে তাঁকে স্বাগত জানালাম। আন্দ্রেইও মার সঙ্গে এসেছে, 'কাকুর' সাথে মোলাকাতের ইচ্ছায়। সে আবার আমার জন্য একটা উপহারও এনেছে: একটি ছোট ছবি, তাতে আঁকা দু'টি জাহাজ। আমাকে চুমু খেয়ে সে তার উপহারটি দিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম: 'আন্দ্রেই, তোমার ছবির অর্থটা বলবে?' একটুও না ঘাবড়ে সে উত্তর দিল, 'জাহাজগুলি ভারতীয় ছেলেমেয়েদের জন্য চকোলেট নিয়ে চলছে।'

রুশ চকোলেট আমার দারুণ পছন্দ। চমৎকার কাগজে মোড়া ওই চকোলেট খুবই সুস্বাদু। আমার চেনাজানা শিশুদের সবাইকে একটি করে চকোলেট দিতে গেলেও কমপক্ষে দু'জাহাজ চকোলেট লাগবেই।

কিন্তু, আন্দ্রেইর কথা শুনে না হেসে পারি নি। সোভিয়েত শিশুদের এই স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা তাদের সংস্কৃতিরই স্বকীয় অভিব্যক্তি। কয়েকটি মাত্র শব্দ দিয়ে তা বোঝান অসম্ভব।

তাদের মুখচ্ছবিতেই ফুটে ওঠে নিজেদের স্বাভাবিক অনুভূতি— পারস্পরিক সহমর্মিতা, নেই মানসিক চাপ বা কোন ভবিষ্যৎ শঙ্কার অস্তিত্ব। মাঝেমধ্যে অবাক হয়ে ভাবি — সোভিয়েত শিশুদের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যাপারটি কী? সোভিয়েত ইউনিয়নে একমাত্র সুবিধাভোগী শ্রেণীর সদস্য হিসাবে প্রতিটি শিশুই সত্যিকার মানুষ হয়ে ওঠার সকল সুযোগ-সুবিধা পায়। ভারতীয় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই সোভিয়েত ইউনিয়নকে শিশুদের স্বর্গ বলে বর্ণনা করেছিলেন। আমি মনে করি এই স্বর্গটি প্রতি বছর শিশুদের জন্য আরও সুন্দর, সুখময় হয়ে উঠছে।

আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা — এই পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ড শিশুদের জন্য একেকটি রূপকথার রাজ্য হয়ে উঠুক। দেশ, জাতি, ধর্ম বা তার সমাজের নিরিখে কোন শিশুকে বিচার করা কি উচিত? শিশুকে কেন আমরা গোটা মানবজাতির প্রতিনিধি হিসাবে দেখি না? যদি বিশ্বাস করি যে শিশুই মানুষের পিতা তাহলে তাকে ভবিষ্যৎ মানবজাতির কাঠাম ও ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার দেয়া হচ্ছে না কেন? সেজন্য শিশুদের মধ্যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার বদলে তাদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বিশ্বের সকল জাতির পরস্পরের সঙ্গে হাত-মেলান উচিত।

বহুলপ্রচারিত একটি শিশুপত্রিকার সম্পাদক হিসাবে শিশুদের চিত্তবিনোদনের মূল্য আমি ভালই জানি। একটি উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা সাহিত্যের মাধ্যমে শিশুদের তুষ্টিবিধানের প্রয়াস পাই। কল্পনাশক্তি উদ্দীপন, তাদের মনে প্রকৃতি ও তার অনুষঙ্গ সম্পর্কে মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ লালন, গভীর অনুসন্ধান ও ভাবনাচিন্তায় উৎসাহদান — এই তো আমাদের লক্ষ্য।

একদা মাক্সিম গোর্কি যা বলেছিলেন আমরা শিশুসাহিত্যের মাধ্যমে তা-ই অর্জন করতে চাই। তাঁর ভাষায় শিশুসাহিত্যে সাধারণ সাহিত্যের যাবতীয় কাঙ্ক্ষিত গুণাবলীই শুধু নয়, আরও অনেক বেশি মৌলিক, ফলপ্রসূ কিছু থাকা চাই।

এমন কি আজও কথাটি সত্য। শিশুদের জন্য লেখা একটি ভাল বই বা পত্রিকা শুধু তাদের দৃষ্টিই কাড়বে না, সেটা সংগ্রহের বাসনাও তার মনে জাগাবে, অবশ্যই আগাগোড়া তার কৌতূহল ধরে রাখবে। এই বই বা পত্রিকা নিয়ে শিশু এতটা মশগুল থাকবে যে আশাপাশের জগৎ সম্পর্কে তার চেতনা লোপ পাবে। এইসব বই বা পত্রিকা আকর্ষণীয় ও সফল করে তোলার ক্ষেত্রে শিল্পীদের ভূমিকাটিও খুবই উল্লেখযোগ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুদের মনভুলানো বইপত্র প্রস্তুত ও প্রকাশনার জন্য বিশেষ বিশেষ লেখক ও শিল্পী রয়েছিল।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দুটি মহাদেশ, অকৃত্রিম বন্ধুদেশও বটে। বহুক্ষেত্রেই তাদের সহযোগিতা বিদ্যমান। এই দুই দেশের বন্ধন মজবুতে জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ‘চাচা’ নেহরু বিশ্বের শিশুমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তারা তাঁকে ভারতের একজন মহান নেতা হিসাবে স্মরণ করে। যুদ্ধের বিপদ এবং তা নারীর, বিশেষত শিশুদের জন্য যে-দুর্দশা ডেকে আনে সে সম্পর্কে সচেতন বিধায় তিনি বিশ্বশান্তির একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে তিনি বিশ্বকে সর্বদাই হুঁশিয়ার করতেন। এই ধরনের যুদ্ধরোধের দায়িত্ব শুধু নেতাদের উপরই নয়, লেখক ও সৃজনশীল শিল্পীদের উপরও বর্তায়। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় শিশুদের সঙ্গে সোভিয়েতের তথা সারা দুনিয়ার শিশুদের যোগাযোগ মজবুত করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।

বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য

সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের সময় সোভিয়েত স্কুলব্যবস্থার গুণগত মান এবং কীভাবে প্রাক-স্কুল শিক্ষা সেখানকার সমাজ ও পরিবার উভয়ের চাহিদা মেটায় সে-সম্পর্কে আমি অঢেল তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। একেবারে গোড়া থেকেই সমাজ সেদেশে শিশুর মানসিক ও শারীরিক সর্বোত্তম বিকাশের একটি অনুকূল প্রতিবেশ সৃষ্টি করে।

প্রাক-স্কুল বয়সের শিশুদের শেখার যে বিপুল সামর্থ্য রয়েছে, সোভিয়েত অভিজ্ঞতা তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। তাদের সময়োপযোগী, পরিকল্পিত ও বহুমুখী বিকাশ অবশ্যই পরবর্তী লালন-পালন ও শিক্ষার গোটা প্রক্রিয়ার জন্য অশেষ মূল্যবান। প্রসঙ্গত বিশ্ববরেণ্য রুশ লেখক লেভ তলস্তয়ের একটি উক্তি স্মরণীয়: 'শিশুদের ভালবেসে এবং তাদের আত্মার সঙ্গে সত্যিকার যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল একটি সুখী মানবসমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। তাই মানব-সংশ্লিষ্ট সকল প্রশ্নের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ — শিশুপালনের প্রশ্ন।'

শিশুকল্যাণ সম্পর্কে সোভিয়েত সমাজ যথেষ্ট সচেতন। শিশুদের শিক্ষা, সাহিত্য, খেলাধুলা, স্বাস্থ্য, থিয়েটার ও বিনোদনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্জন খুবই উল্লেখযোগ্য। ইদানীং এদেশে শিশুশিক্ষায় অগ্রাধিকারগুলি নির্ধারণ ও স্কুল-সংস্কার নিয়ে ব্যাপক কাজকর্ম চলছে।

নামী পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর ইগর বেস্তুজেভ-লাদা বললেন যে স্কুলগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার প্রস্তুতিমূলক বিভাগ থেকে প্রাণবন্ত পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ে বদলানোই এই সংস্কারের লক্ষ্য: 'আমরা চাই স্কুল-স্নাতকরা ভাল সাধারণ শিক্ষা পাক, আজীবন নিজেদের শিক্ষিত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখুক।'

সোভিয়েত ইউনিয়নে স্কুলের প্রথম পর্ব শুরু হয় ১ সেপ্টেম্বর। শিক্ষার প্রত্যেকটি পর্যায়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পাঠ হল শান্তির পাঠ। অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও জাতীয় বীরপদকে সম্মানিত ব্যক্তিরা সেদিন স্কুলে উপস্থিত হন, ছেলেমেয়েদের দু'চার কথা বলেন: ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ, মানবতায় বিশ্বাস, বিশ্বমৈত্রী।

সম্প্রতি আমি মস্কোর একটি স্কুলে গিয়েছি, যেখানে ছেলেমেয়েরা 'ঠাকুর ক্লাব' গড়ে তুলেছে। সহজবোধ্য যে ক্লাবটি নোবেল পুরস্কারজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত। ছেলেমেয়েদের পর্যাপ্ত শ্রমের সাক্ষ্যবহ সেখানকার জাদুঘরটি বিবিধ সংগ্রহে যথেষ্ট সমৃদ্ধ: ভারত-সংশ্লিষ্ট দুর্লভ গ্রন্থাদি, কলাশিল্প ও অন্যান্য সামগ্রী। ইন্দিরা গান্ধির স্বাক্ষরিত তাঁর একটি ফটো এবং ক্লাবের সদস্যদের উদ্দেশে তাঁর লেখা একটি চিঠিও সেখানে রয়েছে। নির্ভুল

উচ্চারণ ও সুরে বাংলায় এখানকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি শুনলে বিস্মিত হতে হয়। ভারত সম্পর্কে আগ্রহী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষিকা মাদাম বিকভা হলেন এই ক্লাবের অনুপ্রেরণার নেপথ্য উৎস।

মস্কোর আরেকটি স্কুলে আছে প্রেমচাঁদ ক্লাব। সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা বেশ স্বচ্ছন্দেই হিন্দি কথাবার্তা বলে। এই ধরনের মৈত্রী-ক্লাব এক বা দুটি স্কুলে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের বহু স্কুলেই রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা নানা দেশের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে উপহার বিনিময় সহ তাদের সম্পর্কে যথাসম্ভব জানার চেষ্টা করে। সোভিয়েত শিশুসাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত সমালোচক ইগর মতিয়াশভ সোভিয়েত শিশু-কাহিনী সংকলনের ভূমিকায় লিখেছেন: ‘আসুন, এই গ্রহের সম্ভাব্য সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে আমরা সকল দেশ ও জাতির মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধ গড়ে তোলি।’

সোভিয়েত স্কুলের কিশোর-কিশোরীদের লালন-পালন মূলত গোটা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। ব্যাপারটা ক্লাসের লেখাপড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও এককভাবে তাতেই সীমিত নয়। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে আছে নানা ধরনের ক্লাব, পাঠচক্র ও পাঠকদল, পাইওনিয়র প্রাসাদ, তরুণ কৃতকৌশলী, অভিযাত্রী ও ক্রীড়া চক্র। এইসব সংস্থা শিশুদের নিজস্ব কৌতূহল আবিষ্কার ও উন্নয়নে সহায়তা দেয়, তাদের সর্বতোমুখী বিকাশে অবদান যোগায়।

শিক্ষামন্ত্রক শিক্ষাক্রম-বহির্ভূত সংস্থার একটি ব্যাপক জাল গড়ে তোলে যেগুলি স্কুলের সঙ্গে জড়িত থাকলেও স্কুলের সরাসর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ওগুলি শিক্ষাকার্যে এবং ছাত্রছাত্রীদের ছুটি-কাটানোর ব্যাপারটি সংগঠনেও স্কুলকে সাহায্য করে।

নানা প্রতিষ্ঠান ও পর্ষদ্ আনুষঙ্গিক ব্যাপক কার্যকলাপ চালায়। শিশুদের গ্রন্থাগারের সংখ্যা হাজার হাজার। অনেক শহরে আছে শিশুদের রঙ্গমঞ্চ। ট্রেড ইউনিয়নের ক্লাব ও সংস্কৃতিপ্রাসাদের শিশু-সংক্রান্ত ইউনিট, জাদুঘর, ক্রীড়াসমিতি তথা অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য যথাসাধ্য করে। অধিকন্তু, বিশেষভাবে

শিশুদের জন্য আছে পার্ক, রেলপথ ও স্টিমার, যদিও প্রায়শই এগুলিতে তাদের সঙ্গী হিসাবে থাকে বড়রাও।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিক সাফল্যাদির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় সাধনে উদ্যোগী ক্লাব ও পাঠচক্রগুলি ক্রমেই অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আরেকটি সাম্প্রতিক উদ্ভাবনা: গবেষণা পদ্ধতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্রের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত করানোর জন্য গঠিত বিজ্ঞানকেন্দ্র। এগুলি তাদের মহাফেজখানার সামগ্রী, তালিকা, গ্রন্থপঞ্জীয় নির্ঘণ্ট ও নানা ধরনের আকর-সামগ্রী ব্যবহারের কলাকৌশল শেখায়। শিশুদের জন্য শিল্পকলার ব্যাপক শিক্ষামূলক তাৎপর্যের উপরও যথেষ্ট নজর দেয়া হয়। সোভিয়েত সমাজের অত্যন্ত দুর্দিনেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছিল। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশু-রঙ্গালয়ের সংখ্যা প্রায় ১৯০। এগুলির আছে নিজস্ব ভবন। প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেতৃ, পরিচালক, সঙ্গীতজ্ঞ ও ডিজাইনাররা শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় কিছু উদ্ভাবনের জন্য অতিরিক্ত সময় খাটেন।

গ্রীষ্মের ছুটির শুরুতে গ্রামাঞ্চলে শিশুদের বয়ে নিয়ে যাওয়া বাসের দীর্ঘ সারি অনেক দিন থেকেই একটি পরিচিত দৃশ্য হয়ে উঠেছে। ৭-১৫ বছর বয়সী নিশ্চিন্ত, হাসিমুখ ছেলেমেয়েরা এইসব বাসে চলে ছুটির চমৎকার দিনগুলি কাটাতে। গ্রীষ্মশিবিরবাস নামে পরিচিত এই ব্যবস্থা অক্টোবর মহা বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েত জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

এইসব গ্রীষ্মশিবির আগেকার শিবিরগুলির (যখন তাঁবু ও আদিম খোলা উনুন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না) তুলনায় দৃশ্যত অনেকটা আলাদা হলেও তাদের লক্ষ্য অভিন্নই আছে: শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতি, ছুটিকে উপযোগী, বৈচিত্র্যময় ও কৌতূহলোদ্দীপক কার্যকলাপে ভরে তোলা, আনন্দ ও হাসিতামাশার ব্যবস্থা, শক্তিতে ভরপুর করে তাদের পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে পাঠান। ১৯৭৪ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত 'স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ছুটি-কাটান ব্যবস্থার আরও উন্নতিবিধান' কর্মসূচিটি শিশু-বিষয়ক সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানের দিকদর্শক হয়ে উঠেছে।

এই শিবিরগুলির অধিকাংশই ট্রেড ইউনিয়ন চালায়। ট্রেড

ইউনিয়ন কমিটি ও কাউন্সিল যথানিয়মে কলকারখানা, প্রতিষ্ঠান ও যৌথখামারগুলির সঙ্গে পরামর্শক্রমে এইসব শিবির সংগঠন করে। গত পাঁচ বছরে লক্ষ লক্ষ শিশু বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যের ভাউচারে ওইসব শিবিরে ছুটি কাটিয়েছে। এই খরচার বেশির ভাগই বহন করে রাষ্ট্রীয় সামাজিক বীমা, ট্রেড ইউনিয়নের বাজেট, মন্ত্রক ও কারখানা। অভিভাবকরা ভাউচারের ৩০ শতাংশের বেশি খরচা শোধ করেন না। কোন কোন শিবিরে একটি ছুটিতে ১০০ ছেলেমেয়ে থাকে, কোথাও-বা কয়েক হাজার। আধুনিক গ্রীষ্মশিবিরের সুনির্মিত ভবনে আছে বড় বড় হল-ঘর, আধুনিক হেঁসেল, স্নানাগার, ধোপাখানা, চিকিৎসা বিভাগ, খেলার মাঠ, সাঁতারের পুকুর, ক্লাবঘর, হবি-দলের কামরা।

'ইলেক্ট্রস্তাল' কারখানা পরিচালিত মস্কো অঞ্চলের 'অর্‌লিওনক' (ঈগল-ছানা) শিবিরে একসঙ্গে থাকে ইস্পাতকর্মীদের শত শত ছেলেমেয়ে। ভেঁপুর শব্দে তাদের ঘুম ভাঙ্গে সকাল আটটায়। তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে তারা ঝলমলে জার্সি পরে খেলার মাঠে প্রভাতী ব্যায়ামের জন্য দাঁড়ায়। তারপর আবার ভেঁপু বাজে প্রভাতী সম্মেলনের, সেখানে তাদের দিনের কর্মসূচি জানান হয়, তাতে থাকে ক্যাম্পের দলগুলির জন্য নানা ধরনের আকর্ষণীয় কার্যকলাপ।

প্রাতরাশের পর ছেলেমেয়েরা বাইরে বেড়াতে গেলে শিবির বস্তুত জনশূন্য হয়ে পড়ে। ছোটরা যায় আশপাশের বন বা মাঠে আর মাঝারিরা ছুটে দূরের বন, হ্রদ বা নদীর দিকে, বড়রা 'মেহনতের সফরে' অর্ধেক দিন কাটায় স্থানীয় যৌথখামারে — আগাছা উপড়ায় ক্ষেতে, সাহায্য করে যৌথখামারীদের।

দুপুরের খাবারের পর শিশুরা কিছুক্ষণ ঘুমায় শিবিরের পিনপতন নৈশব্দ্যে। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে শিবির কর্মচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে ওঠে: ভলিবল ও অন্যান্য খেলাধুলা, কনসার্টের মহড়া, গানবাজনা শেখা, প্রিয় হবির ক্লাব ও চক্রগুলিতে মোলাকাত। আপন রুচি অনুসারে প্রত্যেকেই এইসব কর্মকাণ্ডে শরিক হয়।

রাতের খাবারের পর ক্লাবে কেউ কেউ সিনেমা দেখে অন্যরা বনে শিবিরাগ্নি জ্বালায়। আগুনের চারদিকে গোল হয়ে বসে তারা গল্প বলে, কাহিনী শোনায়। শিশুরা ঘুমুতে গেলে বড়রা বৈঠকে

বসে: সারাদিনের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা চলে, আগামী দিনের কর্মসূচি তৈরি হয়। এভাবেই রোজকার কর্মসূচি পূরণের কল্যাণে শিশুরা স্বাস্থ্য, বল ও সুখে ভরপুর হয়ে ওঠে।

শিশুদের গ্রীষ্মশিবিরে আসেন পলিক্লিনিক ও হাসপাতালের চিকিৎসাকর্মীরা — হাজার হাজার ডাক্তার ও প্রশিক্ষিত নার্স। তাঁরা তদারক করেন শরীরচর্চা ও খাবার-দাবার, ব্যবস্থা করেন স্বাস্থ্যসম্মত ব্যায়ামের, ব্যবস্থা দেন সুসঙ্গত পথ্যের। জেলা পর্যায়ে থাকে আন্তঃশিবির পলিক্লিনিক, সেখানে থাকেন বিশেষজ্ঞরা, দেখেন জরুরি কেসগুলি।

দীর্ঘকালীন রোগাক্রান্ত স্বাস্থ্যহীন ছেলেমেয়েদের জন্য আছে বিশেষ ধরনের স্বাস্থ্যনিবাস জাতীয় শিবির। স্বাস্থ্যাঞ্চলের ওইসব শিবিরে থাকে কর্দমস্নান ও অন্যান্য প্রাকৃত চিকিৎসা। প্রায় ২ হাজার শিশু কৃষ্ণসাগরের আনাপা শিবিরে ডাক্তারি চিকিৎসা সহ চমৎকার ছুটি কাটায়। আনাপার ১৭০টি গ্রীষ্মশিবিরের মাঝখানের নবীন পাইওনিয়র সরণীটি সোভিয়েত শিশুদের মধ্যে একটি প্রবাদে পরিণত। তেলশ্রমিক, বিমানকর্মী, রসায়ন শিল্পের মজুর, নির্মাণকর্মী, ইস্পাতশ্রমিক, খনিমজুর, ও অন্যান্যদের সন্তানরা এইসব শিবিরে আসে।

'আর্তেক' শিবির বিশ্বখ্যাত। কৃষ্ণসাগরের ক্রাইমিয়া উপকূলে অবস্থিত এ শিবিরে প্রতি বছর ছুটি কাটায় হাজার হাজার ছেলেমেয়ে।

কৃষ্ণসাগরের ককেশীয় উপকূলের তুআপ্‌সে শহরের লাগোয়া 'অর্‌লিওনক' তরুণ পাইওনিয়র শিবিরেও বছরে আসে ১৭ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী।

রুগ্‌ণ ছেলেমেয়েরা এখানে গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি উপভোগ করে, শীতে পড়াশোনা করে, ছোটখাটো ছুটি কাটায়। অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের পড়ান, নিজেদের স্কুলের সহপাঠীদের সমমানে তাদের পড়াশোনা এগোয়।

শিবিরে গৃহমধ্য সাগরজলের ক্ষুদে পুকুর, সখের রঙ্গমঞ্চ, প্রতিভা ও হবি কক্ষ, ব্যায়ামাগার, ইত্যাদি থাকার দরুন গ্রীষ্মের মতো শীতেও শিশুরা এখানে স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে, আনন্দোৎসবে মেতে থাকতে পারে।

বিশ্বের প্রথম শিশুদের সঙ্গীত-রঙ্গালয়

বিশ্বের প্রথম শিশু-রঙ্গালয়ের যবনিকা উত্তোলিত হয় ১৯২১ সালে মস্কোয়। কেন্দ্রীয় শিশু-রঙ্গালয় নামে খ্যাত এই প্রতিষ্ঠান একটি সুরম্য ভবনে অবস্থিত। গত ২০ বছরে এখানে বহুবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে 'রামায়ণ' এবং রুশী 'রাম' গেন্নাদি পেচনিকভ ভারতের রামকে এদেশে জনপ্রিয় করেছেন।

শিশুদের জন্য একটি সঙ্গীত-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম ভেবেছিলেন নাতালিয়া সাত্‌স। এটি এক অনন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা, মাথায় নীলকণ্ঠ পাখির ভাস্কর্য — সৌভাগ্য, সুখ ও শান্তির বার্তাবহ এই পাখি স্বর্ণবীণার তারে আলতোভাবে পাখা বুলিয়ে ঝঙ্কার তুলে আগত দর্শকদের স্বাগত জানাচ্ছে।

মস্কোর বলশয় থিয়েটার সমধিক প্রসিদ্ধ। অ্যাপলোর ঘোড়াচালিত রথটি ওই ভবনের শিরশোভা। হলঘর ছাড়াও তাতে আছে বিভিন্ন তলায় পাঁচটি বৃত্তাকার ঝুল-বারান্দা। দেয়ালে সোনার কারুকার্য, ঝাড়বাতির আলো-আঁধারি খেলা দর্শকদের জন্য এক মায়ালোক সৃষ্টি করে। মঞ্চে শিল্পীরা অনুপম নৃত্যানুষ্ঠান দেখান, আর প্রতিটি বিরতিতে বিমুগ্ধ দর্শকরা সানন্দ করতালির ঝড় তুলেন।

বলশয় থিয়েটারের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে মালি থিয়েটার — সুপ্রাচীন তথা সুপ্রসিদ্ধ। অদূরেই কেন্দ্রীয় শিশু-রঙ্গালয়। প্রতিদিনই অনুষ্ঠান থাকে, মঞ্চায়িত হয় রূপকথার নাট্যরূপ। রুশী 'রাম' অর্থাৎ পেচনিকভের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন তাঁরা 'কৃষ্ণলীলা' মঞ্চস্থ করেন না। তিনি মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'অবশ্যই করবো, যদি মঞ্চের জন্য কেউ এটির নাট্যরূপ লিখে দেন।'

কেন্দ্রীয় শিশু-রঙ্গালয় সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশু-রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক সহায়তা যুগিয়েছে।

মস্কো বেতার প্রতিদিন শিশুদের জন্য দশটি অনুষ্ঠান প্রচার করে। পাইওনিয়রদের ভেরীবাদন দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানগুলির বিষয়বস্তু শিশুজগৎ, তাদের কৌতূহল ও স্কুল।

তাদের সমস্যাগুলিও। শিশুদের বোঝার জন্য মা-বাবারাও অনুষ্ঠানগুলি দেখেন।

তাশখন্দ পুতুলনাচ রঙ্গালয়ে আমি 'তুলোর কুঁড়ি' নাটকটি দেখি। আলি-বাবা খানভের এই রচনাটিকে নাটকের বদলে কাব্য বলাই সঙ্গত। একটি ছোট্ট তুলোবীজ সারা দুনিয়া ঘুরছে। সে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়, কিন্তু আপন দেশে ফিরলেই শুধু তার বাড়বাড়ন্ত। যে-দেশে যায় তারই প্রেমে পড়ে সে, কিন্তু স্বদেশের বিকল্প খুঁজে পায় না।

তাশখন্দে অনেকগুলি আর্ট-থিয়েটার, বৃহত্তমগুলি : উজবেক হামজা নাট্যরঙ্গালয়, আলীশের নাভোয়ি ব্যালে ও অপেরা রঙ্গালয়, রুশ গোর্কি নাট্যরঙ্গালয়।

১৯১৮ সালে মস্কোর মামনভ্স্কি (এখন সাদভ্স্কি) লেনে শিশুরা একটি অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করে। নতুন কোম্পানির পরিচালিকা ছিলেন নাতালিয়া সাত্স। আ. লুনাচারস্কি পরিচালিত রুশ ফেডারেশনের শিক্ষা-সংক্রান্ত গণ-কমিশারিয়েত এটিকে শিশুদের রাষ্ট্রীয় রঙ্গালয় হিসাবে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯২১-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত নাতালিয়া সাত্স ছিলেন ত্ভেরস্কায়া সড়কে (এখন গোর্কি সড়ক, ২৩) মস্কো শিশু-রঙ্গালয়ের পরিচালিকা।

১৯৩৬ সালে মস্কো শিশু-রঙ্গালয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় মস্কোর বলশয় ও মালি থিয়েটারের অদূরস্থ কেন্দ্রীয় শিশু-রঙ্গালয়। নাতালিয়া সাত্স হন এই রঙ্গালয়ের পরিচালক ও শিল্পনির্দেশক।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রখ্যাত দৈনিক 'প্রাভ্দা' ১৯৬২ সালে সোচ্চার দাবি জানায় : 'শিশুদের জন্য একটি সঙ্গীত-রঙ্গালয় চাই'। আসলে তা ছিল নাতালিয়া সাত্স ও প্রখ্যাত সঙ্গীতস্রষ্টা দ্মিত্রি কাবালেভ্স্কি লিখিত একটি প্রবন্ধের শিরনামা। নাটক ও সঙ্গীতের সমন্বয় শিশুদের শিক্ষায় যথেষ্ট সহায়তা যোগাবে — এই ছিল তাঁদের যুক্তি। প্রায় তিন বছর পর নাতালিয়া সাত্সের পরিচালনায় ম. ক্রাসভের অপেরা 'তুষার পিতা' দিয়ে বিশ্বের প্রথম শিশুদের সঙ্গীত-রঙ্গালয়ের যবনিকা উত্তোলিত হয়।

ওইসব দিনে রঙ্গালয়টি ছিল কেন্দ্রীয় শিশু-রঙ্গালয়ের অদূরে একটি সাধারণ দালানে।

'মুজিকালনায়া জিজ্‌ন' — সঙ্গীত বিষয়ক একটি পত্রিকা, তখন সম্পাদকীয়তে লিখেছিল: 'বহুকাল থেকেই আমরা শিশুদের জন্য একটি সঙ্গীত-রঙ্গালয়ের, একটি অনুপম রঙ্গালয়ের স্বপ্ন দেখেছি, যেখানে সেরা সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, গায়ক ও নৃত্যশিল্পীরা শিশুদের জন্য অপেরা, ব্যালে, সিম্ফনিক কনসার্ট ও প্রহসন অনুষ্ঠানে মিলিত হবেন, যেখানে শিশুরা সঙ্গীত সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানসঞ্চয় করবে আর সঙ্গীতানুষ্ঠানের বক্তব্যে দর্শকরা প্রবলভাবে আলোড়িত হবে।'

কাল এই মন্তব্য সমর্থন করেছে। এখন অপেরা ও ব্যালে আসলে সঙ্গীত ও নাটকীয় কর্মকাণ্ডের এক অপূর্ব সংশ্লেষ হয়ে উঠেছে। সঙ্গীতস্রষ্টাদের নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে আছেন: দ্‌মিত্রি কাবালেভ্‌স্কি, তিখন খ্রেন্নিকভ, মারিয়ান কভাল, ভ্লাদিমির রুবিন, মিখাইল রাউখ্‌ভেরগের, এদুয়ার্দ কলমানভ্‌স্কি ও বরিস তেরেন্তিয়েভ প্রমুখ।

নাতালিয়া সাত্‌স একবার বলেছিলেন, 'শিশু-দর্শকদের রঙ্গালয় শুধু নাট্যানুষ্ঠান বা আবৃত্তির ব্যবস্থাই নয়, শিশুদের মনে দেশাত্মবোধক উপলব্ধি ও সূক্ষ্ম নান্দনিক বোধ সঞ্চারিত হওয়ার অনুকূল প্রতিবেশও সৃষ্টি করবে।'

১৯৮০ সালে, আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে মস্কোর রাষ্ট্রীয় শিশু-সঙ্গীতরঙ্গালয়টি ভেরনাদ্‌স্কি সরণীর চিত্রোপম পরিবেশে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

নাতালিয়া সাত্‌সের ভাষায়: 'আমাদের দেশ ছাড়া আর কোথায় এমন আন্তরিক ঔদার্যে শিশুদের জন্য প্রতিবিন্দু শক্তি-সামর্থ্য, প্রতিটি বৈষয়িক সম্পদ কাজে লাগানোর সদিচ্ছা দেখা যায়?'

অনুষ্ঠানের লক্ষ্য তিন ধরনের দর্শকের মনোরঞ্জন: দশ বছরের কম বয়সী, পনের বছর বয়সী ও অনূর্ধ্ব উনিশ বছর বয়সী। নাতালিয়া সাত্‌স প্রায়শ বলেন যে সঙ্গীত ও নাটকের উদ্বাহে প্রভূত সম্ভাবনা সুপ্ত থাকে এবং 'একথা মোটেই অতিশয়োক্তি নয় যে সঙ্গীত অভিনীত হলে, সঙ্গীত, কথা ও নৃত্য একটি সত্তায় সমন্বিত

হয়ে উঠলে শিশু-দর্শক ও শিশু-শ্রোতাদের তা প্রবলভাবে নাড়া দেয়।'

দুটি প্রেক্ষাগৃহের হলঘর-বোঝাই সহাস্যমুখ শিশুদের দেখলেই এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

রঙ্গালয়ের অনুষ্ঠানগুলি সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা বিদেশেও উচ্চপ্রশংসা পেয়েছে। এই রঙ্গালয় শিল্পীদের ইতালি সফরের পর স্থানীয় সংবাদপত্র লিখেছিল: 'মস্কো শিশুদের জন্য সঙ্গীত ও নাটকের ক্ষেত্রে কাজের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।'

প্রসঙ্গত, প্রখ্যাত ইতালীয় লেখক জান্নি রোদারি'র একটি মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি একদা বলেছিলেন: 'সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজা-রাজড়া নেই, তা সত্য নয়। শিশুদেরই ওই দেশে সিংহাসনে বসান হয়েছে।'

সঙ্গীত আসলে একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এজন্য অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। সত্যিকার আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শ সৃষ্টিই সঙ্গীতের অভীষ্ট।

নাতালিয়া সাত্‌স কর্মনিবিষ্ট মানুষ। তাঁর মতে শিশু-রঙ্গালয় সুযোগ্য পরিচালনায় তরুণ মনগুলিকে শান্তি, প্রগতি ও মানবতার ছাঁচে গড়ে তোলার একটি হাতিয়ার হয়ে ওঠে। তিনি বলেন যে জীবনের সব কিছুরই বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ আছে, অতীত থেকেই শুরু করা যেতে পারে।

প্রখ্যাত রুশ অভিনেতা ও পরিচালক আলেকসান্দর লেন্‌স্কি, বিশ্ববরেণ্য মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েন, যুগোস্লাভিয়ার ব্রনিস্লাভ নুশিচ ও ইতালির বেনাভেন্তে-ই-মার্তিনেস প্রায় একইসঙ্গে মঞ্চশিল্পকে শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলা ও তাদের কাছে পৌঁছানোর কথা ভেবেছিলেন।

'নীলকণ্ঠ পাখি' নাটকের প্রখ্যাত রুশ পরিচালক কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভ্‌স্কি ১৯০৮ সালে বলেছিলেন যে 'শিশুদের জন্য অভিনয় বড়দের মতোই হওয়া উচিত, তবে আরও ভালভাবে।' তিনি চাইতেন যে অভিনেতা অভিনয় করবেন 'দশ বছরের কিশোরের কল্পনার শুদ্ধতা সহকারে'।

'শিল্প হবে জনগণের' — সৎ শিল্পীরা লেনিনের আহ্বানকে

'শিল্প শিশুদের জন্য' হিসাবেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। এভাবেই প্রথম রাশিয়ায় শিশুদের জন্য স্থায়ী রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা।

রুশ রঙ্গমঞ্চ বিদেশীদেরও মুগ্ধ করেছে। পেট্রিসিয়া স্নাইডার তাঁর দল নিয়ে ফ্র্যাঙ্ক বাউম রচিত 'ওর শহরের জাদুকর' মস্কোয় মঞ্চস্থ করেন। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের অলবানি শহরে ফিরে তাঁরা শিশুদের জন্য একটি পেশাদারি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।

রঙ্গালয় হবে শিশুদের কাছে আপন গৃহের মতোই আকর্ষণীয়। আপন আবেষ্টনীর যাবতীয় শৈল্পিক সৌন্দর্য উপলব্ধি ও আয়ত্তীকরণের দিকে তাদের আকৃষ্ট করা উচিত। শিশুদের আমরা যে-অনুষ্ঠান দেখাই, সেখানে শৈল্পিক উদ্যোগ, শিক্ষাগত দায়িত্ব ও বক্তব্যের স্পষ্টতা — সব মিলিয়েই তা নাটক হয়ে ওঠে। অবশ্য দর্শকদের কথাটাও ভুলে যাওয়া অনুচিত। নাতালিয়া সাত্সের মতে 'মনে রাখা প্রয়োজন যে শিশুরাই ভবিষ্যৎ বিশ্বের নিয়ন্তা'।

'নতুন রীতি সন্ধানের অভিযান' হিসাবে প্রচারিত অনুষ্ঠানে ফ্যাশন খুঁজে বেড়ানোকে প্রশ্রয় দেয়া হয়। তবে 'আধুনিকতাকে ফ্যাশনের চলতি খেয়াল-খুশির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়' — বললেন তিনি। 'আমরা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই যথার্থ নন্দনতত্ত্ব ও নীতিবোধের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাটাও ভুলে যাব না।'

রঙ্গালয় নিরপেক্ষ দর্পন নয়, একটি বিবর্ধক কাঁচ, যাতে ধরা পড়ে যাবতীয় দোষত্রুটি, যা জাগায় পাপের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। তবে কবি মিখাইল স্ভেৎলভের উক্তিটিও স্মরণীয়: 'স্বেচ্ছাকৃতভাবে সৃজনশীল হওয়ার চেষ্টা অনুচিত।' এই ধরনের স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টা প্রায়শই সৃষ্টির মর্মবাণীটিকে আড়াল করে ফেলে।

নাটকে শিশুরা কী আশা করে: মানুষের উজ্জ্বল বুদ্ধিবৃত্তিগত ও মানস্তাত্ত্বিক সারবত্তা এবং চারিত্র্যগুলির সত্যনিষ্ঠ, পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা। নাটকের মাধ্যমে শিশুদের স্পষ্টভাবে নিষ্ঠুরতা বিলোপের ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি সম্মান দেখানোর কথা বলা উচিত। নাতালিয়া সাত্সের ভাষায়: 'শিশুর হৃদয়ের গোপন তারটি খুঁজে পাওয়ার

জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চালান চাই। কিশোর-কিশোরীদের সৃজনশীলতার সত্যতায় আকর্ষণ ও বিশ্বাস জাগাতে হবে।'

আবেগগত অভিঘাতের ও সত্যিকার শৈল্পিক সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের সেরা নৈতিক শিক্ষাদান সম্ভব। কিন্তু কাজটি মোটেই সহজ নয়।

যুবজন, যাদের সংসার প্রবেশ আসন্ন, তারা সাধারণভাবে সামনে কোন 'ভবিষ্যৎ নেই' ও 'বর্তমানই সত্য' মনোভাব নিয়েই থাকে। আজকের আত্যন্তিক উত্তেজনাতাড়িত বিশ্বে এটাই যুবজনের সাধারণ মনোভাব। মানবসভ্যতার যাবতীয় সাফল্যের উপর যুদ্ধবাজদের অবিরাম হামলা চলছে।

'শিশুদের যুদ্ধের ভয়ংকর বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, কিন্তু তাদের মনে হতাশা সৃষ্টি অনুচিত। তাদের মধ্যে বিশ্বশান্তি রক্ষার একটা দৃঢ় মনোভাব গড়ে তোলাই হবে আমাদের লক্ষ্য। যুবজন ও শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রঙ্গালয়গুলির এটাই প্রধান কর্তব্য' — বললেন নাতালিয়া সাত্স।

সৌভাগ্যের বিষয়, জায়মান প্রজন্মের মনে উচ্চ মানবিক ভাবাদর্শ লালনের উদ্যোগ সারা দুনিয়ায় চলছে।

তীব্রতম সমস্যাগুলি তুলে ধরতেও সোভিয়েত রঙ্গালয়ের কোন দ্বিধা নেই। প্রখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষাবিদ আন্তোন মাকারেঙ্কো একদা বলেছিলেন যে লেখার বিষয়বস্তু নয়, লেখার ধরনটাই শিশু ও বড়দের সাহিত্যের পার্থক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের সঙ্গে মানবজাতির বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন। তবে আলোচনার সুর হবে স্বচ্ছন্দ, অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত। আলোচনা অবশ্যই শিশুদের বোধগম্য হওয়া উচিত।

গোড়ার দিকে শিশুদের অনুষ্ঠানগুলিতে কেবল সৌখিন শিল্পীরাই অভিনয় করতেন। এখন তাদের বদলি হিসাবে এসেছেন কলেজের ডিগ্রিধারী পেশাদার শিল্পীরা। উল্লেখ্য, পথিকৃৎ ও আধুনিক পরিচালকদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান: নাগরিক কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা, দেশপ্রেম, নতুন মানুষ সৃষ্টি — শ্রমিষ্ঠ, মহৎ, সৎ ও সাহসী মানুষ।

শ্রমের জন্য গভীর শ্রদ্ধাবোধ গঠন ছাড়া রঙ্গালয় নান্দনিক শিক্ষাও

দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবতীয় কর্মকাণ্ডেরই একটা নান্দনিক দিক থাকে। বিশাল প্রকল্প, কলকারখানার শ্রমিকসংঘ, কৃষিসমবায়, ছুটির সময় যৌথখামারে কাজ — সবই নান্দনিক কর্ম হিসাবে বিবেচ্য আর এগুলি শিশুদের নাট্যানুষ্ঠান থেকে অবিচ্ছেদ্য। শিশুদের রঙ্গালয় সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেই গল্পাদি অবলম্বন করে, তবে বিশেষ গুরুত্ব থাকে দেশপ্রেমমূলক বিষয়বস্তুর। বিপ্লব এবং যুদ্ধের প্রাধান্যও লক্ষণীয়।

স্তানিস্লাভ্স্কি বলতেন: 'অনুষ্ঠানের অর্ধেকই দর্শকদের সৃষ্টি'। বস্তুত, দর্শক ও কুশীলব উভয়ই অনুষ্ঠানের শরিক — প্রথমোক্তরা সরব সমর্থক, শেষোক্তরা চরিত্রগুলির রূপকার। আমরা নিশ্চিত যে রঙ্গালয় থেকে এমন ব্যাপক পরিসর শিক্ষালাভের পর আশু সংসার প্রবেশকামী যুবক-যুবতীরা দেশের কল্যাণের জন্য ব্যাপক সৃজনশীলতার মনোভাব নিয়ে কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে।

আর্কাদি গাইদার ('তিমুর ও তার দলবল', 'আর.এম.সি' ও 'ড্রামার ভাগ্য'), মার্ক টোয়েন ('টম সয়ারের অ্যাডভেঞ্চার', 'রাজপুত্র ও নিঃস্ব'), হান্স অ্যান্ডারসেন ('বিদঘুটে হাঁস-ছানা', 'তুষাররাণী') ও সাঁ এক্সুপেরী ('ছোট রাজকুমার') শিশুদের মধ্যে সবিশেষ জনপ্রিয়। আলেক্সান্দর খ্মেলিকের লেখা 'আকাশের বুক চিরে ছুটছে এক নরবানর' জাতীয় বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীমূলক নাটকও শিশুদের মন কাড়ে।

আলেক্সান্দর আলেক্সান্দ্রভ তাঁর 'শিশক' গল্পে রূপকথার উপাদানের সঙ্গে বাস্তব জীবন মিলিয়েছেন। শিশু-রঙ্গালয়ে রূপকথার প্রাধান্য সত্ত্বেও অনুষ্ঠানসূচিতে তাদের জন্য বৈচিত্র্যের অভাব থাকে না। কার্ল মার্কসের প্রিয় 'কিশোর রক্লের গল্পলহরী' এখন শিশু-সঙ্গীতরঙ্গালয়ের অনুষ্ঠানসূচির অন্তর্ভুক্ত। গল্পগুলিতে মেহনতিদের প্রতি উচ্ছ্বসিত ভালবাসা, তাদের বাড়িঘরের কৌতুকাবহ ছবি, বাস্তব ও কল্পিত উপাদান দর্শকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

জীবজন্তু, পাখি ও প্রকৃতির প্রতি দেখান ভালবাসার মধ্যে শিশুদের কোমল অনুভূতি প্রকটিত হয়। তাদের বন্ধুদের সেরা গুণগুলি

প্রায়শই খেলার পুতুলের মধ্যে ফুটে ওঠে। নাতালিয়া সাত্স বললেন: 'শিশু-রঙ্গমঞ্চের জন্য আমরা অবিরাম নতুন উপকরণ ও চরিত্র খুঁজি।' পৃথিবীর যেকোন দেশে এমন কিছু চরিত্র আছে যেগুলি শিশুদের খুবই প্রিয়।

দৃষ্টান্ত হিসাবে রাশিয়ার 'বুরাতিনো' উল্লেখ্য: একটি উচ্ছল, কৌতূহলী ও সাহসী কাঠের পুতুল, যে চাটুক্তি, প্রতারণা ও নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছিল। মঞ্চে খোদ তার আগমন একটি উল্লসিত আবহের উৎস। ইতালির 'পিনোকিও'কে চরিত্র হিসাবে নিয়ে (বুরাতিনো) আলেক্সেই তলস্তয় ও সের্গেই শের্‌ভিন্‌স্কি চমৎকার কয়েকটি নাটক লিখেছেন।

রামায়ণের রুশী নাট্যরূপে রামের চরিত্রে অভিনয়কারী পেচনিকভের কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে গত বিশ বছর যাবৎ 'রামায়ণ' অভিনীত হচ্ছে। আমাদের দেখা হওয়া মাত্র তিনি আমাকে সাদর আলিঙ্গনে বেষ্টন করলে নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছিলাম। দৈনিক অনুষ্ঠান সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় শিশু-রঙ্গালয়ে আসন পাওয়া কঠিন। আগেভাগে টিকিট কেনাই রেওয়াজ। পেচনিকভ 'রামায়ণ' মঞ্চস্থ করে নেহরু পুরস্কার পান।

শিশুদের রঙ্গালয় বিস্তারের কাজে কেন্দ্রীয় শিশু-রঙ্গালয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য: এখন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা ৬৩৬, অপেশাদার অগণিত।

আমি পেচনিকভকে বলেছিলাম: 'সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি উন্নত ও প্রাগ্রসর দেশ আর ভারতের পরিস্থিতি পৃথক। নাট্যান্দোলন চালানোর মতো অর্থ-সম্পদ আমাদের নেই।' জবাবে তিনি বলেন: 'কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন তো আগে আজকের মতো সমৃদ্ধ ছিল না। অক্টোবর বিপ্লবের আগে এদেশে কোন শিশু-রঙ্গালয় ছিল না; দুনিয়ার কোথাও ছিল না। লেনিন তা বদলান। তখন আমরা খুবই গরীব ছিলাম, আর্থিক দিক থেকে ভারতের চেয়েও গরীব।

আমরা সেদিন শীতার্ত ছিলাম। আমাদের এমন কি উপযুক্ত পরিমাণ খাবারও ছিল না। এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও উদ্যমের কোন ঘাটতি ঘটে নি, শিশুদের আমরা ভালবেসেছি, তাদের ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখেছি। সেদিনও শিশু-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিশুদের সেরা সবকিছু দেবার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। তাই প্রতিকূল প্রতিবেশ সত্ত্বেও এই ধরনের রঙ্গালয় গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয়েরও উন্নতি ঘটেছে।'

গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় শিশু-রঙ্গালয়টি ছিল খুবই ছোট। কিন্তু শিশুদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে নাট্যান্দোলন বিপ্লবের মতো ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর বিখ্যাত বলশয় থিয়েটারের লাগোয়া একটি সুরম্য ভবন কেন্দ্রীয় শিশু-রঙ্গালয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

আজ কেন্দ্রীয় শিশু-রঙ্গালয়টি অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ ও মঞ্চশিল্পীদের জন্য একটি পরীক্ষাগার হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন সেখানে অন্তত একটি নতুন কিছু পরীক্ষা করা হয়। কঠোরতম দায়িত্ব বহনেও তারা প্রস্তুত। প্রতিটি নতুন দশকই তাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। লোককাহিনী ও আধুনিক নাটক পরিবেশনের পর তারা এখন চিরায়ত সাহিত্যের নাট্যরূপের দিকে ফিরেছে। ইতিমধ্যেই মঞ্চস্থ হয়েছে অস্ত্রোভস্কি, দস্তয়েভস্কি, শেক্সপিয়র, ডিকেন্সের রচনাবলী ও 'রামায়ণ'।

পেচনিকভ আমাকে একটি বক্সে নিয়ে যান, যেখানে বসে জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধি একদা নাটক দেখেছিলেন। যখন দেখলাম নাটকের চরিত্র বা দর্শকের সবাই শিশু নয় তখন কেন তা শিশু-রঙ্গালয় — সেকথা পেচনিকভকে জিজ্ঞেস করি। তাঁর উত্তর: দর্শক হিসাবে শিশু ও বড়দের ভাগ করা অসম্ভব, প্রতিটি উপস্থাপনাই অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্ত বয়স্কদের সমানভাবে আকর্ষণ করবে। শিশুদের খেয়াল ও কল্পনার বিস্তার কোন কৃত্রিম বাধা মানে না। 'রামায়ণ'-এর কথাই বলি, শিশু ও বড় উভয়েরই অনুপ্রেরণার তা উৎস।

শিশু-রঙ্গালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ব্রিয়ান্ত্সেভকে একদা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল — কোন বয়োবর্গ তাঁর অনুষ্ঠান দেখবে। উত্তরে বলেছিলেন, 'সাত থেকে সত্তর'।

অভিনেতা ও পরিচালক হিসাবে দীর্ঘকাল কর্মরত পেচনিকভ বস্তুত ব্রিয়ান্ত্সেভের এই মতের একজন অটল সমর্থক।

যাকিছু গ্রহণযোগ্য, যাকিছু শিল্পধর্মী তাতে সকলের অংশভাগ

আছে। শিশু-রঙ্গালয়ে শিশুরাও অভিনয় করে। তাদের জন্য এটা পেশার চেয়ে হবি হিসাবেই বেশি আকর্ষণীয়। 'আমরা শিশুদের জন্য একটি পেশাদারি মঞ্চ তৈরি করেছি', বললেন পেচনিকভ। 'পেশাদার শিল্পশিল্পীরা সেখানে যথার্থ দায়িত্ববোধ ও সংযম সহকারে নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় দেয়।'

কেন্দ্রীয় শিশু-রঙ্গালয় ভবনটি একাধারে স্বাপ্নিল ও সুপরিচ্ছন্ন। একটি হল-ঘরের দেয়ালে শিল্পীদের বড় বড় ছবি। পরিচালক আমাকে তাঁদের নাম ও কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন। অধিকাংশই প্রয়াত। ভারতের প্রেক্ষিতে সোভিয়েত শিশু-রঙ্গালয়ের অভিজ্ঞতা জানার ইচ্ছা ব্যক্ত করতেই পেচনিকভ সোৎসাহে বললেন: 'অবশ্যই।' আমাদের দেশদুটি অবিচ্ছেদ্য দোসর। ইন্দিরা গান্ধি দু'বার 'রামায়ণ' দেখেছেন। এই সহযোগিতায় আমাদের দুই সরকারের সায় থাকত। ইতিমধ্যেই 'রামায়ণ' প্রায় ৩০০ রজনী অভিনীত হয়েছে। আমি পেচনিকভকে 'মহাভারত' অভিনয়ের সুপারিশ করি। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যান এবং 'কৃষ্ণলীলা'র মতো এটিরও একটি নাট্যরূপ চান।

আলস্য ও বেকারি দুটিই সোভিয়েত ইউনিয়নে অজ্ঞাত। সাধারণত স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দিনের বেলায় কাজে যান এবং সন্ধ্যায় বিশ্রাম বা কোন বিনোদন উপভোগ করেন। নাটকে তাদের দুর্নিবার আকর্ষণ।

প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় নানা ধরনের হাজার হাজার নাটক, সঙ্গীতালেখ্য, শিশু ও কিশোরদের নাটিকা, পুতুলনাচ এবং এইসঙ্গে জাতীয়, আন্তর্জাতিক চিরায়ত সাহিত্যের নাট্যরূপও। বছরে শত শত নতুন পাণ্ডুলিপি মঞ্চস্থ হয়। যেকোন নাটক মঞ্চায়নে রঙ্গালয় সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা লেখকদের কাছ থেকে সরাসর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে বা নতুন লেখার ফরমাশ দিতে পারে। সাধারণত এই কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে থাকে রঙ্গালয়, সেগুলির প্রশাসনবিভাগ ও শিল্পপরিষদ।

নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট নীতি থাকলেও তার লক্ষ্য: দর্শকদের নৈতিকতা, জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী দৃঢ়করণ এবং তাদের জ্ঞানবৃদ্ধি। সেজন্যই যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা, নৈরাশ্য,

নগ্নতা প্রদর্শন নিষিদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ও ইত্যাকার নিয়মাধীন।

এদেশের হাজার হাজার অপেশাদার রঙ্গালয়ে সংস্কৃতি-মন্ত্রক ও ট্রেড ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, ইত্যাদি মঞ্চস্থ হয়। প্রতি বছর এগুলি লক্ষ লক্ষ অনুষ্ঠান দেখায়।

লেনিনগ্রাদ তরুণ দর্শকদের রঙ্গালয় ১৯৩২ সালে একটি স্লোগান চালু করে: 'শিশু-রঙ্গালয় একটি শিক্ষামাধ্যম'। শিশুদের রঙ্গালয় মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য স্লোগানটি সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ করেছিল। এখানে টিকিট খুবই সস্তা। সরকার বেতন, ভবন-সংরক্ষণ, সফর, প্রতিযোগিতা, উৎসব ও নাটক-সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট ভর্তুকি দেয়। লক্ষ্য: শিশুদের ভাবাদর্শগত ও নান্দনিক শিক্ষাদান।

রাষ্ট্র মনে করে যে এটা শিশুদের মধ্যে আত্মিক বিকাশ, নৈতিকতা ও মানবিক মর্যাদাবোধ লালনের সহায়ক। রঙ্গালয় শিশুদের মধ্যে শান্তি, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও মানবিক আদর্শের প্রতি ভালবাসা গড়ে তোলে এবং তাদের সামাজিক কাজকর্মে সক্রিয় হতে শেখায়। শিশু-রঙ্গালয়ের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষামূলক দিকগুলির উপর গুরুত্বদানের জন্য সেখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরিচালনায় একটি শিক্ষাবিভাগ থাকে। বিভাগটি শিক্ষকসমাজ ও স্কুলগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে এবং কিশোর-কিশোরীদের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে সাহায্য দেয়।

অনুষ্ঠান দেখার পর শিশুরা নাটকের বিষয়বস্তু ভুলে যায় না। প্রায়শই স্কুলে তাদের এসম্পর্কে লিখতে বা বলতে বলা হয়। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মহড়ায় উপস্থিত থাকার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। রঙ্গালয় নাটক সম্পর্কে সেরা রচনা ও ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। এভাবেই রঙ্গালয়ের পক্ষে শিশুদের রুচি আঁচ করা সম্ভব হয়।

প্রত্যেক পরিচালকের নিজস্ব শৈলী, লক্ষ্যপূরণে স্বকীয় উপায়, বিশেষ নাটকীয় পরিকল্পনা থাকার প্রেক্ষিতে তাঁদের সৃজনশীল উদ্যোগের স্বাধীনতা, শিল্পরুচি ও অভিজ্ঞতাকে সর্বত্রই উৎসাহিত

করা হয়। এভাবে প্রতিটি শিশু-রঙ্গালয় স্বকীয় ভাবমূর্তি ও সৃজনশীল কর্মসূচির জন্য বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

ইদানীং শিশু-রঙ্গালয়গুলি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের তরুণ-তরুণীদের আকৃষ্ট করার. জন্য তথাকথিত 'প্রাপ্তবয়স্কদের' নাটক মঞ্চস্থ করছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে জনপ্রিয়তা বিচারে শিশু-রঙ্গালয়গুলির স্থান শিশু ও বয়স্ক নির্বিশেষে সকলের কাছেই সর্বোচ্চ।

রঙ্গালয় প্রায়শই মঞ্চে অতীত যুগের গল্প, উপকথা বা পুরাকাহিনীর অনুষ্ঠান দেখিয়ে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে। রঙ্গালয় আধুনিক যুগের চেতনারও বিকাশ ঘটায়। আপন অস্তিত্বের শুরু থেকে রঙ্গালয় জীবনের উপর এক বৃহৎ সামাজিক নান্দনিক প্রভাব ফেলেছিল। নতুন বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে তা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়েছে এবং বর্তমান সমস্যা ও ঘটনা সম্পর্কেও কৌতূহল হারায় নি।

রঙ্গালয় তার ভাবাবেগ ও আত্মিক তাৎপর্য এবং চরিত্রগুলির ব্যাপারে গভীর অন্তর্দৃষ্টি অটুট রেখেছে — যা সাধারণভাবে রুশ শিল্পের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। তরুণ দর্শকদের সামনে তা জীবনের এক বিস্তৃত দৃশ্যপট উপস্থিত করে, তাদের মনে সংক্রমিত করে জীবন সম্পর্কে অনুভূতিপ্রবণ ও সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি, সম্প্রসারিত করে তাদের ধ্যানধারণা।

মনস্তত্ত্ববিদরা মনে করেন যে তরুণদের নবযৌবনকালীন জটিলতা আসলে সত্যিকার কঠিন জীবন সম্পর্কে তাদের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবেরই ফল। তাই মঞ্চপরিচালকদের তরুণ প্রজন্ম কিশোর-কিশোরীদের আপন সততাটুকু না হারিয়ে জীবনের দুঃখকষ্ট, নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সচেতন থাকার শিক্ষা দেন।

কিন্তু তাতে একথা বোঝায় না যে রঙ্গালয়ের আনন্দঘন, উৎসবমুখর আবহ থেকে শিশুদের বঞ্চিত রাখা হয়। তাদের যে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় সেটা বুঝে তারা আরও উৎফুল্ল থাকে। শিশু-রঙ্গালয় সম্পর্কে পরিচালকের চিন্তাভাবনায় সম্পৃক্ত থাকে সর্বমোট আস্থা ও আশাবাদের আবহ এবং পেশাদারিত্বের অত্যুচ্চ মান।

নাটকের নতুন রূপ, নতুন ধ্যানধারণা, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে অবিরাম সন্ধান চলে। এগুলিরই ফলশ্রুতি — শিশুদের জন্য একটি চমৎকার রঙ্গালয়, উৎসবমুখর অনুষ্ঠান, একটি উত্তেজনাঘন ক্রীড়া। 'আমরা এখন ভালই জানি যে শিশুদের নাট্যানুষ্ঠানে অতিসরলীকরণ একান্তই অপ্রয়োজনীয়' — বললেন জনৈক কর্মকর্তা। মঞ্চের জন্য রুশ ও বিদেশী চিরায়ত কাহিনীগুলি রূপায়ণে পেশাদারি মান প্রয়োগের ধরনই তাদের পরিপক্কতার প্রমাণ দেয়।

১৯২২ সালে লেনিনগ্রাদ শিশু-রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আলেক্সান্দর ব্রিয়ান্ত্সেভ বলেছিলেন যে তরুণ দর্শকদের জন্য মঞ্চস্থ চিরায়ত নাটকগুলি স্বদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদের সঙ্গে তাদের পরিচিত করে ও এভাবে তাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষায় অবদান যোগায়। শিশুদের জন্য প্রথম মঞ্চস্থ চিরায়ত নাটকটি ছিল আলেকসান্দর অস্ত্রোভস্কির 'দারিদ্র্য পাপ নয়'।

শিশুদের জন্য চিরায়ত নাটক আবশ্যকীয়, কেননা এ থেকে তারা চিরন্তন মানবিক আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। পরিচালক ও অভিনেতাদের জন্য তা দক্ষতার্জন ও সৃজনশীল সামর্থ্য দেখানোর একটা সুযোগও বটে।

স্কুলের চিরায়ত সাহিত্য ব্যাখ্যার প্রতি কোন প্রকার চ্যালেঞ্জ ছাড়াই রঙ্গালয় ওগুলিতে উপস্থাপিত সমস্যাগুলির নতুন মৌলিক সমাধান দেয়ার প্রয়াস পায়। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অতঃপর সমস্যাগুলিকে নতুনভাবে দেখা সহজতর হয়।

রঙ্গালয় তরুণ-তরুণীদের কাছে সরাসর আবেদন জানায়, পরিচিত চিরায়ত সাহিত্যগুলির নতুন নতুন দিক উদ্ঘাটিত করে, তাদের কৌতূহলী করে তোলে, জ্ঞান বাড়ায়।

অস্ত্রোভস্কির 'দারিদ্র্য পাপ নয়', লেভ তলস্তয়ের 'অন্ধকারের শক্তি', গোগলের 'বিবাহ' ও 'ইনস্পেক্টর জেনারেল', 'বালকসকল' — দস্তয়েভস্কির 'কারামাজভ ভাইসকল' ভিত্তিক একটি গল্প ও 'ইডিয়ট' — আজও শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়।

যেসব নাটকে জটিল ধরনের দৃশ্য আছে সেগুলিও চমক হিসাবে মঞ্চস্থ হয়। সালতিকভ-শ্যোদ্রনের 'একটি নগরের ইতিহাস' গল্পটির নাট্যরূপ ইয়েরেভান শহরের অন্যতম রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে।

কাহিনীটি প্রাক্-বৈপ্লবিক রুশ সমাজের একটি উত্তেজক প্রহসন — অসাধু রাজনীতিকদের হাতে প্ররোচিত ও প্রবঞ্চিত মানুষের করুণ কাহিনী। আইনকানুনের অনুপস্থিতির তমসায় কীভাবে বৈপ্লবিক প্রতিবাদ জন্মায়, এখানে দর্শকরা তা প্রত্যক্ষ করেন। ইদানীংকার একনায়কতান্ত্রিক সরকারগুলির প্রতিও নাটকটি ইঙ্গিতবহ। চেখভের বিমূর্ত ও জটিল নাটক 'শঙখচিল' সারাতভ শহরে মঞ্চস্থ হয়েছে।

শিশু-রঙ্গালয়গুলি, এমন কি অনেক সময় বড়দের থিয়েটারকেও হারিয়ে দিয়ে প্রায়শ চিরায়ত সাহিত্যের নাটকীয় সম্ভাবনা আবিষ্কার করে। এক্ষেত্রে ভাসিলি জুকভস্কির গাথা ও কবিতা ভিত্তিক 'স্ভেত্লানা' ও প্রাচীন রুশ সাহিত্যের একটি মহাস্তম্ভ, 'ইগরের সৈন্যবাহিনীর গীতিকা' — দু'টি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত মাত্র। আন্তর্জাতিক চিরায়ত সাহিত্যের তালিকায় আছে: 'আজব দেশে এলিস', 'পিটার প্যান', 'মেরি পপিন্‌স', 'হায়াভাতা গান', 'রত্নদ্বীপ', 'টম সয়ারের অ্যাডভেঞ্চার', 'হাক্‌লবেরি ফিনের অ্যাডভেঞ্চার' এবং অ্যান্ডারসেন, পেরো ও গ্রিম ভাইদের বহু রূপকথা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে, যেখানে রুশ ভাষা ততটা প্রচলিত নয় ও আঞ্চলিক ভাষা বিদ্যমান, সেখানে স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম দুটি: রুশ ও স্থানীয় ভাষা। একইভাবে রঙ্গালয়গুলিতেও থাকে দু'টি দল, দু'টি ভাষায় অনুষ্ঠান। প্রজাতন্ত্রগুলি: ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, জর্জিয়া, আজেরবাইজান, লিথুয়ানিয়া, মোলদাভিয়া, লাতভিয়া, তাজিকিস্তান, আর্মেনিয়া, তুর্কমেনিয়া ও এস্তোনিয়া।

কিন্তু জাতীয় নাটকগুলি কোন একটি প্রজাতন্ত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না। এগুলি সারা দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সবগুলি অঞ্চলের উন্নয়নে অবদান যোগায় ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল জাতির ঐক্য দৃঢ়তর করে। এই ধরনের পরিক্রমায় জাতীয় চিরায়ত কাহিনীগুলি নজিরবিহীন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

ইউক্রেনের মহিলা কবি লেসিয়া উক্রাইন্‌কার 'অরণ্যের পুত্র', মুস্তাই কারিমের 'সুদীর্ঘ শৈশব', আউলিউস সালতেনিসের 'দূর হ, হাড্ডিসার!', য়োসাস ত্রুসাসের 'ভালবাসা, জ্যাজ ও শয়তান',

চিঙ্গিস আইত্মাতভের 'যুগের চেয়েও দীর্ঘতর একটি দিন,' ইত্যাদি নাটক ইদানীং সকল প্রজাতন্ত্রে মঞ্চস্থ হয়েছে।

অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের নাটকগুলি সেইসব প্রজাতন্ত্র থেকে আসা অতিথি-পরিচালকরা মঞ্চস্থ করেন এবং সেগুলি শিশুদের ব্যাপক প্রশংসা কুড়োয়। এটা কেবল বহিরাগতই নয়, পৃথক কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংযোগজাত একটি তাজা অনুভূতি, দুটি প্রজাতন্ত্রের সংস্কৃতির পারস্পরিক মিশ্রণের ফলশ্রুতি — একটি সৃজনশীল স্ফুলিঙ্গ ও তরুণ দর্শকদের জন্য খুবই আকর্ষণীয়, সংক্ষেপে, এ হল সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিনিময়ের একটি সুফল।

রঙ্গালয় আধুনিক যুগের স্পন্দন বোঝার জন্য সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। এটা শিশুদের সামনে আপন দেশ তথা সারা দুনিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার খুলে দেয়। রঙ্গালয় আপন আকর্ষণীয় জাদুর মাধ্যমে তাদের নতুন জ্ঞান শেখায়, শিশুদের নিজেকে, দুনিয়াকে জানতে উদ্বুদ্ধ করে। শিশু, কিশোর ও যুবজন এভাবে নিরন্তন অনুসন্ধানে, জীর্ণ-পুরাতনকে প্রত্যাহারে ও নতুনকে আবিষ্কারে ব্রতী হয়।

শিশু-রঙ্গালয়ের আরেকটি দিক — যোগ্য উত্তরাধিকারীর প্রশ্ন। শিশুদের মধ্যে কাজ করার মতো সুযোগ্য পরিচালক ও কুশীলবরা অবশ্যই একাধারে অভিনেতা ও শিক্ষক হবেন। তাঁদের সঠিকভাবে নির্বাচন ও সতর্কভাবে প্রশিক্ষণ দান অত্যাবশ্যকীয়। শিশু-রঙ্গালয়ের প্রথম পরিচালকরা ছিলেন নানা পেশার মানুষ: অভিনেতা, ভাষাবিদ, লেখক ও শিক্ষাবিদ। পরবর্তীকালে প্রশিক্ষণের রেওয়াজ চালু হলে পরিচালক ও অভিনেতাদের প্রশিক্ষণ দানের বিশেষ বিভাগ গড়ে উঠেছিল, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নাটক-কলেজ ও শিল্প-কনসারভেটরি। এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান শুধু শ্রেণীকক্ষেই সীমিত থাকে না, তাতে রঙ্গালয় ও প্রায়োগিক শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হয়।

সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থায় কলেজ-স্নাতকের একটি চাকুরি পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। একইভাবে নাটক-কলেজের স্নাতকরাও শিশুদের বা বড়দের রঙ্গালয়ে যোগ দেয়।

সাধারণত এ হল শৈশবে শিশু-রঙ্গালয়ে যাওয়ার একটি স্মারক,

যখন তারা প্রথম নাট্যশিল্পের সমজদার হয়ে উঠেছিল, যা পেশা হিসাবে রঙ্গমঞ্চ নির্বাচনে কিশোরমনকে অনুপ্রাণিত করে। শিশু-রঙ্গালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরাও আপন উদ্যম ছাত্রদের মধ্যে সংক্রমিত করে থাকেন। মাঝেমধ্যে শিশু-রঙ্গালয়ে নাটক-কলেজের ছাত্রছাত্রীর প্রায়োগিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। স্নাতক হওয়ার পর তাদের কেউ কেউ সেখানে স্থায়ী চাকুরি নেয়। শিশু-দর্শকদের রঙ্গালয়গুলির দুঃসাহসী সৃজনশীল উদ্যোগের প্রতি কেউ কেউ আকৃষ্ট হয়, অন্যরা দেখে রূপকথা থেকে ট্রাজেডি পর্যন্ত নানা রীতি ও আঙ্গিক উদ্ভাবনের সুবর্ণ সম্ভাবনা।

শিশু-রঙ্গালয়ে পরিচালনার ব্যাপার একটি বিশেষ পেশা কিংবা একটি সাধারণ কাজ — এই প্রশ্নের কোন সরল উত্তর নেই। একটি দায়িত্ব পালনই তাঁর কাজ এমনটি ভাবলে শিশুদের দেবার মতো তাঁর কিছুই থাকবে না, নিজেও সৃজনশীল কাজের আনন্দটুকু হারাবেন। কিন্তু অন্যথা ভাবলে তিনি আপন সৃজনশীল প্রতিভা ব্যবহার করবেন, প্রতিটি নাট্যানুষ্ঠান তাঁর হাতে এককেটি নাট্যশিল্প হয়ে উঠবে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, লেনিনগ্রাদ নাট্য-ইনস্টিটিউটের স্নাতক জিনভি করগোদ্স্কির কর্মজীবন উল্লেখ্য। তিনি অনেকগুলি রঙ্গালয়ে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে শেষে লেনিনগ্রাদে তভ্স্তনোগভের অধীনে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন কাজ করতে আসেন। ব্রিয়ান্তসেভের মৃত্যুর পর তিনি তরুণ দর্শকদের লেনিনগ্রাদ রঙ্গালয়ের পরিচালক নিযুক্ত হন।

খোদ প্রস্তাব বা করগোদ্স্কির দ্বারা প্রস্তাবটি গ্রহণের ব্যাপারটি মোটেই আপতিক ঘটনা নয়। যুবজনের সমস্যা সম্পর্কে তিনি সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন। শিশু-দর্শকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, ব্রিয়ান্তসেভের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলের সঙ্গে যোগাযোগ ও ‘ব্রিয়ান্তসেভ ভবনের’ আবহ তাঁকে সবিশেষ প্রভাবিত করেছিল।

তিনি তরুণ দর্শকদের লেনিনগ্রাদ রঙ্গালয়ে একনিষ্ঠভাবে বিশ বছর কাজ করেন। বছরগুলি ছিল তাঁর জন্য শিল্পকৌশলগত ও শিক্ষাগত প্রয়াসের কাল। শিশু ও যুবজনের জন্য নাট্যশিল্পের বিকাশ ঘটানোই তাঁর লক্ষ্য ছিল। উদ্ভাবনকীর্ণ তাঁর কাজগুলি কেবল

তরুণ দর্শকদের লেনিনগ্রাদ রঙ্গালয়ই নয়, সাধারণভাবে শিশুদের নাট্য-শিল্পকলাও সমৃদ্ধ করেছিল।

কনিষ্ঠতম দর্শকদেরও মঞ্চের পক্ষ থেকে যথাযথ গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে কিশোর-কিশোরী ও যুবজনকে জটিল সমস্যামূলক নাটক দেখান উচিত। সেজন্যই তিনি নির্দ্বিধায় ভিক্তর রোজভ, মাক্সিম গোর্কি ও চেখভের নাটকগুলি মঞ্চস্থ করেছেন।

মারিয়া কনেবেল ও আনাতোলি এফ্‌রস প্রতিবাদী নাটক মঞ্চস্থ করেন। ভিক্তর রোজভ, নাতালিয়া দলিনিনা ও আলেক্সান্দর খ্‌মেলিকের মতো নাট্যকাররা বর্তমানকালের সর্বাধিক বিতর্কমূলক সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা নিয়ে নাটক লিখেছেন।

সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ ধরনে শিশুদের নাটক মঞ্চায়নের বদ্ধমূল ধারণার বিপরীতে এফ্‌রস বর্তমানকালের শৈল্পিক অনুসন্ধানের সামনে এনে তরুণ দর্শকদের দাঁড় করান। বরিস গলুবভ্‌স্কি ও পাভেল খম্‌স্কি নিজ নিজ পথে অভিব্যক্তির নতুন উপায় খুঁজছেন, তবে মূলত একই লক্ষ্যে।

নাটক পরিচালনার মান যথেষ্ট উন্নত না হলে শিশু-রঙ্গালয় অবশ্যই উঠে যাবে। পক্ষান্তরে কেবল সুদক্ষ পেশাদারিত্বও এইসব রঙ্গালয়ে প্রাণসঞ্চার করতে পারবে না। এ জন্য প্রয়োজন ভালবাসা ও আন্তরিক তাগিদ। পরিশেষে, বলা প্রয়োজন যে শিশু-রঙ্গালয়ের পরিচালকের চাই পেশাদারি অভিজ্ঞতা এবং শিশু-রঙ্গালয়কে কাঙ্ক্ষিত পেশা হিসাবে গ্রহণের মতো আবেগ। সোভিয়েত ইউনিয়নের মঞ্চপরিচালকদের মধ্যে এই গুণাবলী সহজলভ্য।

স্বকালের প্রখ্যাত মঞ্চপরিচালক আলেক্সান্দর ব্রিয়ান্তসেভ সমমনা একদল নটনটীর সঙ্গে একটি লাভজনক পেশা রেখে গেছেন: শিশুদের সঙ্গে থাকা ও তাদের জন্য কাজ করা। ব্রিয়ান্তসেভ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত, প্রায় অর্ধশতক রঙ্গালয়ের স্থায়ী পরিচালক ছিলেন। ইয়ের্শভ রচিত ও ব্রিয়ান্তসেভের প্রথম পরিচালিত রূপকথা 'ক্ষুদে কুঁজে ঘোড়া' ব্রিয়ান্তসেভের নামাঙ্কিত রঙ্গালয়ে আজও পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়ে চলেছে।

ব্রিয়ান্তসেভ তাঁর কাজটি ভালই জানতেন। তাঁর পরিচালিত

নাটকের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু তিনি আসলে শিশু ও কিশোর রঙ্গালয় তত্ত্বের উদ্ভাবক হিসাবেই স্বনামখ্যাত। ব্রিয়ান্তসেভ রঙ্গালয়ের শৈল্পিক ও শিক্ষাগত নীতিমালা সূত্রবদ্ধ ও বিকশিত করেন।

তরুণ দর্শকদের রঙ্গালয়গুলির কর্মীদের তত্ত্বালোচনার বার্ষিক সম্মেলনকে 'ব্রিয়ান্তসেভের পাঠ' বলা হয়। এইসব সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় — মঞ্চের সাম্প্রতিক সমস্যাবলী। এগুলি প্রতি বছর বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যোগ দেন দেশ-বিদেশের বহু অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার ও শিক্ষাবিদ। যথারীতি সম্মেলন শুরু হয় ব্রিয়ান্তসেভের প্রবন্ধ ও লোকহিতকর বক্তৃতার পাঠ দিয়ে, যদিও বর্তমান রঙ্গালয়ই থাকে মূল আলোচ্য বিষয়।

শিশু-রঙ্গালয়ের পরিচালকরা একেবারে গোড়া থেকেই বুঝেছিলেন যে শিশুদের দার্শনিক ধ্যানধারণা ও নান্দনিক পাঠ শেখানোর ক্ষেত্রে রূপকথাই সহজতম মাধ্যম।

সোভিয়েত শিশুদের টিভি অনুষ্ঠানগুলি খুবই লোভনীয় ও কৌতূহলপ্রদ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই এগুলির দর্শক। হাসি-তামাশার মাধ্যমে টিভি থেকে তারা অনেক কিছুই শেখে। 'এলার্ম ঘড়ি' ও ঘুমপাড়ানির অনুষ্ঠান 'শুভরাত্রি' তাদের খুবই প্রিয়।

সর্বাধিক স্পষ্টতা, বাস্তবতা ও বিস্ময় শিশুদের কল্পনাকে সবিশেষ প্রভাবিত করে। রূপকথার গল্পে দেখান শুভ ও অশুভের মধ্যেকার খোলাখুলি সংঘাতের ছবিটি তাদের কাছে খুবই সহজবোধ্য। এই গল্পগুলি শিশুমনে গভীর মমতাবোধ ও সত্যের নিশ্চিত জয় সম্পর্কে আশাবাদী প্রত্যয় জাগায়। এতে শিশুদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে এবং সোভিয়েত রঙ্গালয় বর্তমানকালের জরুরি সমস্যাগুলিকে রূপকের আঙ্গিকে তাদের সামনে উপস্থিত করে। এখন অনুষ্ঠানসূচিতে রূপকথারই আধিপত্য।

এমন কি যেসব কিশোর-কিশোরী নিজেদের পরিপক্বতা দেখানোর হুজুগে একদা এইসব আষাঢ়ে গল্পের প্রতি নাক সিটকাত আজ তারাই আবার সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। সমকালীন জীবন সম্পর্কিত নাটকও শিশুরা পছন্দ করে।

এটাও বোঝা গিয়েছিল যে কথোপকথন, সঙ্গীত বাদন, নৃত্য ও মুখাভিনয়ের একটি মিশ্রণ শিশুদের পছন্দসই। সোভিয়েত

ইউনিয়নে এই ঐতিহ্য অব্যাহত আছে এবং ব্যঞ্জনাময় নমনীয় কাঠামোর, বিশদ যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসংগীত সহযোগে উপস্থাপিত অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। নাতালিয়া সাত্সের শিশু-সঙ্গীতরঙ্গালয় সঙ্গীতকে অন্যতম উপাদানের বদলে চূড়ান্ত নাটকীয় উপাদান হিসাবে কাজে লাগায়।

১৯২০ সাল থেকেই রঙ্গালয় সমকালীন জীবন, বিশেষত শিশুদের নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে। শিশু-রঙ্গালয়ের পরিচালকদের পক্ষে শিশু-নটনটী বা শিশুদের নকল করার মতো নটনটী সংগ্রহ কঠিন হয়ে উঠেছিল। অতঃপর গড়ে ওঠে 'বালক ভূমিকায় অভিনয়কারীদের' ব্যবস্থা। এই ধরনের প্রথম নটনটীদের মধ্যে ছিলেন ক্লাভ্দিয়া করেনেভা, ভালেন্তিনা স্পেরান্তভা ও লিদিয়া ক্লিয়াজেভা'র মতো সেরা অভিনেত্রীরা। তাঁদের বলা হত নটী-অনুকারী। রেওয়াজটি আজও চলছে। ভালেন্তিনা জাভরৎনিউক ও স্ভেত্লানা লাভরেন্তিয়েভা এখন বালক-ভূমিকার প্রধান নকল-নটী।

বালকদের ভূমিকায় নকল-নটী হিসাবে মেয়েদের গ্রহণের ব্যাপারে যথেষ্ট বাধা দেখা দিয়েছিল, কেননা পরিচালকরা মনে করতেন যে তাদের প্রামাণিকতা নেই, তাতে আধুনিক মঞ্চ-বাস্তবতার রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমস্যাটি নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে।

ইতিমধ্যে শিশু-রঙ্গালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ, স্কুল-জীবনভিত্তিক নাটকগুলি এখনো রুদ্ধশ্বাসে আপন ভবিতব্যের জন্য অপেক্ষিত, কেননা এগুলি মঞ্চায়নে নকল-নটী বা অন্যতর ব্যবস্থা অপরিহার্য। অভিজ্ঞ প্রযোজক ইউরি কিসিলেভ নকল-নটী ব্যবস্থার একজন গোড়া সমর্থক।

'ছোটদের' ও 'বড়দের' রঙ্গালয়ে পরিচালক-নটনটীর সম্পর্ক একই ধরনের। নাটক নির্বাচনের সময় শিশু-রঙ্গালয়ের পরিচালকের পক্ষে তাঁর তরুণ দর্শকদের প্রত্যক্ষণ, মনস্তত্ত্ব অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।

পরিচালকরা দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে পেীছেছেন যে দর্শকদের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ে থাকার শর্তেই কেবল অনুষ্ঠানের সর্বোত্তম প্রত্যক্ষণ সম্ভব। আগে মনে করা হত যে অভিন্ন বয়োবর্গের ছেলেমেয়েরাই সেরা দর্শক। অবশ্য এক্ষেত্রে বয়োবর্গের

মূল প্রত্যয়, অর্থাৎ ছোট, মাঝারি ও ঊনিশ বছর পর্যন্ত বয়সীদের জন্য নাটকের ব্যবস্থা অটুটই আছে।

সত্তরের দশকের গোড়ায় কিশোর দর্শকদের রঙ্গালয়গুলিতে তরুণ, সুযোগ্য পরিচালকদের একটি বিশিষ্ট দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি বহু ধরনের স্বকীয় সৃজনশীল বৈশিষ্ট্য দেখান সত্ত্বেও শিশু-রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে তাঁরা এক অভিন্ন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির শরিক। শেক্সপিয়র, পুশকিন ও দস্তয়েভস্কি মঞ্চায়ন পরিচালনা করেন জিনভি করগোদ্স্কি। শিশুদের নাটকের ক্ষেত্রে তিনি উদ্ভাবনদক্ষ। তাঁর উপস্থাপিত 'আমাদের সার্কাস' নামের একটি অনুষ্ঠান খুবই জনপ্রিয়। তার অনুশীলনীগুলি সাত থেকে সতেরো বছর বয়সী সকলেই কাছেই অত্যন্ত উপভোগ্য।

বিভিন্ন সোভিয়েত জাতিসত্তার রূপকথা সংগ্রহ করে করগোদ্স্কি 'চক্রনৃত্য' অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন। কথোপকথন, লোকনৃত্য ও সঙ্গীত সহ সোভিয়েতের মোট পনেরোটি প্রজাতন্ত্রের রূপকথা হল 'পরিচালন পাঠক্রমের' বিষয়বস্তু। এতে সঙ্গীত মিশেছে ব্যাজস্তুতির সঙ্গে, লোকাচার পেয়েছে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্যতা।

লাতভিয়া লেনিন কমসোমল কিশোর দর্শকদের রঙ্গালয়ের প্রধান আদলফ্ শাপিরো নাটকের ক্ষেত্রে পূর্বানুমানাতীত বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বনামখ্যাত। তিনি জটিল নাটক হিসাবে বিশ্বখ্যাত ইবসেনের 'পের গিউন্ট' মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি উপস্থাপনার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের দরুন শিশুদের মন কেড়েছিল। তিনি সাধারণত শিশুদের নাটক পরিচালনা করেন না, কিন্তু তাতে হাত দিলে নতুন নতুন পথ আবিষ্কারে কখনই ব্যর্থ হয় না। কর্নেই চুকোভস্কির রূপকথা-ভিত্তিক 'চুকোকালা' শাপিরোর পরিচালনায় অনেক বছর থেকেই তাঁর রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে চলছে। কাব্যিক উদ্ঘাটনমূলক তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য পরিচালকরা অনুসরণ করছেন। খ্মেলিকের 'তবুও তা নড়ে!' প্রহসনটি দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছে।

গোর্কি শহরের প্রযোজক বরিস নারাভৎসেভিচ মার্ক টোয়েনের 'রাজপুত্র ও নিঃস্ব' ও শেক্সপিয়রের 'মধ্যগ্রীষ্মরাত্রির স্বপ্ন' আপন শহরে পর্যাপ্ত কৌতুক ও করুণরসের উচ্ছ্বাস সহ মঞ্চস্থ করেছিলেন।

তরুণ পরিচালক আলেক্সেই বরোদিন মস্কো নাটক ইনস্টিটিউটের

শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়ে এখন কেন্দ্রীয় শিশু-রঙ্গালয়ের প্রধান পরিচালক হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি ভিক্তর হ্যুগোর 'লা মিজারেব্‌ল' মঞ্চস্থ করেছেন। দুই-রজনীতে সম্পূর্ণ নাটকটি তরুণ দর্শকদের অভিভূত করেছে।

তরুণ দর্শকদের মস্কো রঙ্গালয়ের মুখ্য পরিচালক ইউরি জিগুলস্কি এমনভাবে শলোখভ রচিত রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের কাহিনীভিত্তিক কঠোর ধরনের নাটক 'বেজন্মা' পরিবেশন করেন যাতে সাত থেকে ন'বছর বয়সীদের আবেগের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। গুরুগম্ভীর চিরায়ত রচনাগুলির দুঃসাহসী মঞ্চায়নের জন্য তাঁর যথেষ্ট সুনাম। জিগুলস্কি তরুণ-তরুণীদের জন্য লেওনিদ লেওনভের 'আক্রমণ' ও অস্ত্রোভস্কির 'দেনমোহরহীন মেয়ে' — দুটি আধুনিক নাটক মঞ্চস্থ করেন।

এস্তোনীয় পরিচালক মের্‌লে কারুসো পরিচালিত 'আমার বয়স তেরো' নাটকটি সবিশেষ উল্লেখ্য। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চিঠির ভিত্তিতে রচিত এই নাটকটিতে বয়ঃসন্ধির মনমানসিকতা উপস্থাপিত এবং খুবই উপভোগ্যভাবে।

তরুণ দর্শকদের আজেরবাইজান গোর্কি রঙ্গালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন প্রাক্তন পরিচালক মরহুম জাফর নেইমাতভের পুত্র আজের। এই ধরনের বংশানুক্রমিক ব্যাপার দুর্লভ ঘটনা।

সোভিয়েত শিশু-রঙ্গালয়ের এখনকার প্রখ্যাত পরিচালকদের সকলেই অল্পবয়সী, মাত্র কয়েক জনের বয়স পঞ্চাশ। তাঁদের সঙ্গে আছেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল উল্লেখ্য সংখ্যক উদ্যোগী তরুণ পরিচালক।

ক্রাস্নোয়ার্স্কের আলেক্সান্দর কানেভস্কি কাব্যনাটক ও ক্রীড়া-সহ অনুষ্ঠানে নিবিষ্ট থাকতে ভালবাসেন। কিরভের আলেক্সান্দর ক্লকভ একজন দার্শনিক এবং নীতিগর্ভ রূপক-নাটক ও লোককাহিনীর চমৎকার পরিচালক। ভারোনেজের মিখাইল লগ্‌ভিনভ কোমল ও শান্ত স্বভাবের মানুষ এবং তা শিশুদের খুবই পছন্দসই। পের্‌ম শহরের মিখাইল স্কমরোখভ অশেষ কল্পনাশক্তির ঐশ্বর্যে প্রখ্যাত। মিখাইল বিচকভ 'হায়াভাতা'র নাট্যরূপ নিয়ে ব্যস্ত। এমন নাম অসংখ্য এবং সবগুলির উল্লেখ অসম্ভব।

এদের কয়েকজন স্নাতক হওয়ার পর সরাসর পরিচালক হয়েছেন, অন্যরা শিক্ষানবিস থেকেছেন উর্ধ্বতন পরিচালকদের অধীনে। এটা একটি বৃহৎ পরিবারের মতো যেখানে শিশুরা ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে ওঠে। ছোটরা যখন স্কুলে থাকে, বড়রা তখন দূরদূরান্তরে কর্মরত এবং একদা গোটা পরিরারের কাছে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মা-বাবা নয়, গতকালের শিশুরাই আসলে এখন পরিবারের কর্তা।

তরুণ পরিচালকদের নতুন প্রজন্ম নিজেকে অল্পবয়সী পিতা-মাতার সন্তানের মতো মনে করে, যাঁদের তারা অনেকটা অগ্রজের মতোই দেখে। বয়স ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও এখানে কোন প্রজন্মগত ফারাক নেই। উভয় প্রজন্মই নাটক সম্পর্কে অভিন্নমত, একই নান্দনিক নীতিতে বিশ্বাসী, একই পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রায়শই অভিন্ন শিক্ষকবর্গের ছাত্র।

উভয় প্রজন্মই অপোগণ্ডতার বিরোধী এবং তাঁরা শিশু ও তরুণ-তরুণীদের জন্য নৈতিকতা ও মহত্তর আদর্শ বিষয়ক নাটক মঞ্চায়নে উৎসাহী। কাহিনীকল্প সাধারণীকরণ সহ পার্থিব খুঁটিনাটি, মঞ্চে প্রতিফলিত প্রাত্যহিক স্বাভাবিক জীবন, অনাড়ম্বর নকশা, ভাঁড়ামিসুলভ রঙ্গরস, সুস্থির ধারাবর্ণনা — এগুলির সমন্বয়েই গড়ে ওঠে একটি আকর্ষণীয় নাটক। আধুনিক পরিচালকরা অক্লান্ত অনুসন্ধানী এবং নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নির্ভয়। তাঁরা একটি নিয়ম সম্পর্কে সর্বদাই অটল: অভিনয়ে আন্তরিকতা অপরিহার্য।

নটনটীরা কেবল অভিনয়েই শরিক হবেন না, মঞ্চপট বা নাটকের ঘটনা নির্বিশেষে কাহিনীর পাত্রপাত্রীর জীবনের সঙ্গেও একাত্ম হবেন। অভিনয়ে সর্বৈব সত্যনিষ্ঠা সকল পরিচালকের পক্ষে দুরূহ হলেও তাঁরা এই লক্ষ্যার্জনে সর্বদাই নিরলস।

অবাস্তব ও বাস্তব জীবনের এক সংমিশ্র হিসাবে শেক্সপিয়রের 'মধ্যগ্রীষ্মরাত্রির স্বপ্ন' এবং গোগল, দস্তয়েভস্কি ও অস্ত্রোভস্কির রুশ চিরায়ত সাহিত্য তরুণ পরিচালকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। পনেরো থেকে সতেরো বছর বয়সীদের মধ্যে বীরগাথামূলক নাটকের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আজকাল পরিচালকরা যথার্থ বীরব্রত বা যুদ্ধদৃশ্যের উপর ততটা গুরুত্ব দেন না, তাঁরা বীরত্বের নৈতিক ও ভাবাদর্শগত প্রকৃতি ও তার উৎস বিশ্লেষণের গভীরতায় পৌঁছতেই

অধিকতর আগ্রহী। যেসব নাটক এই ধরনের উপাদানে সমৃদ্ধ সেগুলিই তাঁদের পছন্দ।

শিশু বা বয়স্ক দর্শক নির্বিশেষে মঞ্চায়নের পেশাগত মান সর্বত্রই উঁচু। দেখা গেছে, যেসব পরিচালকরা শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের রঙ্গালয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন তাঁদের অনেকেই দুঃসাহসী ও আকর্ষী উদ্ভাবক হতে পেরেছেন।

যখনই রঙ্গালয়ের পরিচালকের ব্যক্তিগত কর্মসূচির সঙ্গে সকল বয়সী দর্শকদের উপযোগী অনুষ্ঠানের সন্নিপাত ঘটে না তখনই তিনি যাবতীয় কৌতূহল ও একাত্মতার উপলব্ধিটি হারিয়ে ফেলেন। কোন বিশেষ অনুশোচনা ব্যতিরেকেই তখন তিনি রঙ্গালয় ত্যাগ করেন। এই ধরনের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা এখনো ততটা ব্যাপক হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তাতে পেশা ও রঙ্গালয়ের আঙ্গিক ঐক্য ভেঙ্গে পড়ে, একাত্মতার অনুভূতি টলে যায়। এই পর্যায়টি অতিক্রমই এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের শিশু ও তরুণ দর্শকদের রঙ্গালয়ের জরুরি কর্তব্য।

শিল্প ও শিল্পীদের শহর

দিল্লি থেকে প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার দূরে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কো। মনোরম এই শহরটি ছিমছাম, সুপরিচ্ছন্ন, রাস্তাগুলি একসঙ্গে দশটি মোটরগাড়ি চলার মতো চওড়া।

বাসগুলি কন্ডাক্টরহীন। বাসে উঠে বাক্সে পয়সা ফেলে পাশে ঝুলান বাণ্ডিল থেকে একটি টিকিট ছিড়ে নিয়ে আসনে বসে পড়লেই হল। পাতালরেল 'মেত্রো' দিয়ে যেতে চাইলে সারা শহরে ছড়ান অসংখ্য স্টেশনের যেকোন একটিতে ঢুকে পড়লেই যেখানে খুশি যাওয়া যায়। ভেতরে সারবাঁধা বাক্স দিয়ে তৈরি ফটকের বাক্সের ফুটোয় পাঁচ কোপেকের একটি মুদ্রা ফেললেই পথ পরিষ্কার। তারপর এস্‌কেলেটর। চলমান এই সিঁড়িতে পা রাখলেই সরাসর প্লাটফর্ম। দু' মিনিট পর পর ট্রেন। অপেক্ষার ঝামেলা নেই।

রেড স্কোয়ার ও ক্রেমলিনের নাম কে শোনে নি? বলা যায়, ক্রেমলিন মস্কোর হৃৎপিন্ড। সবগুলি বড় বড় অনুষ্ঠান এখানেই

আয়োজিত হয়। যে-দিকেই তাকান যাক কেবল উঁচু উঁচু দালান — একদিকে প্রাসাদ, অন্যদিকে গম্বুজ। ক্রেমলিন অনেকটা দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ ভবন ও কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সঙ্গে তুলনীয়।

যুবরাজ ইউরি দলগরুকি মস্ক্‌ভা নদীর তীরে ৮৪০ বছর আগে একটি কাঠের দুর্গ নির্মাণ করেন। অচিরেই দুর্গের আশেপাশে লোকেদের বাড়িঘর তৈরি থাকে। ক্রেমলিন পাহাড়ের উপর চোখ-ধাঁধান একটি শহর গড়ে উঠবে যুবরাজ কখনো ভাবেন নি।

ক্রেমলিনের মোট বিশটি মিনার। লেনিন সমাধিসৌধের লাগোয়া স্পাস্‌স্কায়া মিনারটিই সবচেয়ে আকর্ষণীয় (উচ্চতা ২২১ ফিট।) আশপাশে গির্জা আর ক্যাথিড্রেলও বহু। পকরভস্কি গির্জাটিই (সেণ্ট বাসিল ক্যাথিড্রেল) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ — গম্বুজ পেঁয়াজের মতো আর লাল, সবুজ, নীল ও কমলা রঙের প্রলেপে বর্ণাঢ্য। এটি তৈরি হয় জার করাল ইভানের রাজত্বকালে, বার্মা ও পস্তনিক — এই দুই স্থপতির তত্ত্বাবধানে।*

শোনা যায়, গির্জার নির্মাণ শেষ হওয়ার পর জার করাল ইভানের রাজসভায় কর্মীদের তলব পড়ে। তিনি জানতে চান যে তাদের পক্ষে এই গির্জার মতো আরেকটি ভবন নির্মাণ সম্ভব কি না। উভয়েই একবাক্যে সায় দিলে নিষ্ঠুর ইভান তাদের অন্ধ করার হুকুম দেন, যাতে পৃথিবীর কোথাও আর এই গির্জার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে।

সোনার গম্বুজওয়ালা গির্জার সংখ্যাও কম নয়। কোটি কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণসজ্জাধন্য এইসব ভবন দেখে দেখে আমার তাজমহলের কথা মনে পড়ছিল।

মস্কো পাইওনিয়র প্রাসাদে যাওয়ার সময় হালকা বরফ পড়ছিল। মস্কোয় দীর্ঘ পাঁচমাসই বরফ পড়ে। কিন্তু কেউ শীতে কাঁপে না। উপযুক্ত গরম পোশাক সবারই আছে, যথেষ্টই আছে। তবে আমার খুবই শীত লাগছিল। পাইওনিয়র প্রাসাদে পেঁছে দেখি পাঁচ-ছ' বছরের শিশুরা নাচ শিখছে।

সাতটি দালান নিয়ে গঠিত এই প্রাসাদের প্রতিটি ভবন বারান্দা দিয়ে পরস্পরযুক্ত। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৬·৪৫ পর্যন্ত এটা

* অনেকের সন্দেহ, স্থপতি দু'জন আসলে একই ব্যক্তি। — সম্পাঃ

খোলা থাকে। এখানে আছে অসংখ্য কামরা, অনেকগুলি ল্যাবরেটরি। প্রতিদিন এই প্রাসাদে আসে হাজার হাজার কিশোর-কিশোরী।

যেকোন বয়সের শিশু বা কিশোর-কিশোরী এই প্রাসাদে আসতে, আপন অভিরুচি বা হবি অনুযায়ী যেকোন দলে যোগ দিতে পারে। হবি-গ্রুপের সংখ্যাও বহুশত। শিশুদের জন্য এখানে একটি ছোট চিড়িয়াখানাও আছে। তাছাড়াও রয়েছে একটি মহাকাশবিজ্ঞান ক্লাব, শিশুদের পাঠকক্ষ, কর্মীদের জন্য একটি গ্রন্থাগার। দেখলাম গ্রন্থাগারে ভারত সম্পর্কে প্রায় দু'শ বই রয়েছে।

কর্তাদের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা আমাকে শিশুদের লেখা অনেকগুলি চিঠি দেখালেন। অনেকেই লিখেছে যে তারা ভারত সম্পর্কে বই বা পত্রিকা পড়তে আগ্রহী। 'ভারত আমাদের স্বপ্নের দেশ' — কোন কোন চিঠিতে এমন কথাও ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে পাইওনিয়র প্রাসাদের সংখ্যা সাড়ে চার হাজারের বেশি। এগুলি শিশুদের হাতের কাজ শেখায়, আনন্দোৎসবে মাতিয়ে রাখে।

মস্কোতে দেখার মতো অনেক কিছুই আছে: অসংখ্য জাদুঘর, চিত্রশালা, রাষ্ট্রীয় লেনিন গ্রন্থাগার, বিশাল চত্বরে ছড়ান অর্থনৈতিক সাফল্য প্রদর্শনী, বহু স্মৃতিসৌধ।

বিকেল তিনটেয় লেনিনগ্রাদের বিমানবন্দরে পৌঁছই। হাড়-কাঁপান অসহ্য শীত। আমার আতিথ্যকর্তা, শিশু-পত্রিকা 'কস্তিয়র' (শিবিরাগ্নি) সম্পাদক শাখারভ এমন দুর্যোগ সত্ত্বেও খোলা রানওয়েতে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমার হাতের ব্যাগটি তৎক্ষণাৎ ছিনিয়ে নিলেন, যদিও মনে হচ্ছিল তিনি আমার বিশ বছরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ। সঙ্গী দোভাষী ইরিনা আমাকে ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। আমরা একটি ঢাউস লিমোসিন গাড়িতে গন্তব্যের দিকে ছুটলাম। গাড়িতে আরামকারক উষ্ণতা। লেনিনগ্রাদ নিওন আলোয় ঝলমলে।

হোটেলের ঘরে ঢুকেই ফুলের তোড়া ছুড়ে ফেলে সটান শুয়ে পড়লাম। একটানা প্রায় ছ' ঘণ্টা ঘুমিয়ে সকালে নিচের রেস্তোরায় প্রাতরাশ খেতে যাই। ঘরে ফিরে দেখি ফুলগুলি একটি ফুলদানিতে সজান। মেঝেতে ছড়ান মালপত্রও যথাস্থানে গুছান। লেনিনগ্রাদে থাকার পুরো সময়টায় এই ব্যবস্থার কোন হেরফের ঘটে নি।

এটি শিল্পীদের শহর। নিকলাই গোগল, মাক্সিম গোর্কি, আলেক্সান্দর পুশকিন ও ফিওদর দস্তয়েভস্কি — সকলে এখানে থাকতেই ভালবাসতেন। সেরা ব্যালে-শিল্পীরাও এখানকার বাসিন্দা। লেনিনগ্রাদের দুটি চিত্রশালা বিশ্বখ্যাত — হার্মিটেজ ও রুশ মিউজিয়ম। শহরটি নেভা নদীর দুপারে ছড়ান। লেনিনগ্রাদকে তাই সেতুর শহরও বলা যায়। যেকোন পথেই যান নদী, খাল, পার্ক বা সেতুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবেই। লেনিনগ্রাদ নেভা নদীর বিয়াল্লিশটি দ্বীপের উপর তৈরি।

সম্রাট প্রথম পিটার ১৭০৩ সালে শহরটি পত্তন করেন। রাশিয়ার জারদের মধ্যে পিটারই অনন্য ব্যতিক্রম যাঁকে আজও এদেশের মানুষ মহান পিটার বলতে ভালবাসে। লেনিনগ্রাদের পূর্বনাম সেণ্ট পিটার্সবুর্গ। প্রথম পিটারকে নিয়ে পুশকিনের লেখা বিখ্যাত কবিতা 'ব্রোঞ্জ অশ্বারোহী' প্রসঙ্গত স্মরণীয়। ভাস্কর ফালকনের তৈরি পিটারের অশ্বারূঢ় মূর্তিটি দর্শকদের বিস্মিত করে।

জারদের ব্যবহৃত শীতপ্রাসাদটি এখন একটি শিল্পাগার — হার্মিটেজ। প্রাসাদের শত শত কক্ষ পুরা ও প্রাচীন কালের অসংখ্য প্রদর্শসামগ্রীতে পরিপূর্ণ। বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের চিত্রাবলীর জন্যও জাদুঘরটি সমধিক প্রসিদ্ধ।

প্রতিটি সামগ্রী বর্ণনায় গাইডের নিজস্ব উৎসাহ লক্ষণীয় এবং তা গল্পের মতোই আকর্ষণীয়। ওখানে ভারতীয় সামগ্রীও আছে। একটি ভারতীয় পুতুল, এসেছে ৯০০ বছর আগে। মনে হল যেন নাচের সময় জাদুর ডানা তাকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। হার্মিটেজের ফটকে দর্শনার্থীর দীর্ঘ লাইন। অবশ্য সম্মানিত অতিথিদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।

শহর থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে জারের গ্রীষ্মপ্রাসাদের সংগ্রহটিও উল্লেখযোগ্য।* প্রাসাদে ঢুকার মুখে জুতো ছেড়ে কাপড়ের বিশেষ চপ্পল পরতে হয়। কাঠের মেঝেটিকে টিকিয়ে রাখার জন্যই

---

* পেত্রোদ্‌ভরেৎস শহরের কথা (১৯৪৪ সাল পর্যন্ত পিটারহোফ), রুশ জারদের শহরতলীর প্রাসাদ। — সম্পাঃ

এই ব্যবস্থা। দর্শনার্থীদের মধ্যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী দেখলাম, সবাই সুশৃঙখল আর বিস্ময়াবহ সামগ্রীগুলির যথার্থ সমজদারও।

প্রাসাদটি একটি টিলার উপর, ঢালুতে চমৎকার বাগান — অনেকগুলি সোনালী মূর্তি ও ফোয়ারায় শোভিত। ছত্রাকার ফোয়ারার নিচে দাঁড়ালে নিজের ছাতার উপর বর্ষার অশ্রান্ত বর্ষণের শব্দ শোনা যায়। বৃক্ষাকার ফোয়ারাও আছে — যেন জলের তৈরি গাছ। শিশুরা বাগানে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। আমারও তখন ওদের মতোই আপনভোলা অবস্থা। এক সময় শুনলাম গাইড বলছে সন্ধ্যার দেরি নেই, ফেরার সময় হয়েছে আর তখনই যেন সম্বিত ফিরে এল।

লেনিনগ্রাদে অমারজনী নেই। জুন মাসের শেষে সূর্য অল্প সময়ের জন্য অস্ত যায়, কিন্তু শহরে অন্ধকার নামে না। শ্বেতরাত্রি নামে খ্যাত ওই সময়ে নানা ধরনের বিনোদন ও ব্যালের অনুষ্ঠান চলে, পর্যটকদেরও ভিড় জমে।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি লেনিনগ্রাদের আকর্ষণ বহুদিনের। একমাত্র এখানেই পদ্যাকারে তুলসীদাসের 'রামায়ণ' অনূদিত হয়েছে, অনুবাদক আ. বারান্নিকভ। তিনি একটি হিন্দি-রুশ অভিধানেরও প্রণেতা। তাঁর সমাধিফলকে তুলসীদাসের কবিতার দুটি চরণ মুদ্রিত আছে।

এখন তাঁর পুত্র আছেন। তাঁর বাড়িতে ভারতীয় সামগ্রীর সংগ্রহটি দেখলে অবাক হতে হয়। লেনিনগ্রাদের একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে শত শত ছাত্রছাত্রী হিন্দি ভাষা শেখে। অত্যন্ত জনপ্রিয় মাসিক শিশু-পত্রিকা 'কস্তিয়র' লেনিনগ্রাদ থেকেই প্রকাশিত হয়। সম্পাদক স. সাখারভ। তিনি শিশুদের জন্য চল্লিশটি বই লিখেছেন। তাঁর পত্রিকায় 'রামায়ণের' অনেকগুলি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। সাখারভ সম্পাদিত শিশুদের 'রামায়ণ' এখন যন্ত্রস্থ।

লেনিন তাঁর কর্মজীবনের একটা উল্লেখ্য অংশ এই শহরে কাটান এবং এখান থেকে দেশ পরিচালনা করেন। লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণিক হিসাবে শহরটির লেনিনগ্রাদ নামকরণ হয়। দিল্লিতে শহীদের স্মরণিক 'অমর জ্যোতি'র মতো লেনিনগ্রাদেও একটি অনির্বাণ শিখা রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের সৈন্যবাহিনীর হাতে শহরটি

৯০০ দিন-রাত অবরুদ্ধ ছিল। ফলত দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। বিদ্যুৎ ও জলের সংকটও ছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। পুষ্পাচ্ছন্ন পিসকারভ গণসমাধিতে এখন তারা চিরনিদ্রিত। সেখান-কার মাতৃভূমি-মাতৃমূর্তি নামের অনুপম ভাস্কর্যটি দর্শকমাত্রকেই অভিভূত করে।

লেনিনগ্রাদ বিদ্যা ও শিল্পকলার শহর। এখানে পাঠরত সোভিয়েত ও বিদেশী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হাজার হাজার। শহরে গ্রন্থাগারও অজস্র। তাছাড়া আছে বহু রঙ্গালয় ও পাইওনিয়র প্রাসাদ। লেনিনগ্রাদ যেন এক রূপসী বধূ। সর্বত্রই চমৎকার দালানকোঠা: যেন কোন শিল্পীর রেখে যাওয়া একটি মডেল।

শিশুদের দিনের বেলার ধাইমা

সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকাংশ নারীই পেশাজীবী, চাকুরি করে। অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা কাজ পায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশে নারীকর্মীদের সংখ্যার তারতম্য সত্ত্বেও দেশের কর্মিবাহিনীর প্রায় ৫০ শতাংশই নারী। কিন্তু তাদের পক্ষে কীভাবে মায়ের দায়িত্ব পালন ও শিশুদের ভালভাবে মানুষ করে তোলা সম্ভব? সমস্যা অবশ্যই আছে। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক মায়েদের অধিকতর অনুদান যোগান ও শিশুসদনের ক্রমবর্ধমান জাল বিস্তারের কল্যাণে সমস্যার সুরাহা সহজতর হয়ে আসছে।

সন্তানসম্ভবা মায়েরা পুরো বেতন সহ চারমাস ছুটি পায়: প্রসবের আগে দু'মাস, পরে দু'মাস। প্রত্যেক প্রসূতি আংশিক বেতন সহ এক বছর পর্যন্ত ছুটি পাওয়ার অধিকারী। শিশু দেড় বছরের পড়ার আগে মা কাজে যোগ দিতে না চাইলে তাকে চাকুরি হারাতে হয় না। এটাই দেশের আইন। এই মেয়াদশেষে সে স্বচ্ছন্দেই আবার পুরনো কাজে যোগ দিতে পারে।

চারমাস পূর্ণবেতন ছুটির অতিরিক্ত প্রসূতিদের এক বছরের আংশিক বেতন সহ ছুটির ব্যবস্থাটি চালু হয়েছে ১৯৮১ সাল থেকে। রাষ্ট্র কচি শিশুর মায়েদের কাজের সময় কমানোর একটি সিদ্ধান্তও

নিয়েছে। সিদ্ধান্তটি আসলে ১৯৭৭ সালে গৃহীত সোভিয়েত সংবিধানের ৩৫ নং ধারা কার্যকর করারই ফলশ্রুতি।

কিন্তু মা কাজে গেলে তার সন্তানকে দেখাশোনা করবে কে? সাধারণত দিদিমা, ঠাকুরমা বা অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাই। শিশুদের দেখাশোনার জন্য লোক পাওয়া সোভিয়েত দেশে খুবই মুশকিল। তরুণী, বৃদ্ধা নির্বিশেষে কাজটি কারও পছন্দ নয়। একটিই বিকল্প আছে: নার্সারি স্কুল বা শিশুসদন।

নার্সারি স্কুল হল সোভিয়েত প্রাক-স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম গ্রন্থি। তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা এখানে থাকে। এইসব নার্সারিতে কাজ করে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসা-কর্মী, শিক্ষক ও পরিচর্যাকারীরা। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে দৈনদিন খাবারের নির্ঘণ্ট ও অন্যান্য কাজকর্ম বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ধারিত। সেখানকার খেলাধুলার চত্বর, দালানকোঠা, সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, পুতুল ও খেলনা সবই অত্যুচ্চ স্বাস্থ্যসম্মত মানের। শিশুদের দেখাশোনার কাজে স্বাস্থ্যরক্ষার নীতিগুলির কঠোর অনুসরণ নার্সারির কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক।

প্রশ্নটি সম্পর্কে প্রত্যেকটি পরিবারেরই নিজস্ব ভাবনাচিন্তা আছে: শিশুদের লালনপালনের পক্ষে কোনটি উপযুক্ততর জায়গা— নার্সারি না বাড়ি? তড়িঘড়ি রায় দেওয়া সহজ নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষাবিজ্ঞান আকাদমি পরিচালিত প্রাক-স্কুল শিক্ষা-ইনস্টিটিউটের অধীনে মস্কোর রেল-কর্মীদের সন্তানদের জন্য একটি নার্সারি স্কুল আছে। মস্কোর শহরতলীতে অবস্থিত এই নার্সারিতে ১২০টি শিশু থাকতে পারে। সেখানে আছে খেলাঘর, চিকিৎসাকক্ষ, ঘুমের কামরা। শিশুদের দেওয়া খাবার ও পরিচর্যার মান এবং একত্রে খেলাধুলার সুযোগের জন্য মা-বাবারা খুশিই দেখলাম।

মিশাকে সাত মাস বয়সে এই নার্সারিতে নিয়ে আসা হয়। এগারো মাসেই সে চামচ দিয়ে খাবার খেতে শেখে। কিন্তু প্রতিবেশী লেনা থাকে দিদিমার সঙ্গে। দু'বছর বয়সেও তাকে বোতল ছাড়ান যায় নি। তখন ফ্লু'র মহামারী চলছিল। কিন্তু নার্সারির শিশুরা তার

খপ্পরে পড়ে নি বলে মা-বাবারা খুবই কৃতজ্ঞ ছিলেন। হয়ত-বা রোজ শিশুদের সৌর-বাতিতে তাতানোরই সুফল।

কমবয়সী এক দিদিমা পেশায় চিকিৎসক, বললেন যে তাঁর নাতিনাতনীকে নার্সারি স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্তে গোড়ার দিকে তিনি খুবই মর্মাহত হন। 'আমি নার্সারির চত্বরে ঘুরি, জানালায় উঁকি দিয়ে ওদের দেখি। ওটা ছিল নার্সারিতে তাদের প্রথম দিন। এখন আমি নিশ্চিন্ত। এখানকার লোকজন খুবই চমৎকার। ওদের আমরা বলি 'দিনের বেলার ধাইমা'।'

আরেকজন মা, পেশায় ইঞ্জিনিয়র, বললেন: 'শিশুদের জন্য বাড়িতে গানবাজনা বা শরীরচর্চার ব্যবস্থা করা অনেকের পক্ষেই কঠিন। দেয়ালে লাঠি বেঁধে ব্যায়ামের সামান্য ব্যবস্থা — শুধু এটুকুই। আর নার্সারি স্কুলগুলি তো শিশুদের সংঘ। সেগুলি তাদের সদাচরণ শেখায়, অন্যদের সম্পর্কে বিবেচক হওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলে। তারা একসঙ্গে খেলাধুলা করে, দলগতভাবে কাজ করতে শেখে।'

জনৈক বিজ্ঞানী পিতার ভাষায়: 'নার্সারি স্কুলে যাওয়ার আগে আমাদের মেয়েটি এক একা খেলতে পারত না। সে আমাদের, বড়দের তাকে সঙ্গ দিতে, তার সঙ্গে খেলতে, বলত। কিন্তু এখন সে নিজে সবই পারছে। মাঝেমধ্যে শুধু খেলনাগুলি বদলে দিলেই চলে।'

মা-বাবারা নার্সারিতে ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকত। 'যদি তাদের অসুখ-বিসুখ হয়?' এমন প্রশ্ন হামেশাই তাদের মনে জাগত। 'সত্যিই আমরা দুশ্চিন্তায় ভুগতাম, কিন্তু দেখা গেল তাতে বাড়াবাড়ি ছিল', বললেন জনৈকা মা। 'অসুখে পড়া বা ভাল থাকার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে নার্সারি আর বাড়ির মধ্যে কিছুমাত্র তারতম্য নেই।'

শিক্ষকরা মনে করেন, শিশুদের তাড়াতাড়ি নার্সারিতে ভর্তি করলে তারা নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খুব সহজে নিজেদের খাপ খাওয়াতে শেখে। তারা বাড়িতে বেশি বেশি আশকারা পায়, কোল থেকে নামতে চায় না। নার্সারিতে এমন সুযোগ নেই। ওখানে কামরার তাপমাত্রা অনুমোদিত বিজ্ঞানসম্মত স্তরে রাখা হয়, বাড়িতে যা অসম্ভব।

নার্সারিতে তিনটি বয়োবর্গের শিশুরা থাকে। এগুলি: কনিষ্ঠ দল (২ মাস — ১ বছর), মধ্যম দল (১—২ বছর) ও জ্যেষ্ঠ দল

(২—৩ বছর)। শিশুচিকিৎসক ও শারীরবিদরা শিশুদের প্রত্যেকটি দলের জন্য বিশেষ নির্ঘণ্ট তৈরি করেন। শীত ও গ্রীষ্ম মরশুমে বয়-সানুযায়ী কনিষ্ঠ দলের জন্য তিনটি এবং মধ্যম ও জ্যেষ্ঠ দলের জন্য দুটি বিধিব্যবস্থা রয়েছে। বিধিব্যবস্থার ভিত্তি — শিশুর বয়স, বছরের ঋতু এবং এইসঙ্গে শিশুর মায়েদের নিত্যকর্মের নির্ঘণ্টও। যেসব নার্সারিতে শিশুরা সপ্তাহে পাঁচ দিন থাকে ও সপ্তাহান্তে কেবল দু'দিনের জন্য বাড়ি আসে সেখানে একটি বিশেষ বিধিব্যবস্থা চালু হয়েছে। নটনটী, টেলিফোন অপারেটর, কারখানা কর্মী ও শিফ্‌টের মজুর — এই ধরনের যেসব মা-বাবার কোন নির্দিষ্ট কর্মনির্ঘণ্ট নেই তারাই এইসব নার্সারিতে ছেলেমেয়েদের পাঠায়।

নার্সারিতে শিশুদের দ্রুত শারীরিক উন্নতি ঘটে। কিন্তু অতিরিক্ত ওজন, যা বাড়িতে বড় হওয়া শিশুদের এক সাধারণ সমস্যা, তেমনটি এখানে ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। নার্সারির ছেলেমেয়েরা বাড়ির শিশুর সমান বয়সেই কথা বলতে শুরু করে। তিন বছরের কমবয়সী শিশুদের মননশীল, নৈতিক ও সংবেদজ্ঞ শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি রয়েছে। এই কর্মসূচি অনুযায়ী শিশুদের বস্তুর রঙ, আকার ও আয়তনের পার্থক্য শেখানোর জন্য বিভিন্ন প্রণালী ব্যবহৃত হয়। গানের সঙ্গে তাল রেখে ঘর্ঘর শব্দকারী খেলনার সাহায্যে তাদের ছন্দ শেখান হয়। নার্সারি আরও অনেক কিছুই শেখায়, যা সর্বদা সহজে বাড়িতে সম্ভব নয়।

মা-বাবারা আমাদের শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য শিশুদের শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত বিকাশের জন্য স্বভাবতই খুবই উদ্বিগ্ন থাকে। এটা এখন স্বীকৃত সত্য যে শিশুদের অনেক আগেই বহু কিছু শেখান যায়, যা ইতিপূর্বে অসম্ভব বিবেচিত হত। শিশুকে দু'বছর বয়সে পড়তে ও আটমাস বয়সে সাঁতার কাটতে শেখান সম্ভব। কিন্তু স্বভাবতই যে-প্রশ্নটি মনে আসে: সম্ভব বলেই কি এত কচি বয়সে তাদের এসব শেখান উচিত আর যদি উচিতই হয় তবে কী পরিসরে?

শিশুসদন, যেখানে নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেনের কাজ সমন্বিত এবং যেখানে সাত বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েরা থাকে, সেখানে খেলাধুলা ও পড়াশোনার সময় শিশুদের শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া

পরীক্ষার জন্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। যেমন সেগুলি আনকোরা বস্তু সম্পর্কে শিশুর প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করে। ক্লান্তির সূত্রপাত নির্ধারণেরও চেষ্টা চলছে। গবেষকরা শিশুকে জগৎ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞানদান এবং তার চিন্তনপ্রক্রিয়া উদ্দীপন ও জটিল পরিস্থিতি থেকে বেরনোর সামর্থ্য — যা আজ বড়দের মতো শিশুদের ক্ষেত্রেও সাধারণ ঘটনা — উন্নয়নের প্রণালী নির্ধারণের চেষ্টা করছেন।

নার্সারি-কিন্ডারগার্টেন সমাহারে দুটি প্রতিষ্ঠানেরই বৈশিষ্ট্যগুলি অটুট থাকে। কর্মীরা তাতে শিশুদের ধারাবাহিক লালনপালনের সুযোগ পান এবং এ পর্যায়ে তাদের প্রাপ্তব্য চিকিৎসা-সাহায্য দিতে পারেন।

জ্ঞান-আত্তীকরণে শিশুর সামর্থ্য নিয়ে যথাযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তবে শিশুদের জ্ঞান বিতরণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকও প্রয়োজন। কিছুকাল আগেও শিক্ষকের ঘাটতি ছিল। ইদানীং অবস্থার উন্নতি ঘটছে।

সারা দেশে শিশুপরিচর্যা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা সর্বত্রই এরূপ। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিটি পরিবারকে এইসব প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের সুযোগ দিতে রাষ্ট্র বদ্ধপরিকর। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতি চারটি শিশুর একটি (শহরগুলিতে প্রতি দ্বিতীয় শিশু) নার্সারি বা কিন্ডারগার্টেনে যায়। বিশেষজ্ঞ, যারা দয়ালু ও শিশুপ্রেমী, তাঁদের প্রাক-স্কুল প্রতিষ্ঠানগুলিতে আনার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলছে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজগুলিতে নার্সারির জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা উভয় বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেনের ৮২ শতাংশের বেশি শিক্ষিকাই এখন বিশেষীকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত।

সোভিয়েত ইউনিয়নে স্থায়ী* প্রাক-স্কুল শিশুসদনের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার। প্রসূতি ও শিশু মাতৃসদন ছাড়ার পর থেকে শিশুটি পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট শিশু-পলিক্লিনিকের তত্ত্বাবধানে থাকে। সোভিয়েত দেশে এই ধরনের পলিক্লিনিকের সংখ্যা সাড়ে ৫ হাজারের বেশি। বহু সন্তানের

* গ্রীষ্মকালে অস্থায়ী প্রাক-স্কুল শিশুসদনও খোলা হয়। — সম্পাঃ

জননীকে প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা ও ভাতা দেয়ার জন্য রাষ্ট্র অঢেল অর্থ খরচ করে। রাষ্ট্র স্বামীপরিত্যক্তা মাকে এবং স্বল্প আয়ের পরিবারকে শিশুখাদ্য ও অর্থ যোগায়। প্রতি বছর জাতীয় সামাজিক ভরণপোষণ তহবিল ও যৌথখামার বীমা তহবিল ৫২ কোটি রুবল খরচ করে। নার্সারিতে একটি শিশুর বার্ষিক খরচার অঙ্ক ৫৩০ রুবল, কিণ্ডারগার্টেনে — ৬৩০ রুবল। এই খরচার ৮০ শতাংশই আসে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে।

ষাট বছর আগে ভ. ই. লেনিন কিণ্ডারগার্টেন ও নার্সারিগুলিকে কমিউনিজমের অঙ্কুর বলেছিলেন। এইসব প্রাক-স্কুল শিশুসদনগুলির জন্যই কোটি কোটি নারীর পক্ষে কলকারখানায় কাজ করা ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যোগ দেয়া সম্ভব হয়েছে। গোড়ার দিকের বছরগুলিতে এই কেন্দ্রগুলির উপর সীমিত দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল: শিশুদের দেখাশোনা, খাবার দেয়া, পোশাক পরান। এখন এই লক্ষ্য বিস্তৃততর। ইদানীং শিশুরা এখানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে, মা-বাবা নিশ্চিন্তমনে কাজে যায়। রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারগুলির কিণ্ডারগার্টেনের শিশুদের সংখ্যা এখন প্রায় ২০ লক্ষ।

দশম পাঁচসালায় (১৯৭৬-১৯৮০) সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রায় ৩০ লক্ষ শিশুর জন্য নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন তৈরি করেছে। বড় বড় পরিবারগুলির ছেলেমেয়েরা নিখরচায় কিণ্ডারগার্টেনে থাকার সুবিধা পায়।

খুঁটিনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কিণ্ডারগার্টেনের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষাকর্মসূচি গৃহীত হয়। ১৯৬০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষাবিজ্ঞান আকাদমি প্রাক-স্কুল শিক্ষা বিষয়ক একটি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করে। অদ্যাবধি এটিই এই ধরনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। প্রখ্যাত সোভিয়েত মনস্তাত্ত্বিক, প্রফেসর নিকলাই পদ্দিয়াকভ এই ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ। বহুশাখী সংস্থা হিসাবে গঠিত এই ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন মনস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, শারীরবিদ, সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পীরা। শিশুদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির ফলপ্রসূ পরিস্ফুরণ, প্রতিভা লালন এবং তাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ সাধনের সর্বাধিক

অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি সম্পর্কে ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরিগুলিতে অনুক্ষণ গবেষণা চলছে।

ভবিষ্যৎ মানুষ গড়ে উঠার সম্ভাবনাটি শৈশব-জীবনের মধ্যেই মূলীভূত থাকে। সেজন্যই মনস্তাত্ত্বিকরা প্রাক-স্কুল লালন-পালন ও প্রাথমিক শিক্ষার সেরা ও সর্বাধিক ফলপ্রসূ প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করেন। তাঁরা দুটির মধ্যে একটি আঙ্গিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান।

৫-৬ বছর বয়োবর্গের শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুত, প্রাক-স্কুল প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। কিণ্ডারগার্টেনের শেষ বছরটিই শিশুর জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটিই তাদের জন্য স্কুলের প্রস্তুতিবর্ষ। দলটির নামও 'প্রস্তুতিবর্গ'। স্কুলের প্রথম শ্রেণীর গড়পড়তা ৫৫ ভাগ ছাত্রছাত্রীই আসে কিণ্ডারগার্টেন থেকে। বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলিতে তা ৮৫-৯০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছয়।*

গবেষণা ইনস্টিটিউট কিণ্ডারগার্টেনের 'প্রস্তুতিবর্গের' জন্য একটি উন্নততর খসড়া কর্মসূচি তৈরি করেছে। পাঠপ্রণালী ও গণিতে হাতেখড়ি নতুন উপাদান সহযোগে এখন কিছুটা সম্প্রসারিত হয়েছে। শিশুদের চিন্তাশক্তি উন্নয়নই এর লক্ষ্য। তারা বিশ পর্যন্ত গুণতে শেখে, অংক ও গাণিতিক চিহ্নগুলি লেখে, সরল অংক কষে। শব্দগুলি বিশ্লেষণ করতে পারার জন্য তাদের কিছুটা ধ্বনিতত্ত্বও শেখান হয়। শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবে ৫ ও ৬ বছর বয়সীরা প্রাক-স্কুল শিশুদের সমতুল্য। সেজন্য খেলার মাধ্যমে তাদের অংক, পাঠ ও লেখা শেখানোই সেরা উপায়, শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা নয়। খেলা শুধু তাদের আনন্দই দেয় না, তাদের শিক্ষাদানে সাহায্য করে এবং কল্পনাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও বাকশক্তি বাড়ায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষকরা ভালই জানেন যে শিশুদের জন্য প্রাক-স্কুল ও স্কুলের সীমানাটি অলঙ্ঘনীয়। সেজন্য তাঁরা খুবই সতর্ক। কৌতুকপ্রিয়

---

* ১৯৮৪ সালে স্কুল-সংস্কার আইন পাশ হওয়ার পর ৬ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের পরীক্ষামূলক দল হিসাবে স্কুলে ভর্তি করা হচ্ছে। — সম্পাঃ

একটি শিশুকে তারা তৎক্ষণাৎ পাথরের মতো অনড় হয়ে শ্রেণীকক্ষে বসার হুকুম দেন না।

ছেলেমেয়েরা সমবয়স্কদের মধ্যে বড় হোক এটাই বর্তমান কালের মা-বাবার কাম্য। আগে তাঁরা ছেলেমেয়েকে বাড়িতেই মানুষ করতে চাইতেন। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষিকারা শিশুদের প্রাক-স্কুল পর্যায়ে সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তি গড়ে দিতে পারেন, কারণ তাঁরা বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, যা স্বভাবতই মা-বাবাদের থাকে না। কিন্ডারগার্টেনের ছেলেমেয়েদের স্কুলের জন্য ভালভাবে প্রস্তুত করা হয়। 'বাড়ির ছেলেমেয়ের' তুলনায় তারা মানসিক, শারীরিক ও নান্দনিক দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকে। কিন্ডারগার্টেনের শিশুদের কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা ও নিয়মানুবর্তিতার চেতনা অনেক বেশি। আরও কিন্ডারগার্টেন তৈরির জন্য অভিভাবকদের চাহিদার নিরিখে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকা পাওয়ার সমস্যা বেড়েই চলেছে।

সুযোগ্য কিন্ডারগার্টেন কর্মীর অভাব সর্বত্র। শিক্ষাবিজ্ঞান স্কুল ও নতুন প্রাক-স্কুল শিক্ষাবিভাগগুলি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রাক-স্কুল শিক্ষিকারা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পেয়ে থাকেন। শিশুর শারীরস্থান ও শারীরবৃত্তের সংক্ষিপ্তসার, শিশুচিকিৎসার মূলতত্ত্ব, শিশুমনস্তত্ত্ব, প্রাক-স্কুল স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিশু-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যাবতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁরা বিস্তারিত শিক্ষালাভ করেন। শিশুসাহিত্য ও শিক্ষণপ্রণালীর মূল বিষয়গুলিও তাঁদের শেখান হয়।

সোভিয়েত চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমির করেসপন্ডিং সদস্যা প্রফেসর র. তন্‌কভা-ইয়াম্‌পলস্কায়া ছোট ছোট শিশুদের কথা বলতে শেখান সম্পর্কে একটি শিক্ষামূলক বক্তৃতায় বলেছেন, 'মা ও বাবাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে শিশুর প্রথম বছর পূর্তিতে তাঁরা সবচেয়ে বেশি কিসে সুখী হয়েছেন, তাহলে সম্ভাব্য উত্তরটি অবশ্যই হবে 'তার মুখের প্রথম বুলি শুনে'।

শিশুর মুখের প্রথম উচ্চারিত বুদ্ধিদীপ্ত বুলি হল শিশুর বিকাশের একটি যথার্থ পদক্ষেপের প্রথম লক্ষণ। একমাত্র মানুষই কথার মাধ্যমে যোগাযোগক্ষম। কথা মানুষের চিন্তার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। মস্তিষ্কের বাকশক্তি নিয়ন্ত্রক অংশটি জন্মের পরপরই সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু শিশুর সঙ্গে বড়দের অবিরাম যোগাযোগের উপরই

এই অংশটির বিকাশ নির্ভরশীল। শিশুর স্বাভাবিক বাকস্ফুরণের ক্ষেত্রে তিন বছরের শেষে সে অবাধে কথা বলবে। সবগুলি শব্দই সে উচ্চারণ করবে, ব্যাকরণের সরল রূপগুলি ব্যবহার করতে পারবে। বাকশক্তিস্ফুরণ সর্বদাই মানসিক বিকাশের সহায়ক।

সুবিকশিত বাকশক্তিধর শিশুরা অধিকতর প্রাণোচ্ছল। জগৎ সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষণশক্তি উন্নততর। আশপাশের জায়মান যাবতীয় ঘটনাবলী সে দ্রুত উপলব্ধি করতে পারে এবং স্কুলের পড়াশোনায় তার উন্নতির সম্ভাবনা বেশি। শিশুদের বাকশক্তিস্ফুরণে মা-বাবাকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রফেসর তন্‌কভা-ইয়াম্‌পলস্কায়া কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। সর্বপ্রথম, শিশু কীভাবে তার ইচ্ছা ও চাহিদা কণ্ঠস্বর দিয়ে প্রকাশ করে মা-বাবা তা লক্ষ্য করবেন। ক্ষুধা পেলে সে কাঁদে। কোলে ওঠা ও ভালবাসা পাওয়ার জন্যও শিশু কাঁদে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে গরম বা ঠান্ডায়, প্রস্রাবে কাপড় ভিজালে। মা সর্বদাই সস্নেহে তাকে শান্ত করেন 'কেঁদো না বাচ্ছা আমার।'

মা-বাবা লক্ষ্য করে থাকবেন যে চাহিদা মিটলেই শিশু কান্না থামায়। এই হল শিশুর সঙ্গে প্রথম বাক্‌-যোগাযোগ। সে কাঁদল আর আপনি জবাব দিলেন: প্রথমে কথার মাধ্যমে তাকে শান্ত করলেন, শেষে সুনির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে তার ইচ্ছাপূরণ করলেন। অর্থাৎ আপনি তার 'কথা' বুঝতে পেরেছিলেন।

কথা বা সত্যিকার বাক্যালাপ তখনো দূরস্থ। কান্নাও একটি কণ্ঠক্রিয়া, যাতে সবগুলি বাক্‌যন্ত্রই জড়িত থাকে: স্বরতন্ত্রী, জিহ্বা, গন্ডপেশী ও ঠোঁট — উচ্চারণের প্রত্যঙ্গ। শিশুর কান্না আপন চাহিদা 'জানানোর' জন্য লভ্য একমাত্র উপায় (একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত)। এ পর্যন্ত সে উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট প্রত্যঙ্গগুলিরই কেবল 'চর্চা' করতে পারে। শিশু যত কাঁদে তার ফুসফুসগুলি ততই মজবুত হয় — এমন ধারণা ভ্রান্তিদুষ্ট।

মা-বাবার স্পষ্টতই বোঝা উচিত যে শিশু যখন কাঁদে তখন সে তার 'ভাষার' মাধ্যমে তার কোন কোন চাহিদা বোঝাতে চায়। এগুলি মেটানোর সময় তার সঙ্গে কথা বলা উচিত, তাতে তার মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট এলাকাটি আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

শিশুর সঙ্গে কথা বলার সময় ঘরের রেডিও বা টিভি অবশ্যই বন্ধ রাখবেন, ঘরে যেন অটুট নৈশব্দ্য থাকে। লক্ষ্য রাখবেন শিশু যেন তখন আপনার মুখ ও ঠোঁটের নড়াচড়া দেখতে পায়, যাতে সে একটি বিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণ শিখতে পারে। তার জন্য পৃথিবীর স্বাভাবিক শব্দাবলী সংগ্রহের অবাধ সুবিধা থাকাও প্রয়োজন। যেমন: পাখির কাকলি, কুকুরের ডাক, গরুর হাম্বা।

শিশুর সঙ্গে ধৈর্য ধরে আলাপ করলে তিন মাসের আগেই সে কথাবার্তাকে অন্যান্য শব্দাবলী থেকে পৃথক করতে শুরু করবে। দেখবেন সে আপনাকে অনুকরণ করে ঠোঁট নাড়ছে। এই সময় সাধারণ কান্না ছাড়াও শিশুর অন্যান্য কণ্ঠক্রিয়ার বিকাশ ঘটতে থাকে। সে দীর্ঘ স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে শুরু করে। এগুলি শিশুর স্বাভাবিক বাকশক্তি বিকাশের সুস্থ লক্ষণ। ভাল খাওয়া, গভীর ঘুম, শুকনো নেংটি সত্ত্বেও সে নিজের বুলি নিয়ে দিব্যি 'খেলা' করে।

শিশুর কথার যথাসম্ভব জবাব দেবেন, চুপ করে থাকবেন না। শিশু একটি শব্দ উচ্চারণ করুক। সেটা সে স্পষ্টভাবে, স্ফুটভাবে আবার বলুক। শিশু আপন 'কথাগুলি' শোনে এবং নানা ধরনের শব্দ শুদ্ধতরভাবে উচ্চারণ করতে থাকে।

শিশুকে নিয়ে মা-বাবার কাজকর্মের সঙ্গে অবশ্যই কথা থাকা চাই। স্মর্তব্য, শিশুর সঙ্গে কথা বলার সময় স্বরভঙ্গি যেন শান্ত ও উচ্ছল থাকে। তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে শিশু অনেকগুলি দীর্ঘ ও স্পষ্ট স্বরবর্ণ উচ্চারণ করবে। মা-বাবা বুঝতে পারবেন যে সে তা শান্তভাবে ও সানন্দে করছে।

শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বাকশক্তি বিকশিত হতে থাকে। স্বরবর্ণের সঙ্গে অনিশ্চিত ধরনে ব্যঞ্জনবর্ণও উচ্চারিত হতে থাকে। এগুলি: 'মা', 'পা', 'তা' ও 'বা'। এই ধরনের অনির্দিষ্ট উচ্চারণে মা-বাবাও যোগ দেবেন। শিশুর পক্ষে তাতে স্পষ্টভাবে ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ সহজতর হবে।

শিশুর প্রথম বছরের শেষের দিকে তার স্বরভঙ্গির উল্লেখ্য উন্নতি ঘটে। এই সময় সে স্বরভঙ্গির সাহায্যে তার চাহিদাগুলি জানাতে পারে। শব্দাংশগুলি অভিন্নই থাকে: 'মা', 'পা', 'তা', 'বা', কিন্তু

উচ্চারিত হয় ভিন্নতর স্বরভঙ্গিতে — উচ্ছল, শান্ত বা এমনকি অসন্তুষ্টি সহকারেও। এই পর্যায়ে সর্বাধিক সক্রিয়ভাবে শিশুর স্বরভঙ্গি বিকশিত হতে থাকে এবং তখন তা উন্নয়নের ব্যাপারে মা-বাবার বিশেষ মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

শিশু মা-বাবার কাছ থেকে সংযোজক শব্দাবলী শুনবে। নিজে কথা বলতে শুরু করার আগে বড়দের কথা বোঝার জন্য এগুলি তার শেখা প্রয়োজন। মা-বাবার নিশ্চিত হওয়া চাই যে শিশুর সঙ্গে জড়িত তাদের স্বাভাবিক কার্যকলাপ যেন শব্দাবলীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। যেমন, শিশুকে খাওয়ানোর সময় এই ধরনের কিছু বলুন: 'হাঁ করো, এই যে চামচ, আমরা লেই খাবো।' তাকে কাপড় পরানোর সময় মা-বাবা পোশাক সম্পর্কে, সেগুলি পরানো সম্পর্কে কথা বলবে।

শিশুর সঙ্গে মা বা বাবার কথা বলার সময় অন্যরা যোগ দেবে না। মা-বাবা দ্রুত কথা বলবেন না, প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবেন, যাতে শিশুটি তাদের কথাগুলি কাজ ও বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে। শিশুকে নানা ধরনের সামগ্রী দেখিয়ে সেগুলির নাম বলা উচিত।

শিশু কেন সাধারণত প্রথমে 'মা' উচ্চারণ করে সম্ভবত মা-বাবা তা ভেবে বিস্মিত হন। আসলে মা শিশুর সঙ্গে কথা বলার সময় এই শব্দটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকেন। 'মা তোমাকে দেবে', 'মার কাছে এসো', 'মা তোমাকে ভালাবাসে'। শিশু 'মা' শব্দটি বার বার শোনে এবং দেখে যে মা তার জন্য সবকিছু করছে। তাই মার প্রতিরূপ ও কাজ শিশুর কাছে একটি অর্থের রূপ পরিগ্রহ করে। এক বছর বয়সে শিশু অনেক কিছু বোঝে, অনেকগুলি বুদ্ধিদীপ্ত শব্দ উচ্চারণ করে, যদিও উচ্চারণ তখনো খুবই কঠিন থেকে যায়। শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য ঠোঁট ও জিহ্বার যথাযথ বিচলন প্রয়োজন। দীর্ঘ অনুশীলনের পরই তা সম্ভব। তাই শিশু প্রথম অস্পষ্ট 'মা-মা-মা' আওড়ায়, শেষে 'মামা' উচ্চারণ করে।

নিজস্ব বিকাশ অনুযায়ীই প্রত্যেক শিশু জটিল শব্দাবলী আহরণ করে। প্রায়শই তারা একটি শব্দের সর্বাধিক শ্বাসাঘাতদত্ত অংশটি তুলে নেয়। শিশুরা সাধারণত স্পষ্টভাবে শব্দটি

শোনে এবং জল শব্দের বদলে 'জ' বা 'অল' বলে থাকে।

মা-বাবা যদি চান যে শিশু গোড়া থেকে শুদ্ধভাবে শব্দগুলি উচ্চারণ করুক তাহলে তাঁরা যেন কখনো তার সঙ্গে তো-তো করে কথা না বলেন। সে 'অল' বললে তারা সংশোধন করে বলবেন: 'এখন তোমাকে জল খাওয়াব।' কোন কোন মা-বাবা শিশুর উপর দারুণ রেগে যান: 'তুমি এখন বড় হয়েছো, ঠিকভাবে কথা বলো।' কিন্তু তাঁরা বোঝেন না যে এজন্য তাঁরাও কিছুটা দায়ী।

বিছানায় যাওয়ার আগে যখন সে যথেষ্ট পরিশ্রান্ত তখন মা-বাবা শিশুর উপর জবরদস্তি করবেন না। কথোপকথন একটি শিশুর পক্ষে যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। সেজন্য সকালে, ভাল খাওয়া-দাওয়ার পর যখন সে খোশমেজাজে ও যথেষ্ট সক্রিয় থাকে তখনই তাকে কথা বলা শেখান, উচ্চারণে উৎসাহ দেওয়া, নানা সামগ্রী দেখান ও সেগুলির নাম শোনানোর উপযুক্ত সময়। দ্বিতীয় বছরেও শিশুর কথা বলার ব্যাপারটি হেলা করা উচিত নয়।

জীবনের শুরুতে খেলাধুলা একটি মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয় হওয়া সত্ত্বেও পাঠ্যবিষয়ের বর্ধমান বোঝার চাপে সময়াভাবে শিশুর পক্ষে 'পেশীর ক্ষুধা' মেটানো বা শরীরের পক্ষে অপরিহার্য ব্যায়াম অনুশীলন অসম্ভব হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নে খেলাধুলা ও অন্যান্য কায়িক কার্যকলাপের অনুকূল অভিমুখিনতা প্রাক-স্কুল বা খোদ কিন্ডারগার্টেন পর্যায় থেকেই শুরু করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। পক্ষান্তরে শিক্ষাবিদরা সর্বদাই মনে করতেন যে বলবান হওয়ার আনুষঙ্গিক ব্যায়ামগুলি লেখাপড়ার পক্ষে ক্ষতিকর ও অননুমোদনীয়।

শরীরচর্চা শিক্ষা-অনুষদের অধ্যক্ষ ওগানেস আরাকেলিয়ান স্বকালে দেশে ও বিদেশে খ্যাতিসম্পন্ন বহু পুরুষ ও নারী ক্রীড়াবিদকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তিনি সোভিয়েত আর্মেনিয়ার লেনিনাকান শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক, সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মানিত কোচ। তিনি এখন কিন্ডারগার্টেন প্রাক-স্কুলের ৩—৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ব্যায়াম উদ্ভাবন কর্মসূচিতে নিযুক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নে সাধারণত সাত বছর বয়স

থেকেই নিয়মিত স্কুল শুরু হয়, কিন্তু স্কুল-সংস্কারের পর কোন কোন স্কুলে ৬ বছর বয়সী শিশুদের ভর্তি করা হচ্ছে।

আমরা জানি যে আজকালকার শিশুরা পূর্ববর্তী প্রজন্মের তুলনায় অনেক বেশি শিখতে পারে, এবং আগেভাগেই বেড়ে ওঠে। প্রাক-স্কুল পর্যায়ে সক্রিয়তার অভাবের দরুন শিশুরা অতিরিক্ত ওজন, বিকৃত পায়ের তলা, শরীরের অস্বাভাবিক বিকাশ, দুর্বল দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি এবং অন্যান্য নানা ধরনের অভ্যন্তরীণ রোগের শিকারে পরিণত হতে পারে।

তাই ওগানেস আরাকেলিয়ান যথার্থই ভেবেছিলেন যে শিশুদের জন্য শরীরচর্চার একটি মূলগত নতুন ব্যবস্থা প্রয়োজন। তিনি প্রথমে নতুন ব্যায়াম উদ্ভাবন করেন এবং শেষে লেনিনাকানের (জনসংখ্যা ৪২০০০) কিণ্ডারগার্টেনগুলিতে সেটা প্রবর্তন করেন। তাঁর পরীক্ষা শিক্ষাবিদদের, বিশেষত প্রাক-স্কুল শিক্ষা সংক্রান্ত সারা-ইউনিয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল।

ওগানেস আরাকেলিয়ান বস্ত্রকলের কিণ্ডারগার্টেনে শরীরচর্চার প্রাত্যহিক পাঠ প্রবর্তন করেন। এতে ছিল দড়া বা খুঁটি বেয়ে ওঠার কসরত। বিশেষজ্ঞ কমিশন লেনিনাকানে পৌঁছে দেখে অবাক হয়েছিল যে প্রাক-স্কুল শিক্ষাবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের মৌলবাদীদের বিবেচনায় ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ব্যায়ামগুলি চার বছরের শিশুরা দিব্যি অনুশীলন করছে। মস্কো বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করে কচি শিশুরা চমৎকার বাসকেটবল খেলছিল, দীর্ঘলম্ফ দিচ্ছিল, সুইডিস প্রাচীরে ব্যায়াম করছিল, যা কি-না শিক্ষাবিজ্ঞান ঐতিহ্যের রীতিমত বরখেলাপ।

শিশুদের জন্য অনেক বেশি পরিমাণ শরীরচর্চার ব্যবস্থাভিত্তিক নতুন পদ্ধতি সন্দেহবাদীদের সমালোচনা সত্ত্বেও শেষাবধি জয়ী হয়েছিল। শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ফলপ্রসূতায় তাঁরা নিঃসন্দেহ হন। ও. আরাকেলিয়ানের মতে কিণ্ডারগার্টেনে সকালের ব্যায়াম সম্পূর্ণ নিরর্থক, কেননা শিশুরা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় সেখানে পৌঁছয়। কেউ তখন আধো-ঘুমে থাকে,

অন্যরা সকালের খাবার খেয়ে ফেলে। তাই ব্যায়ামের ব্যবস্থা হয়েছে দুপুরের ঘুমের পর।

একটি নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী গানবাজনা, চিত্রাঙ্কন, নকশা-নির্মাণ ও গণিত অনুশীলনের মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য পেশীগুলিকে সতেজ করে তোলার রেওয়াজ চালু হয়েছে। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুরা যেসব ব্যায়াম করতে অক্ষম আরাকেলিয়ান পদ্ধতিতে সেগুলি নিষিদ্ধ। কিন্তু পদ্ধতিটি পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

একটি দৃষ্টান্ত। বিকেলের ঘুমের পর শিশুদের জন্য পনেরো মিনিট ধরে পেশী সতেজ করার ব্যায়ামের ব্যবস্থা। শিশুরা সজীব হয়ে উঠার পর কিছুটা শ্রান্ত হলে তাদের বসতে ও তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়তে বলা হয়। তারা চিৎ হয়ে শোয়, ব্যাঙের মতো পা বাঁকা করে, চোখ বুঁজে ও নিশ্চুপ থাকে। আড়াই মিনিট পর তারা উঠে দাঁড়ায়, বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পা ফেলে ফেলে হল থেকে বেরোয়। এই সময় তাদের নাড়ির গতিবেগ ১৬০-১৮০ থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে আসে।

আগেকার ব্যায়ামগুলিতে তাদের নাড়ির গতিবেগ পনেরো মিনিট পর স্বাভাবিক হয়ে যেত। ওগানেস আরাকেলিয়ান ও তাঁর মূল সহকারী লারিসা কারমানভা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন: 'কিন্ডারগার্টেনের ঊর্ধ্বতন দলের অঙ্গসঞ্চালন ব্যবস্থা'। অন্যান্য বয়ঃবর্গের জন্যও এই ধরনের পুস্তিকার অভাব নেই। আরাকেলি-য়ানের ছাত্রী ও তাঁর সহকর্মী সুসান্না মাদোয়ান ২—৩ বছর বয়সী শিশুদের ব্যায়ামশিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা করছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জনশিক্ষা মন্ত্রক শিশুদের ব্যায়ামশিক্ষা সংক্রান্ত আরাকেলিয়ানের গবেষণা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন শহরের প্রাক-স্কুল শিক্ষিকারা এখন প্রায়শই লেনিনাকানে আসছেন। নতুন প্রজন্মের স্বাস্থ্যোন্নয়নই আরাকেলিয়ানের ব্যায়ামশিক্ষার মূল লক্ষ্য। তাঁর পদ্ধতিগুলি সোভিয়েত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচলিত বাধ্যতামূলক ক্রীড়াপ্রণালীর সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই। এগুলি দেশের সর্বত্র ব্যাপক হারে প্রয়োগের পক্ষেও সমান সুবিধাজনক। এটা সোভিয়েত স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশও। বলা বাহুল্য, সোভিয়েত স্বাস্থ্যব্যবস্থা দেশের

ভাবী প্রজন্মকে শৈশব থেকেই রোগমুক্ত রাখার জন্য তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যপ্রদ অভ্যাস গড়ে তোলার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। আরাকেলিয়ানের পদ্ধতি অন্যান্য দেশের শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মস্তিষ্কের জন্য জ্ঞান, হৃদয়ের জন্য ভালবাসা

প্রখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষাবিদ, সোভিয়েত শিক্ষা আকাদমির করেসপন্ডিং সদস্য, ভ. সুখম্‌লিন্‌স্কি লিখেছিলেন: 'বৎসরাধিক কাল ধরে গোর্কি অঞ্চলের জনৈক তরুণী গ্রামীণ স্কুল-শিক্ষিকার সঙ্গে আমার পত্রালাপ ছিল। তরুণ শিক্ষিকা খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, প্রথম চিঠিতেই তার উৎকণ্ঠা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।'

শিক্ষিকা লিখেছিলেন: 'আমি এতটা যন্ত্রণাগ্রস্ত যে শিক্ষকতা ছেড়ে দেয়ার কথাও ভাবছি। আমার এই কষ্টের উৎস — কোলিয়া নামের ছেলেটি। শ্রেণীকক্ষে কারও মহৎ কর্ম সম্পর্কে কিছু পড়লে সে বিদ্রুপের হাসি হাসে এবং শেষে বলে 'কেবল বইতেই যত চমৎকার কথা লেখা থাকে, সত্যিকার জীবনে তা কখনো ঘটে না...।' দেখার পর খাতাগুলি আমি ছাত্রছাত্রীদের ফেরত দিই। কোলিয়া ভাল নম্বর পায় না, এমনকি খাতা খুলেও দেখে না। সে জানালার ধারিতে খাতাটি ফেলে রাখে এবং ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত কিছু না করেই চুপচাপ বসে থাকে। সেদিন খাতা থেকে আমার নম্বর-দেয়া একটি পাতা ছিড়ে সেটা দলা পাকিয়ে আমার টেবিলে ছুড়ে দিয়েছে। তাকে নিয়ে কী করব?'

জবাবে সুখম্‌লিন্‌স্কি তরুণী শিক্ষিকাকে লিখেছিলেন যে ছেলেটির সঙ্গে তিনি কখনো একা কোন আলোচনা করেছেন কি না এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এক বা দু' ঘণ্টা নিভৃতে আলাপ করেন কি না? তিনি ছেলেমেয়েদের মাঠে, বনে, নদীর ধারে সন্ধান-সফরে নিয়ে যান কি না ও তখন তাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ জমে কি না? তিনি ও তাঁর ছেলেমেয়েরা ছাত্র-শিক্ষকের খোদ আনুষ্ঠানিক সম্পর্কটি বারেক ভুলে কখনো পরস্পরের সঙ্গে খোলামনে আলাপ করেছেন কি না?

তাঁর জবাব: 'না, করি নি। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এই ধরনের আলাপের রেওয়াজ নেই। তাছাড়া তাদের সঙ্গে কথা বলার বিষয়বস্তুও আমি জানি না। দলের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবিত করার শিক্ষাই আমরা পেয়েছি। ক্লাসের সামনে আমি অনেক বারই কোলিয়াকে হুঁশিয়ার করেছি। তাকে মায়ামমতা দেখানোর চেষ্টাও করেছি। তাকে একটি দলের নেতা বানাতে, একটি যৌথ-উদ্যোগ গড়ে তোলার দায়িত্ব দিতে চেয়েছি। কিন্তু এসব ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সকলের প্রতিই যেন তার অশেষ বিরাগ, অপার ঘৃণা। আমি তার কারণ বুঝতে পারি না।

একবার গোটা ক্লাসের সামনেই বলেছিলাম যে কোলিয়া আর কোনদিন অন্যায় কিছু করবে না, সে ভাল ছেলে হয়ে যাবে। ভেবেছিলাম তাতে সে কিছুটা নরম হবে। কিন্তু উল্টো ফল ফলল। সে লাল হয়ে উঠল, রেগে গেল, আমাকে দু'কথা শুনিয়ে দিল... তারপর তার মাকে লিখি কেন তিনি ছেলের পড়াশোনার উন্নতির দিকে নজর দেন না? মন্তব্যটি লিখেছিলাম অগ্রগতির বিবরণী-পুস্তিকায়। কোলিয়া ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসেছিল। মধ্যবিরতির সময় দেখি সে এক কোনায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আমি তার কাঁধে হাত রাখি। সে রাগে মুখ ভেঙচিয়ে বলে 'তোমরা সবাই গোল্লায় যাও'। কী করব বলুন?'

ভ. সুখম্‌লিন্‌স্কির পরের চিঠি: 'দেখতে পাচ্ছেন না ছেলেটির এমন একটা দুঃখ আছে যে খুবই গভীর আর সার্বক্ষণিক? তার আত্মা আহত, বিধ্বস্ত। তার যাবতীয় কার্যকলাপ সতর্কভাবে লক্ষ্য করুন, আন্তরিকভাবে এগুলির অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন। এমন কিছু দেখার চেষ্টা করুন যা প্রথম দৃষ্টিতে চোখে পড়ে না।'

কয়েক সপ্তাহের বিরতির পর আবার চিঠি আসে: 'কোলিয়া মার সঙ্গে থাকে। সে পিতৃপরিচয় জানে না। মা তাকে নিজের জন্য একটি শাস্তি ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না। তাঁর একটি দুর্ভাগ্যজনক ও প্রতিদানহীন প্রেমের ব্যাপার ছিল। ছেলেটি নিজেকে অবাঞ্ছিত ভাবে। তার সত্যিকার কোন পরিবার নেই। তাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

দু'কথায় কোন সদুপদেশ দেয়া সুখম্‌লিন্‌স্কির পক্ষে সম্ভবপর

ছিল না। সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম অতিগুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি এই সমস্যাটি নিয়ে দীর্ঘ ও ঐকান্তিক আলোচনা প্রয়োজন ছিল। সুখম্‌লিন্‌স্কি বললেন, 'আমরা স্কুলগুলির নিয়মিত আলোচনাচক্র ডাকি, অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের শিক্ষকদেরও আমন্ত্রণ জানাই। গোর্কি অঞ্চলের এই পত্রলেখিকাকে পরবর্তী অধিবেশনে যোগ দিতে বলি।'

এই আলোচনাচক্রের আলোচ্য বিষয়: শৈশবের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তা বিধান। কিছু ছেলেমেয়ের জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজন থাকে: ভাবাবেগের, হৃদয়ের অন্তর্জগতের, এমনকি কখনো-বা জীবনের নিরাপত্তা।

আলোচনাচক্রে ভ. সুখম্‌লিন্‌স্কি শ্রোতাদের এ কথা মনে রাখতে বলেন যে শ্রেণীকক্ষের ছেলেমেয়েরা জ্ঞানগ্রাহী রোবট নয়, তারা আপন দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও হতাশা সহ সাধারণ মানুষ, যাদের প্রয়োজন আপনাদের সমবেদনা ও উপলব্ধি। 'যন্ত্রণাদগ্ধ মানবাত্মা অন্যদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে। এই সত্যই আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির নির্ধারক হোক' — বলেন সুখম্‌লিন্‌স্কি। 'আমাদের অবশ্যই মানুষের হৃদয় বুঝতে হবে। অনেকেই তাদের দুর্ভাবনা কখনই সর্বসমক্ষে খোলসা করে না।'

ছোট ছোট ছেলেমেয়ের আচরণ লক্ষ্য করার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন। তারা পরস্পরকে কীভাবে দেখে? মা-বাবার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কেমন? আর পরিশেষে, নিজেদের শিক্ষকদের সম্পর্কে তারা কী ভাবে? দেখা যায় যে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে আপন অনুভূতি ও চিন্তাভাবনার অংশভাগ দেয়ার একটি স্বাভাবিক চাহিদা শিশুর থাকে। শিক্ষক ছাত্রের কাছ থেকে সম্মান প্রত্যাশা করলে তাদের নিজ নিজ পিতামাতা ও শিক্ষকদের ভালবাসতে শেখাতে হবে।

আপনজন না ভাবলে কেন একটি শিশু তার শিক্ষককে বিশ্বাস করবে? শিশু শিক্ষককে ভাল না বাসলে তার চিন্তাভাবনার অংশভাগও তাকে দেবে না। ছাত্রছাত্রীদের সবগুলি অনুযোগই 'দুশমনি' নয় এবং তাদের 'ছিঁচকে চোর' ভাবাও অনুচিত। সুখম্‌লিন্‌স্কির ব্যক্তিগত পরিচিত কিছু শিক্ষক শিশুদের 'সম্ভাব্য গুপ্তচর' বলতেন। শিক্ষকরা শিশুদের অনুযোগ বোঝার কৌশল

শিখবেন। আসলে শিশুর কথা বোঝার দক্ষতা একটি বড় ধরনের শিক্ষাকৌশল। যেখানে তা নেই সেখানে সত্যিকার শিক্ষাও নেই।

একটি দৃষ্টান্ত। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী নাদিয়া কোন বিরতির সময় আপনার কাছে ছুটে এল। চোখে তার দুষ্টুমির সামান্য ঝলকানি থাকলেও গলার স্বর করুণ। 'কোলিয়া চোরকাঁটার বীজ আমার কলারের নিচে ঢুকিয়ে দিয়েছে, আমার কুট-কুট করছে' — সে বলল। অতি সাধারণ নালিশ হলেও তা না-শোনা শিক্ষকের পক্ষে অনুচিত হবে। কোলিয়া কী করতে চেয়েছিল সেটা খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাকে জ্বালাতন করার প্রতিশোধ হিসাবেই কি কেবল কোলিয়া কাজটি করেছে, নাকি এটা অন্যকে কষ্ট দেয়ার কোন প্রবণতার লক্ষণ? হেতুনির্ধারণের উপরই শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া নির্ভর করবে। স্মর্তব্য, এটাকে তুচ্ছ অনুযোগের মতো মনে হলেও আসলে তা অনুযোগ নয়। এটা হল শিক্ষকের কাছে একটি শিশুর জিজ্ঞাসা, যা জানতে চায় — ন্যায়বিচার কী? বন্ধুকে চটিয়ে কষ্ট দিয়ে সে ভাল কি মন্দ করেছে সেটাও তার জিজ্ঞাস্য। শিশুদের নালিশ থেকে শিক্ষক এই ধরনের প্রশ্নের যাথার্থ্য নির্ধারণের কৌশল আয়ত্ত করবেন ও শেষে উত্তর দেবেন।

দোষের মধ্যে সামান্যতম দুর্বৃত্তির অংকুরও যদি থাকে তবু দোষীকে শাস্তি দেবার জন্য তাড়াহুড়া করবেন না। কোলিয়াকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে নাদিয়া নালিশ করে নি। সে জানতে চেয়েছে — কী ভাল, কী মন্দ। তড়িঘড়ি শাস্তি দিলে শিশুরা আর ভবিষ্যতে আপনার সাহায্য চাইবে না। শাস্তি তাদের কাছে দুষ্কর্মের নামান্তর। যাদের হৃদয়ে অঢেল হিংস্রতা কেবল তারাই আপনার কাছে এসে অপছন্দ সহপাঠীদের শাস্তি দেয়ার একটি হাতিয়ার হিসাবে আপনাকে ব্যবহার করতে চাইবে। দয়ামায়া সম্পর্কে অবিশ্বাসী শিশুদের হাতে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন।

মমতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস শিশুদের আপনার কাছে আসতে এবং কী ভাল, কী মন্দ জিজ্ঞেস করতে আকৃষ্ট করবে। অনেক সময় তাদের গরম গরম কাহিনীতে এইসব প্রশ্ন আপনার কাছে অনুচ্চারিত থাকবে এবং সেগুলি 'উদ্ঘাটনের' কৌশল আপনাকে শিখতে হবে।

শিশু কোন গোপন কথা আপনাকে বললে কখনই বিশ্বাসভঙ্গ করবেন না। এটা শিক্ষার একটি মূলনীতি। আপনাকে গোপন ব্যাপারগুলির অংশভাগ দিয়ে শিশুরা তাদের সবচেয়ে কঠিন ও জটিল সমস্যাগুলিকে আপনার সামনে তুলে ধরতে চায়। আপনি হয়ত এমনসব নোংরা কাজের কথা শুনবেন যাতে মনে হবে বড়দের সেখানে এখনই হস্তক্ষেপ করা দরকার। কিন্তু, পূর্বাপর বিচারে, ছাত্রদের সঙ্গে আপনার আলাপের ফল যেন কখনই শাস্তিদানে পর্যবসিত না হয়।

একান্ত ব্যক্তিগত ও কেবল আপনাকে বলা কোন গোপন কথা গোটা শ্রেণীকক্ষে প্রকাশ করার মতো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আর নেই। আগেই বলেছি, শিশু যাকে ভালবাসে ও সম্মান করে তাকেই আপন আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তাভাবনার অংশভাগ দিতে চায়। কিন্তু একজন সৎ ও বিনয়ী লোক এই ধরনের গোপন ব্যাপারের শরিকানায় স্বভাবতই অত্যন্ত বিমূঢ় হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য হবে সঠিক বাক্য খুঁজে পাওয়ার বিমূঢ় জন্য সূক্ষ্ম আবেগ অনুমান করা, যা শিশুকে মন খুলতে কৌশলী ও সুচতুর সাহায্য যোগাবে।

কোন শিশুর দিক থেকে আপনাকে তার আবেগ-অনুভূতির অংশ দেয়ার অর্থ আপনি শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য লাভ করেছেন। তার সম্পর্কে আপনার কৌতূহলী হওয়ার বিষয়ে শিশুটির প্রতিক্রিয়াই হবে আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক উন্নয়নের ভিত্তি। শিক্ষকদের জন্য এই দক্ষতা যেমন একাধারে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তেমনি তা অর্জনও সুকঠিন। অর্থাৎ মনবিক সহানুভূতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান প্রয়োজন।

ভ. সুখম্লিন্স্কি বলেন যে ছাত্রছাত্রীরা দুঃখের দুঃসহ বোঝা বহন করছে অথচ তার কোন শরিক নেই — এমন ভাবনা তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। প্রতিটি দুঃখেই শিশুমনের বিকৃতি ঘটে। প্রায়শই দুঃখ নিজের হীনমন্যতার ফল হিসাবে দেখা দেয়। 'ক্লাসের ছেলেমেয়েরা কত সহজে শেখে আর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও আমি কিছুই পারি না, মন্দভাগ্য ছাড়া এ আর কিছু নয়' — এমন শিশুরা এমনটিই ভাবে।

এই ধরনের মানসিক যন্ত্রণা প্রতিদিন সঞ্চিত হতে থাকে। শিশু

তার এই অনুভূতির অংশভাগ দিতে চায়, কিন্তু তাতে তো অশেষ লজ্জা। সে বাড়ি ও স্কুলে চুপ করে থাকে, একটি শব্দও উচ্চারণ করে না। শিশুদের দিকে সতর্কভাবে তাকালে অনেক সময় তাদের বিষণ্ণ, মিনতিভরা চোখ আপনার নজরে পড়বে। সুখমলিনস্কি বলেন, 'আমরা অবশ্যই শিশুর দুঃখ ঘুচাব। জ্ঞানার্জনের সাফল্যের আনন্দ ও গর্বের উপলব্ধি তাকে দিতেই হবে।'

শিক্ষক ও ছাত্র সুবান্ধব হয়ে উঠলে, পরস্পরকে বিশ্বাস করলে এবং শিক্ষক ছাত্রের মনে কখনো আঘাত না দিলে ও তার সঙ্গে অযথা দুর্ব্যবহার না করলেই শুধু শিক্ষাদানে তাঁর নৈতিক অধিকার জন্মায়। তখন তিনি যাকিছু পড়াবেন তাই জ্ঞান হিসাবে গৃহীত হবে, শিশুর উন্নতি ঘটবে। শিক্ষকের আন্তরিকতা ও স্নেহ তাকে আরেকটি অধিকার দেয়: বিচক্ষণতাসহ দাবি করার অধিকার। স্নেহ ও ন্যায় ভিত্তিক কঠোরতা ব্যতিরেকে শিক্ষা অতি মিষ্টি আলাপে পর্যবসিত হয়।

আরেকটি শর্ত: শিশুদের আত্মসম্মানবোধ থাকা প্রয়োজন। আত্মসম্মানবোধ যত গভীর হয়, শিক্ষকের পাঠনের প্রতি তার দায়িত্ববোধও ততই বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ তার আত্মসম্মানবোধ না জন্মাবে ততক্ষণ সে শিক্ষকের পাঠন ও উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করবে না। আত্মসম্মানবোধ খুবই ভঙ্গুর বস্তু এবং এ ব্যাপারে শিক্ষকদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। শিশুর মনে আত্মসম্মানবোধ জাগানোর জন্য কেবল শিক্ষার কৌশলী উপায়ই প্রযোজ্য। যেসব প্রণালীতে এর স্থূল লঙ্ঘন ঘটে সেগুলি অননুমোদনীয়।

ভ. সুখমলিনস্কি শিশুদের আত্মসম্মানবোধকে কৈশোরের বুদ্ধিমত্তা বলেন। আসলে এই বোধ হল চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যের শুদ্ধতায় বহুগুণিত তাদের হৃদয়েরই উষ্ণতা। খুবই দুঃখজনক যে, শিশুর আত্মসম্মানবোধ স্কুল-জীবনের সবচেয়ে অবহেলিত দিক। এটা মোকাবিলার মাধ্যমে আমরা তার আবেগের ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিফলনের মুখোমুখি হই। ভাষান্তরে, আমরা তাদের বুদ্ধিদীপ্ত অনুভূতিগুলি মোকাবিলা করি। শিশুদের বুদ্ধিমত্তার উৎস — শিক্ষালাভের আনন্দ — থেকেই আত্মসম্মানবোধ

উদ্ভূত। লেখাপড়া থেকে শিশু আনন্দ না পেলে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি তার ঔদাসীন্য জন্মায়। বুদ্ধিদীপ্ত অনুভূতির স্ফুলিঙ্গটি যাতে অনির্বাণ থাকে শিক্ষক অবশ্যই তা লক্ষ্য করবেন। শিক্ষকের নাজুক ও জটিল কর্তব্য — কিশোর মনগুলির উৎকর্ষতা বিধান।

তারা সকল ছাত্রছাত্রীর আত্মপ্রকাশকে অবারিত করবেন।

একটি বিষয়েও পড়াশোনায় ভাল উন্নতি করতে পারে না এমন কোন স্বাভাবিক শিশু সুখম্‌লিন্‌স্কি কোনদিন দেখেন নি। পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া কোন শিশুর সঙ্গে দেখা হলে **ভ. সুখম্‌লিন্‌স্কি** তার গর্ববোধ ফেরানোর পথ খোঁজেন। অতঃপর শিশু নিজেকে যতই অক্ষম ভাবুক সে কোন কোন বিষয়ে ভাল নম্বর পেতে থাকে।

গর্ববোধ থেকে আত্মসম্মানবোধ জন্মায় এবং শিক্ষক তা বিকশিত ও মজবুত করতে থাকবেন। কেবল উদাসীন ব্যক্তিই পেছনে পড়ে থাকে। স্বভাবতই কোন শিশুর মন গর্ববোধে ভরে তোলা মোটেই সহজ নয়। এটা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্ম মানবিক আবেগের সুগভীর উপলব্ধি।

একজন শিক্ষকের কর্তব্য শুধু শিশুদের মনে জ্ঞানের যোগান দেয়াই নয়, তাদের মানসিক ক্ষতগুলি সারানোও। শৈশবকালের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা হোক শিক্ষার একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আরেকটি বিষয় সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে: ঝামেলাবাজ শিশুর সমস্যা। তাদের সম্পর্কে কী কর্তব্য? এই ধরনের শিশুদের কি আলাদা স্কুলে রাখা উচিত? নাকি তাদের স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গেই লেখাপড়া শেখান ভাল?

এই প্রসঙ্গে 'লিতেরাতুরনায়া গাজেতা' পত্রিকায় গ. কুবানস্কি লিখেছিলেন: 'ওদের বহিষ্কার করো!' কিন্তু মস্কোর একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ম. ত্‌সেন্ত্‌সিপার ছিলেন বিরুদ্ধে। 'লিতেরাতুরনায়া গাজেতার' কিছু পাঠক গ. কুবানস্কিকে সমর্থন করেন। তাদের সবারই এক কথা: অন্য সবকিছু বাদ দিলেও কেবল শিক্ষকদের মহৎ পেশার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যই ঝামেলাবাজদের বহিষ্কার প্রয়োজন। গ. কুবানস্কি মনে করেন যে ওই সব ঝামেলাবাজ ছেলেমেয়ে স্কুল

ছেড়ে গেলে শিক্ষকদের প্রতিটি কথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব বাধ্য ছাত্রছাত্রীরাই শুধু শ্রেণীকক্ষে থাকবে, ভাল উন্নতি করবে।

কিন্তু 'লিতেরাতুরনায়া গাজেতা' ও অন্যান্য অনেকে ত্‌সেন্ত্‌সিপারকে সমর্থন করে।

কুবানস্কির সমর্থকদের চিঠিগুলিতে আছে নানা ধরনের বিকৃতির নজির। যেমন: 'গুন্ডারা সারা শ্রেণীকক্ষে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, যা-খুশি তাই করছিল।'

'যে-শ্রেণীকক্ষ একজনকে যদৃচ্ছা আচরণের সুযোগ দেয় তার কী মূল্য আছে?' একটি প্রবন্ধে আলোচনার জের টেনে জিজ্ঞেস করেন আ. শারভ। 'মিথ্যুক ও অপরাধীদের সঙ্গে মিশলে এইসব ছেলেমেয়েদের কাছে আমরা কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করব?'

গ. কুবানস্কির চিন্তাধারার অনুসারীদের মতে তাতে শিশুদের একটি অতিক্ষুদ্র অংশই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে — একটি নগণ্য সংখ্যালঘু। 'তাদের বিশেষ স্কুলে আলাদা করা হোক, সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠবে' — তাঁদের জোর অভিমত।

এবার 'লিতেরাতুরনায়া গাজেতা' পত্রিকার পাঠকদের চিঠিগুলি বক্তব্য অনুসারে উদ্ধৃত করা যাক:

'এই ধরনের দায়িত্বহীন প্রস্তাব (ঝামেলাবাজদের বহিষ্কার) কার্যকর করা হলে আমরা সর্বাধিক অন্যায় এক অসমতা, শিশুদের অসাম্য অর্জন করব।'

'যে-দেশ সব ধরনের অসাম্য ধ্বংসের জন্য এতটা রক্ত ঝরিয়েছে সেখানে তা সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।'

'উচ্চতর বিদ্যালয়, কারখানা ও ইনস্টিটিউটগুলি ঝামেলাবাজদের বিশেষ স্কুল থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণ করবে না।'

'ঝামেলাবাজ হাজার ছাত্রছাত্রী বহিষ্কৃত হলে অবশ্যই তাতে ভুল ও অন্যায় ঘটবে এবং ফলত শুধু ওরাই নয়, 'স্বাভাবিক সংখ্যাগুরুও' ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

'এতে বহিষ্কৃত ছাত্রছাত্রীদের দুঃখের মূল্য হিসাবে যুদ্ধের মধ্যে নৈতিক দুর্বলতা ও অযোগ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটবে।'

'ঝামেলাবাজ ছেলেমেয়েদের বহিষ্কার যেমন নিষ্ঠুর তেমনি অপ্রয়োজনীয়ও।'

এভাবেই সোভিয়েত শিক্ষাবিদরা সকল শিশুদের জন্য সুগঠন ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

সারা জীবনের শিক্ষণ

তিন বছরের একটি শিশুকে নার্সারি থেকে কিণ্ডারগার্টেনে আনা হল। তার বয়স অনুযায়ী একটি বিশেষ পদ্ধতি এখানে চালু রয়েছে। শিশুটির চাহিদা ও প্রতিভাই তার জন্য সর্বোত্তম একটি ব্যবস্থার নির্ধারক। নার্সারি হিসাবে কিণ্ডারগার্টেনটি রোজ বারো ঘণ্টার মতো কাজ করে।

সার্বক্ষণিক কিণ্ডারগার্টেনও আছে এবং শিশুরা সেখানে সপ্তাহে পাঁচদিন থাকে। সপ্তাহান্তেই কেবল তারা মা-বাবার সঙ্গে বাড়ি ফেরে। এজন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ সামান্য। ছেলেমেয়েকে কিণ্ডারগার্টেন পাঠানোর ব্যাপারে আর্থিক বিবেচনার কোনই ভূমিকা নেই।

কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার মূল বিষয়গুলি শেখান হয়: দাঁত মাজা, পোশাক পরা, জামাকাপড় ও জুতা যথাস্থানে রাখা, চামচ, ছুরি ও কাঁটা দিয়ে খাবার খাওয়া, আহারান্তে মুখ ধোয়া। অধিকন্তু শিশুরা পড়তে ও গনতে, সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে ও শুদ্ধভাবে কথা বলতে শেখে। যৌথতা, বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সহায়তা, জীবজন্তু ও গাছপালার প্রতি ভালবাসা শিক্ষায়ও উৎসাহ দেয়া হয়। তারা শিল্পকলার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয় এবং সঙ্গীতের ক্লাসে গান ও নাচ শেখে।

শিশুরা ছবি আঁকতে ভালবাসে। প্রথমে তারা আঁকে রেখা, বৃত্ত ও আয়তক্ষেত্র। কাদামাটির মডেল তৈরি খুবই জনপ্রিয়। প্লাস্টিসিনের গোলা থেকে তারা বানায় জীবজন্তু, পাত্র, ঘর, বাটি ও পিরিচ, মোটরগাড়ি, ইত্যাদি।

কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের কাজ শেখান হয়। প্রথমে খুবই সহজ-সরল কাজ। তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, শিক্ষিকা ও শিশু উভয়ই একে মোটেই হেলাফেলার বিষয় হিসাবে দেখে না। পালাক্রমে ক্লাসের

মনিটর নিয়োগ করা হয়। তারা সহপাঠীদের মধ্যে কাগজ, প্লাস্টার-বোর্ড, প্লাস্টিসিন ও পেনসিল ভাগ করে দেয়। মনিটররা খাবার টেবিল পাততে এবং সবগুলি, দুপুর ও সন্ধ্যার খাবারের পর খালি পিরিচগুলি সরাতে সাহায্য করে।

শিশুরা আসবাবপত্র ও তাদের খেলনাগুলি পরিষ্কার করে, পুতুলের জন্য পোশাক বানায়, সেগুলি ধোয় ও ইস্ত্রি করে, নিজেদের কামরাটি গুছিয়ে রাখে। তারা কিণ্ডারগার্টেনের জীবজন্তু (ইঁদুর, গিনিপিগ, খরগোশ ইত্যাদি), পাখি ও অ্যাকুরিয়ামের মাছগুলিকে খাবার দেয়। পাখির খাঁচা পরিষ্কার ও অ্যাকুরিয়ামে যথেষ্ট পরিষ্কার জল আছে কিনা সেটাও তাঁরা দেখে। কোন উৎসবের আগে শিশুরা তাদের দলের কামরা ও হলঘর সাজাতে সাহায্য করে, যেখানে সবগুলি দল জমায়েত হয়। তারা উৎসবের পোশাকও বানায়। ৮ মার্চ, বিশ্বনারীদিবসে তারা মায়েদের জন্য উপহার তৈরি করে।

কিণ্ডারগার্টেনে শরীরচর্চার উপর বিশেষ নজর দেয়া হয়। শিশুদের চটপটে ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার দায়িত্ব ব্যায়াম-শিক্ষিকার। সকালের ব্যায়ামের পর ধারাস্নান ও দলাই-মলাই। ব্যায়ামের ক্লাসে থাকে হাঁটা, দৌড় লাফ আরোহণ ও খেলাধুলা।

খেলাধুলায়ই মূলত অধিকাংশ সময় কাটে। শিশুর চিন্তন, মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, শ্রুতিশক্তি ও ছন্দবোধ বৃদ্ধির জন্যই খেলাধুলা কাজে লাগান হয়। প্রতিটি দলের আছে নিজস্ব খেলার জায়গা ও খেলনা-বোঝাই কামরা। কিণ্ডারগার্টেনে শিশুরা সাথীদের সঙ্গে আলাপ করতে শেখে, সঙ্ঘের অংশ হিসাবে নিজকে ভাবতে শেখে, যেখানে তার স্বার্থের সঙ্গে অন্যদের স্বার্থও জড়িত। এ সময়ই শিশুর নৈতিকতা, আদর্শ ও অভ্যাস গড়ে ওঠে। সে একটি সামাজিক জীব, নাগরিক হয়ে ওঠে।

প্রাক-স্কুল পর্বে যেসব গুণ গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়: ন্যায়ের প্রতি গভীর আসক্তি, যূথমধ্যে থাকার বাসনা, সুবান্ধব হওয়া, ব্যক্তিগত ছাড়াও সর্বসাধারণের লক্ষ্য অনুসরণের সামর্থ্য ও আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ।

সারা দেশে কিণ্ডারগার্টেন সমানভাবে বিন্যস্ত কি না বলা কঠিন। তবে প্রতিটি নতুন বসতিতে, প্রতিটি নতুন আবাসিক মহল্লায় নতুন

নতুন প্রাক-স্কুল প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে। কিছুকাল আগেও কেবল বড় বড় শহরেই কিণ্ডারগার্টেন ছিল। কিন্তু এখন গ্রামাঞ্চলে যেখানে শহরের মতোই শিশুদের দেখাশোনার ব্যবস্থা সহ শহুরে ধরনের বসতি তৈরি হয়েছে সেখানে কিণ্ডারগার্টেন গড়ে উঠছে। গ্রামাঞ্চলে প্রাক-স্কুল বয়সী শিশুদের প্রতি চারজনের মধ্যে একজন কিণ্ডারগার্টেনে যায়।

প্রতিবন্ধী ও পঙ্গু শিশুদের জন্য আলাদা কিণ্ডারগার্টেন আছে। সেখানে এই কাজের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, ডাক্তার ও নার্সরা নিযুক্ত হন। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক বিকাশ উদ্দীপনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সাধারণ দেখাশোনা ছাড়াও তারা চিকিৎসার সুযোগও পায়।

মস্কোর ইসমাইলভা মহল্লায় খুব কম বয়সী আংশিক বা সম্পূর্ণ কালা শিশুদের একটি কিণ্ডারগার্টেন আছে। স্কুলে যাওয়ার বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক শ্রুতিশক্তিধর ছেলেমেয়ের সমপর্যায়ে পৌঁছয়। কোন কোন সময় স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে তারা আরও ভাল ফল দেখায়।

যাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ও পেশীগত সমন্বয় দুর্বল তাদেরও পৃথক কিণ্ডারগার্টেন থাকে। দুর্বল বাকশক্তি ও স্নায়বিক বিকৃতিদুষ্ট শিশুদেরও এই সুযোগ রয়েছে। প্রায় দিবারাত্রি কর্মরত ওইসব সংস্থার শিক্ষিকা ও চিকিৎসা-কর্মীরা এই ত্রুটিগুলি সংশোধন, তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার জন্য যথাসাধ্য করেন।

প্রায়শই কিণ্ডারগার্টেনে ছেলেমেয়ে পাঠান সম্পর্কে নানা সমালোচনা শোনা যায়: সারাদিন এক দল ছেলেমেয়ের সঙ্গে থেকে শিশু শ্রান্ত হয়ে পড়ে; তার কোন নিভৃতি থাকে না; প্রচণ্ড হৈ-হল্লা আর বাড়ির তুলনায় রক্ষণাবেক্ষণে ব্যক্তিগত মনোযোগের অভাব। এই ধরনের অনুযোগ সর্বৈব ভিত্তিহীন নয়।

যেসকল মা-বাবা অত্যন্ত কর্মব্যস্ত এবং শিশুদের দেখাশোনার মতো যাদের বাড়িতে কেউ নেই, কিণ্ডারগার্টেনকে তাদের শেষ আশ্রয় হিসাবে দেখা উচিত নয়। যেসব শিশুরা কয়েক বছর কিণ্ডারগার্টেনে থাকে তাদের অধিকাংশেরই স্কুলের জন্য প্রস্তুতি গৃহপালিত ছেলেমেয়ের তুলনায় অনেক ভাল। কিছুটা লিখতে,

পড়তে পারা ছাড়া মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও ওদের প্রস্তুতি ভাল থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠা ও শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা ইতিমধ্যেই তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। অন্যান্য শিশু ও বড়দের সঙ্গে সহজেই তারা আলাপ করতে পারে। অধিক মাত্রায় ও অনেক সময় পর্যন্ত মনোযোগ অটুট রাখা তাদের পক্ষে সহজতর। নিয়মিত ব্যায়ামের দরুন তাদের শরীরও শক্তসমর্থ থাকে।

গৃহশিক্ষার সঙ্গে জনশিক্ষার সংযোগ শিশুর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গৃহ ও বিদ্যালয়ে অভিন্ন শিক্ষণগত মান ব্যতিরেকে শিশুদের যথাযথভাবে মানুষ করা যায় না। এই লক্ষ্যে কমবয়সী মা-বাবাকে সোভিয়েত স্কুলগুলি যথাযোগ্য ও কার্যকর শিক্ষণগত পরামর্শ দেয়। শিক্ষকরাও মা-বাবার বক্তব্যগুলি সযত্নে শোনেন। শিশুসদনের কাজে অনেক মা-বাবা স্বেচ্ছায় শরিক হন। অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জা, মেরামতি, কিছু কিছু ক্লাস নেওয়া, শিশুসদন চত্বরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, কিন্ডারগার্টেনের জন্য বাড়িতে সুন্দর সুন্দর গাছপালার টব তৈরি, ইত্যাদি কাজকর্মে তাঁরা সহায়তা যোগান।

শিশুর সুযোগ্য লালন-পালনের জন্য পরিবার ও শিশুসদনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার গুরুত্ব সর্বাধিক। এই সহযোগিতার কল্যাণে কিন্ডারগার্টেন শেষ-করা স্কুলে ভর্তেচ্ছু ছেলেমেয়েরা 'আমরা' শব্দটির অর্থ ভালই বোঝে, দুর্বলকে সাহায্যদানে সদাপ্রস্তুত থাকে, ভাল ও মন্দের পার্থক্য জানে।

আমরা এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুগের বাসিন্দা। আমাদের তথ্যভান্ডার দ্রুত বর্ধমান। শিশুদের বর্তমান প্রজন্ম জীবন সম্পর্কে পূর্বসূরীদের তুলনায় অধিকতর অবহিত। তারা দ্রুত বেড়ে ওঠে, তাদের পড়াশোনাও বেশি। জনসাধারণের শিক্ষার স্তর উন্নততর হওয়ার ফলে এখন তারা অধিকতর প্রস্তুতি নিয়ে স্কুলে ভর্তি হয়। শিশুকে স্কুলের জন্য প্রস্তুত করার ব্যাপারটি একক পারিবারিক দায়িত্ব নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মা-বাবার শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকার দরুন অনেক শিশুই অসুবিধায় পড়ে।

সোভিয়েত শিক্ষাবিদরা শিশুদের অল্প বয়সে স্কুল-শিক্ষার সুযোগ দেয়ার পথ খুঁজছেন। কিন্ডারগার্টেন ও প্রাক-স্কুল কেন্দ্রের

পাইওনিয়র-শিবির 'আর্তেক'

পাইওনিয়রদের গ্রীষ্মযাপন

আলুক্ষেতে: 'পাইওনিয়র শ্রমের সেরা কর্মী'র জন্য প্রতিযোগিতা

যত মিষ্টি ফল। পাইওনিয়ররা রাষ্ট্রীয় খামারে স্ট্রবেরি তুলছে

আঙুর তোলার ধুম

যৌথখামারের মাঠে

বৃত্তিমুখী টেকনিকাল মাধ্যমিক স্কুল

জোরবিতর্ক চলছে
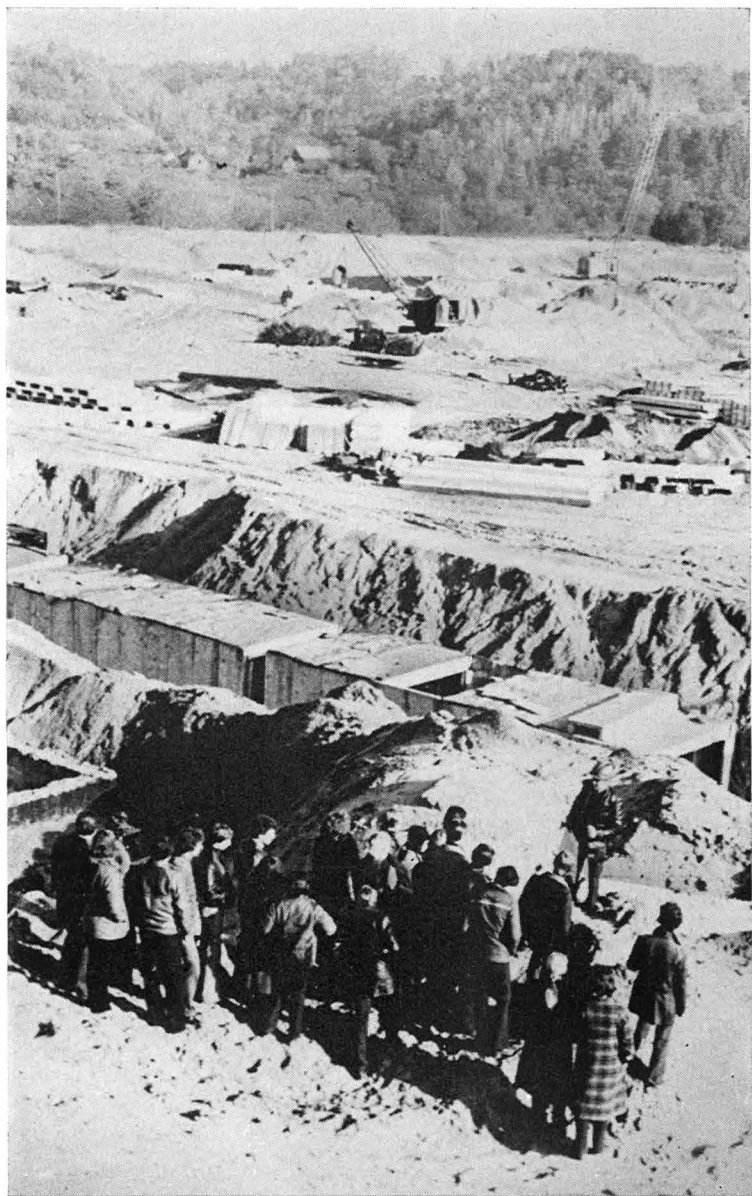
টেকনিকাল মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-কলমে কাজ শেখানোর পাঠ
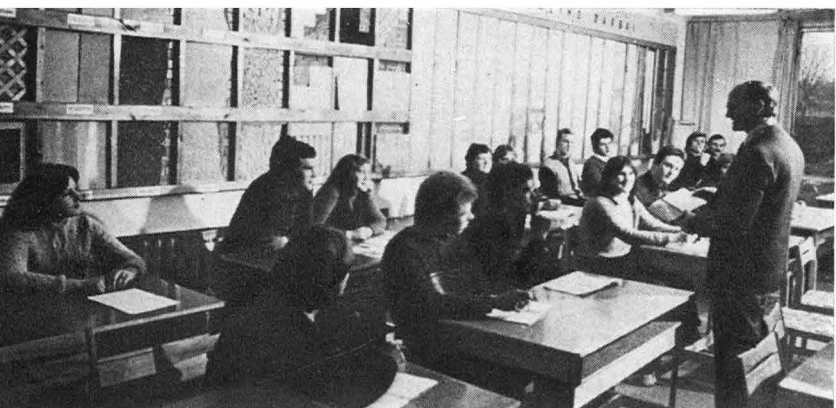
টেকনিকাল মাধ্যমিক স্কুলের শ্রেণীকক্ষে

ডিপ্লোমা সমর্থনে
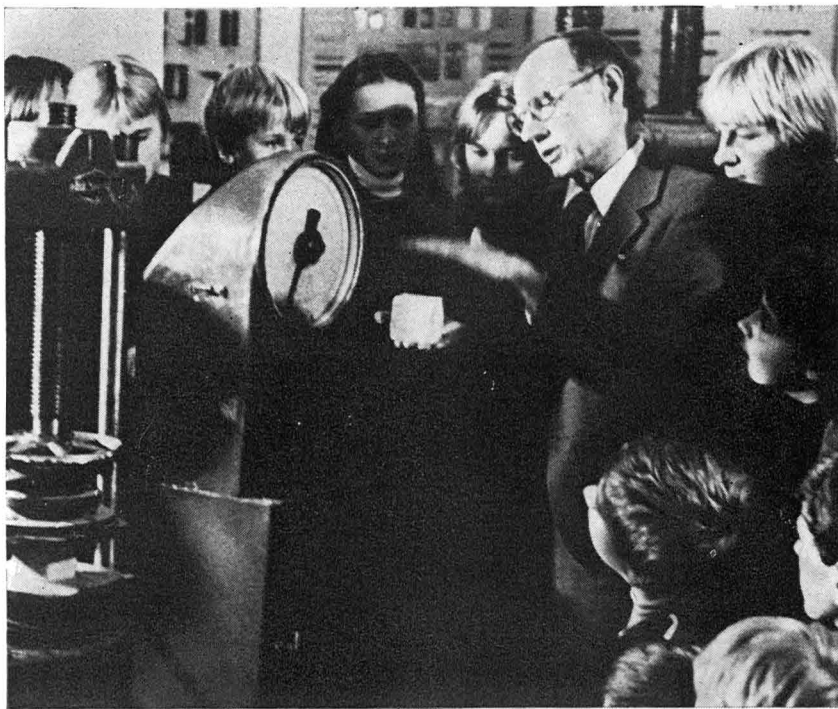
তত্ত্ব থেকে প্রয়োগে

কমসোমল কমিটির সভা

নির্মাণকর্মীদের সঙ্গে প্রথম মোলাকাত
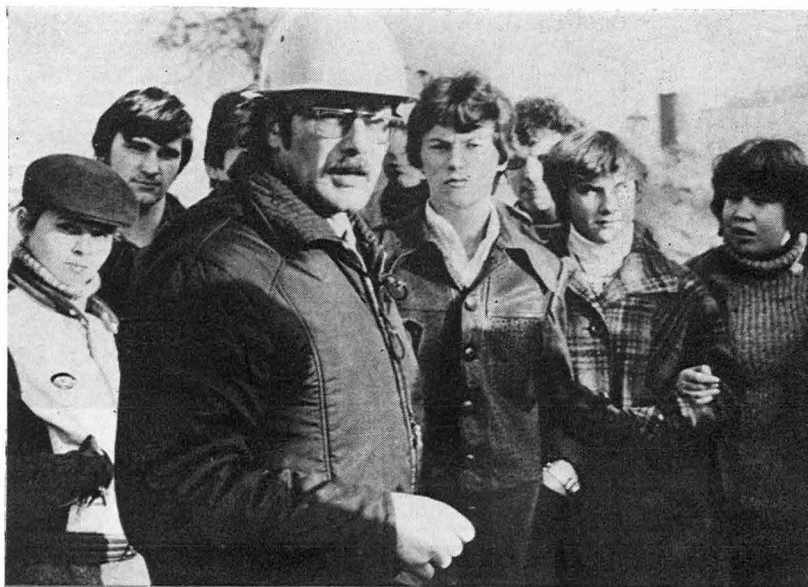
নির্মাণকর্মীদের বদলি দলের সংখ্যা বাড়ছে
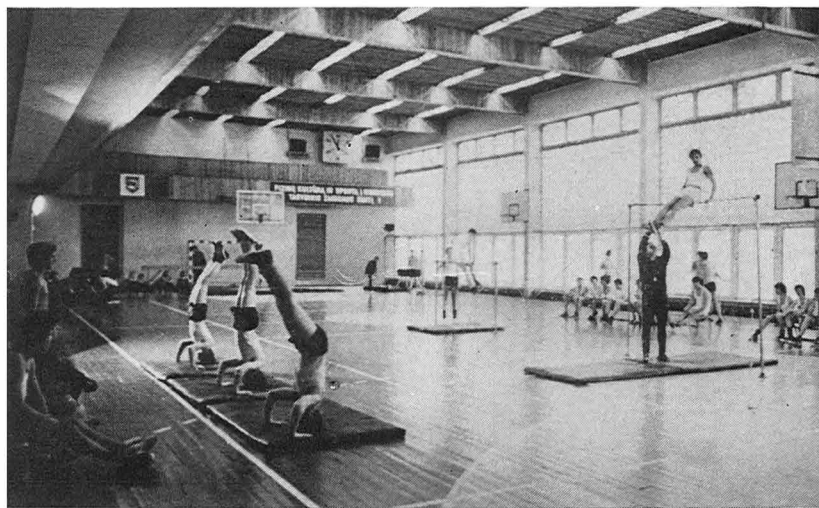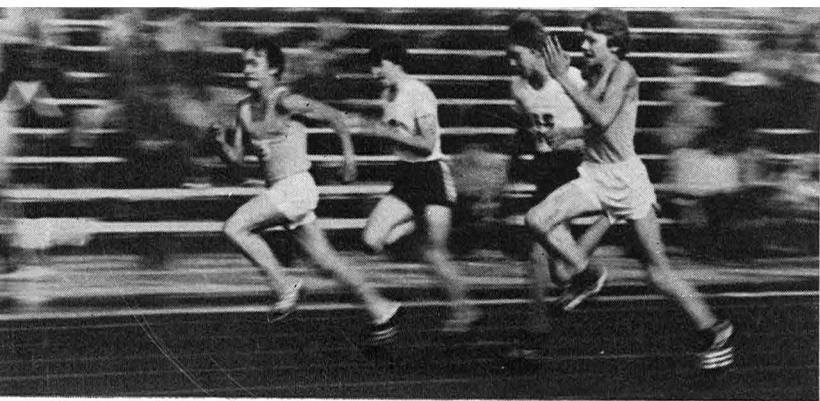
শক্তিমান, সাহসী, কুশলী

তরুণ ব্যালে-নর্তকীরা

১ সেপ্টেম্বর, আবার স্কুল

আমি সমাধান করেছিলাম

বন্ধুর মতো কথাবার্তা বলা যাক

জ্ঞান-দিবস
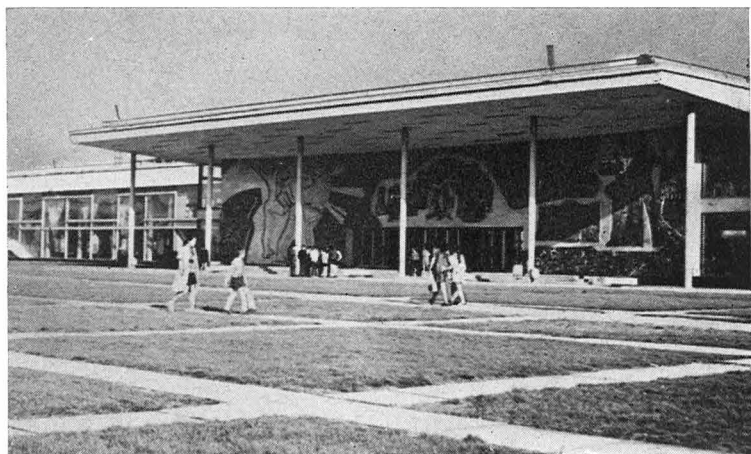
লেনিন পাহাড়ে মস্কোর পাইওনিয়র প্রাসাদ

তরুণ পরিদর্শকদের আন্দোলন

শিশুরা অন্যান্য ছেলেমেয়ের তুলনায় সুবিধাভোগী। কোন কোন স্কুল ছয় বছর বয়সীদের জন্য ক্লাস খুলেছে। প্রাক-স্কুল প্রতিষ্ঠান বা কিন্ডারগার্টেনে পড়ে নি এমন সব ছেলেমেয়ের মধ্যে ব্যবস্থাটি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যেসব স্কুলে প্রস্তুতি-ক্লাস শুরু হয়েছে সেখানে আশাতীত ফল ফলেছে। 'শূন্য ক্লাস' নামে আখ্যায়িত এই শ্রেণীকক্ষে প্রতিটি পাঠ ৩০ মিনিট ধরে চলে, কোন নম্বর দেয়া হয় না, চিরাচরিত নম্বরের বদলি হিসাবে আছে প্রশংসা। এখানে শরীরচর্চা ছাড়াও থাকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা ও ইউরিদমিক্‌স (সঙ্গীত সহ গতিভঙ্গি শিক্ষা)।

অবশ্য অধিকাংশ সোভিয়েত শিশু এখনো সাত বছর বয়সেই স্কুলে যায়। ১৯৭৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়: আট বছর মেয়াদের স্থলে আসে দশ বছরের বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক শিক্ষা। সোভিয়েত সংবিধানে আছে দশ বছরের বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক শিক্ষা, কিংবা বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয় অথবা টেকনিকাল ইনস্টিটিউটে দশ বছর পর্যন্ত পড়াশোনার বিধান, যেখানে তরুণ-তরুণীরা শিক্ষার সঙ্গে একটি পেশাও আয়ত্ত করবে।

সবগুলি রুশ স্কুলেরই শিক্ষাক্রম অভিন্ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঠপরিচালন ও শিক্ষায় দেশের জীবন, বিশেষত দৈনন্দিন অর্থনৈতিক বিকাশ প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

প্রাথমিক স্কুলে হাতের কাজ শেখার পাঠে, মাধ্যমিক স্কুলের কায়িক শ্রমপ্রশিক্ষণের ক্লাসে ও স্থানীয় কারখানার উদ্যোগে তৈরি আন্তঃবিদ্যালয় বৃত্তিশিক্ষা প্রশিক্ষণকেন্দ্রে, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারে উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গঠিত উৎপাদনী দলে সকলে কাজ শেখে, দক্ষতা ও শ্রমের অভ্যাস অর্জন করে।

শ্রমসংঘ ও স্কুলগুলির মধ্যে সহযোগিতার বিবিধ ধরন রয়েছে। সঙ্ঘের কর্মীদের স্কুলে ডেকে আনা হয় এবং স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারে ও শ্রমিকরা কীভাবে তাদের সাহায্য করবে — সেসম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের একটা স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়।

স্কুলের ছেলেদের যেসব মা-বাবা প্রথম সারির কর্মী তাঁদের ফটো স্কুলের শো-কেসে প্রদর্শিত হয়। আবার কারখানা-কর্মীদের যেসব

ছেলেমেয়ে সেরা ছাত্রছাত্রী তাদের ফটোও কারখানার শো-কেসে থাকে।

শ্রমসংঘ শিশুদের জন্য পাঠ্যক্রমবহিস্থ সপ্তাহান্তিক কাজের ব্যবস্থা সহ স্কুলের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার হবি-ক্লাবগুলিকে সহায়তা যোগায়, সংগ্রহ-অভিযান ও ভ্রমণে শরিক হয়, প্রতিভাবানদের শখের দলগঠনে সাহায্য করে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যক্রমবহিস্থ কার্যকলাপ সংগঠনে শরিক হয় লক্ষ লক্ষ তরুণ কারখানা শ্রমিক, যৌথখামারী ও সৃজনশীল বুদ্ধিজীবীরা। এটা সোভিয়েত বিদ্যালয়গুলির একটি গুণগত নতুন বৈশিষ্ট্য।

সপ্তাহান্তিক ও ছুটির সময়কার ব্যবস্থাদি সম্পাদন ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়নগুলি শিশুদের জন্য অনেক কিছুই করে। ট্রেড-ইউনিয়ন কমিটির রিজার্ভ-করা শহরতলীর ট্রেনে ছেলেমেয়েরা মা-বাবার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের বনেবাদাড়ে ব্যাঙের ছাতা কুড়াতে বা স্কি করতে যায়। শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়নে সারা জাতীয় সংশ্লিষ্ট বিষয়। সেজন্য কারখানা ও বিদ্যালয়ের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা খুবই স্বাভাবিক। স্কুল-শিক্ষকদের জাতীয় কংগ্রেসে তাই প্রতিনিধি হিসাবে কারখানা এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের ম্যানেজাররাও উপস্থিত থাকেন।

একটি কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছ থেকে একটি মাধ্যমিক স্কুলকে পৃষ্ঠপোষকতা করার গোড়ার কাহিনী শোনা গেল। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রথম দিন, ১ সেপ্টেম্বর সেরা কর্মী, দলনেতা ও কর্মশালার পরিচালকরা স্কুলে যান এবং শিশুদের শহর সম্পর্কে, তাদের বিশাল কারখানা ও সেখানকার কাজকর্ম সম্পর্কে বলেন।

যেসব ছেলেমেয়েরা অচিরেই স্কুল শেষ করবে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য ট্রাক-নির্মাণ কারখানা একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র খুলেছে। দশম শ্রেণীর সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী সেখানে উৎপাদন-অর্থনীতি ও কর্মসংগঠন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ লাভ করে। স্কুলশেষে অনেকেই ওই কারখানায় যোগ দেয়।

শস্যচাষী ও পশুপালক গোষ্ঠীগুলির ব্যাপক বৃত্তিশিক্ষামূলক সহায়তার কল্যাণে শিশুরা বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট জানতে পারে।

এজন্য যৌথখামার যোগায় ভূমিখন্ড, খামার-যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গঠিত উৎপাদনী দলের সদস্যরা অবসর সময়ে ট্র্যাক্টর ও হার্ভেস্টার কম্বাইন চালান, ফসলচাষ ও নতুন জাতের ফসল সংশ্লেষের কলাকৌশল শেখে। এই অভিজ্ঞতার দৌলতে স্কুল শেষ করার পর একটি চাকুরি পাওয়া তাদের পক্ষে সহজতর হয়।

গ্রীষ্মশিবিরে মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা কাজ ও বিনোদন, দুটি সুযোগই পায়। ছেলেমেয়েরা সেখানকার খামার, বাগিচা বা পশুপালন বিভাগে দৈনিক ৩-৪ ঘণ্টা যথাসাধ্য কাজ করে থাকে। দিনের বাকিটা কাটে বিনোদনমূলক ক্রিয়াকর্মে খেলাধুলা, সৃজনশীল প্রতিযোগিতা, পাঠ ও গানবাজনায়।

জনশিক্ষার বিভাগ স্কুলের উৎপাদনী দলগুলিকে একত্রীকরণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এইসব কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য — স্কুলপাশ ছাত্রছাত্রীদের পেশানির্বাচনে সহায়তা, সামনে খোলা নানা পথের গোলকধাঁধায় তাদের পরিচালনা: কারখানা, অফিস, বা খামারে কাজ দেয়া, কিংবা বৃত্তিশিক্ষা স্কুলে বা বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুলে অথবা উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা।

কলকারখানায় কর্মরত কিংবা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে স্কুল নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। অষ্টম বা দশম শ্রেণী সমাপ্তকারী প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য স্কুলের দায়িত্ব থেকে যায়। শ্রমিক, যৌথখামারী, অফিসকর্মী, সংস্কৃতি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমকর্তা ও মা-বাবাদের নিয়ে গঠিত ‘স্কুল ও পরিবার কমিশন’ স্থাপনে ট্রেড-ইউনিয়ন কমিটিগুলি স্কুল ও অভিভাবকদের বিশেষ সহায়তা দেয়।

এইসব কমিশনের ব্যাপক কর্মসূচি থাকে এবং সেগুলি শিক্ষক ও মা-বাবাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। সেরা পরিবার গড়ে তোলার পদ্ধতি জনপ্রিয় করার জন্য কারখানার কর্মশালায় ‘পরিবার ও বিদ্যালয়’ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র গঠন ও শিক্ষা সম্পর্কেও আলোচনা চলে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা সংগঠনের জন্য এই কমিশন স্কুলকে সহায়তা দেয়, ছাত্রদের

সামনে বক্তৃতা ও তাদের প্রশিক্ষণের জন্য সুদক্ষ বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানায়, কারখানায় প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা, সৌখিন শিল্পকলা ও টেকনিকাল হবি ক্লাব গঠনের মতো অবসরকালীন কার্যকলাপ সংগঠনের দায়িত্বও এই কমিশনের উপর বর্তায়। এগুলি এই ধরনের অবসরকালীন কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাদি বিস্তৃততর ও উন্নততর করে।

আগের মতো এখনো পরিবারই নৈতিক ধ্যানধারণা ও আচার-আচরণের মানদণ্ড সম্পর্কিত বোধ জমানোর ভিত্তি। শিশু তার নৈতিক শিক্ষার প্রথম পাঠ পরিবারেই পায় এবং নির্ভুল পারিবারিক লালন-পালন সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি নিশ্চিত করে। ট্রেড ইউনিয়ন মা-বাবার, বিশেষত অল্পবয়সী মা-বাবার শিক্ষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে স্কুল ও জনশিক্ষার বিভাগগুলিকে সহায়তা দেয় এবং অনেকগুলি কারখানা শিশুপালন বিদ্যালয় গড়ে তোলে ও তাদের জন্য বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করে।

সোভিয়েত গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট গ্রামগুলিকে বড় বড় বসতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাজসরঞ্জাম ও শিক্ষকমণ্ডলীর যোগ্যতার দিক থেকে ওইসব বসতির স্কুলগুলি শহুরে বিদ্যালয়ের তুলনায় মোটেই নিম্নমানের নয়। আগে গ্রামীণ স্কুলগুলি অনেকটা পিছিয়ে ছিল। এখন অনেক গ্রামীণ এলাকায় বড় বড় আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। সোভিয়েত টিভি শিক্ষাকর্মসূচি সম্প্রচার করে। শিক্ষাক্রম একটি। এ থেকে যেকেউ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তার পছন্দ ও প্রতিভা অনুযায়ী যেকোন অতিরিক্ত বিষয় শিখতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নানা ধরনের বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুল আছে: শিল্পকলা বিদ্যালয়, সঙ্গীত বিদ্যালয়, নৃত্যশিল্প বিদ্যালয় এবং এইসঙ্গে বিষয়ভিত্তিক — পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন, জীববিদ্যা, বিদেশী ভাষা শিক্ষা বিদ্যালয়। এগুলিতে ভর্তির নিয়ম-কানুন পৃথক। বিজ্ঞান বিষয়ক স্কুলে ভর্তি আঞ্চলিক নীতিভিত্তিক।

বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ প্রবণতা রয়েছে এমন যেকোন শিশু অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে এইসব স্কুলে ভর্তি হতে পারে। এই স্কুলগুলিতে কাজের চাপ সাধারণ স্কুলের তুলনায় অত্যধিক বিধায় শিশুর সুস্বাস্থ্য ভর্তি হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত।

সঙ্গীত, নৃত্যশিল্প বা শিল্পকলা স্কুলের জন্য শিশুরা সারা দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আবিষ্কৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন বয়ঃবর্গের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়: জেলা, শহর, প্রজাতন্ত্র, সারা-ইউনিয়ন। অধিকন্তু আছে নিয়মিত চিত্রকলা প্রদর্শনী ও সঙ্গীত উৎসব।

বৃত্তিশিক্ষার বিবিধ বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪০ লক্ষের মতো।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের অধীনস্থ পেশা ও কৃৎকৌশল প্রশিক্ষণ কমিটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনা করে। ১৯১৮ সালের দিকে কলকারখানায় কিছুকাল শিক্ষানবিস থাকার নিয়ম চালু ছিল। ১৯২০ সালে ১৮-৪০ বছর বয়সী সকল শ্রমিকের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ব্যবস্থাটি সোভিয়েত দেশে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিকাশের ক্ষেত্রে উৎসেচকের কাজ করেছিল। এক বছরের মধ্যে এই ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ভ. ই. লেনিন উৎপাদনকে শিক্ষা থেকে পৃথক মনে করতেন না এবং এই সংযোগকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের সহায়ক ভাবতেন। লেনিনের এই ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তরুণ-তরুণীদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পলিটেকনিকাল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের তথাকথিত কারখানা শিক্ষানবিসি স্কুল। ১৯২০-১৯৪০ সালের মধ্যে কারখানা শিক্ষানবিসি স্কুলগুলি ২৫ লক্ষ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল এবং সোভিয়েত মেহনতি শক্তির কোষকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এরাই ছিল গোড়ার দিকের পাঁচসালা কালপর্বের শিল্পপ্রকল্পগুলির নির্মাতা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যে তিন ধরনের বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় রয়েছে আগেই তা বলা হয়েছে। (১) ১০ বছরের স্কুল-স্নাতকদের টেকনিকাল স্কুল — ১২-১৮ মাসের পাঠ্যক্রম। (২) ৮ম শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ১—২ বছরের পাঠ্যক্রম। (৩) ৮ম শ্রেণীর স্নাতকদের জন্য, যারা ৩—৪ বছর একটি পেশা শিখেছে ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেছে।

এইসব স্কুলের কার্যদিনের বিন্যাস এরূপ: প্রায় ৪০ শতাংশ —

সাধারণ শিক্ষা ও বিস্তৃত কৃৎকৌশল জ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষাক্রম, ২০ শতাংশ — বিশেষ শিক্ষাক্রম ও অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ — আধুনিক উৎপাদনের উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের শিক্ষাক্রম। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে ভর্তির সঙ্গে সঙ্গেই, বলতে গেলে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে যায়। নির্ব্যয় শিক্ষা, আবসন ও পোশাক ছাড়াও তারা মাসিক বৃত্তি পায়।

পত্রমাধ্যমে শিক্ষালাভের ব্যাপক সুযোগ আছে, আছে সান্ধ্য ক্লাস। এক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম শেষ করতে এক বছর বেশি সময় লাগে। বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার পথও খোলা থাকে।

দেশে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৯৪, সেগুলিতে পড়াশোনা করে ৫০ লক্ষের মতো ছাত্রছাত্রী। বড় বড় আকাদামি, বহু গবেষণাকেন্দ্র ও ৬৮টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ৬ লক্ষ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়। ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার এবং রঙ্গালয়, চলচ্চিত্র ও চারুকলার শিক্ষকদের জন্য আছে বিশেষজ্ঞদের ইনস্টিটিউট।

উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যের নিরিখে অর্ধেকের বেশি ছাত্রছাত্রীই শ্রমিক ও কৃষকের সন্তান। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটে পড়াশোনার জন্য বিদেশ থেকে বহু ছাত্রছাত্রী এদেশে আসে। এদের অনেকেই আফ্রিকার মহান নেতা পেট্রিস লুমুম্বার স্মারণিক গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষিনীতি ও আইন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নও তার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স ও অন্যান্য বহু দেশে পাঠায়।

উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে ছাত্রছাত্রীদের জড়িত করার উদ্যোগ হিসাবে ছাত্রপরিষদ, যুব কমিউনিস্ট লীগ, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণসংগঠন উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি-কমিটিতে তাদের প্রতিনিধিদের পাঠায়। ছাত্রবৃত্তি ও স্নাতকদের কর্মনিয়োগ কমিশনগুলিতেও তারা প্রতিনিধিত্ব করে। ছাত্রপ্রতিনিধিরা আকাদেমিক কাউন্সিল, ডিনের কার্যালয় ও নানা বিভাগের

পূর্ণসদস্য। তারা শিক্ষাদানের উন্নতি বিধানে ও ছাত্রসমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। তাদের সদস্যপদ উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিষয়ক সারা-ইউনিয়ন কাউন্সিল — যা জাতীয় পরিসরে ছাত্রকল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট — সেই পর্যন্ত বিস্তৃত। সোভিয়েত বিধানের আওতায় পড়াশোনা, ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবন ও বিশ্রাম সংশ্লিষ্ট সকল আলোচনায় তারা ছাত্রসংগঠনের মাধ্যমে শরিক হওয়ার অধিকারী।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজকাল বিপুল পরিমাণ তথ্য আত্তীকরণ অপরিহার্য বিধায় তাদের বিজ্ঞানসমিতি ও পাঠচক্রগুলি এক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা যোগায়।

স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফলিত গণিত, অর্থনৈতিক তথ্যাদির যন্ত্রীকৃত প্রসেসিংয়ের গবেষণা সাধারণ পাঠ্যক্রমের বাধ্যতামূলক অনুষঙ্গ। নভোবস্তুবিদ্যা, কোয়াণ্টাম ইলেক্ট্রনিকস, প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

সুদক্ষ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ব্যাপক তত্ত্বীয় জ্ঞান এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্তব্য। এইসব প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের শুধু ভবিষ্যতের নাগরিকই নয়, ভবিষ্যতের কৃৎকৌশলী হিসাবেও প্রস্তুত করে।

জনশক্তির সার্বক্ষণিক অভাবের দরুন সোভিয়েত সরকার উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্নাতকদের উপর বিশেষ ভরসা রাখে। এমনকি ডিপ্লোমা পাওয়ার আগেই স্নাতকদের কাছে বহু ধরনের চাকুরিতে নিয়োগের প্রস্তাব আসে। আপন আকর্ষণ ও পারিবারিক অবস্থা অনুযায়ী তারা পেশা বাছাই করে।

কর্মস্থলে পৌঁছনোর খরচা সরকার আগাম মিটিয়ে দেয়। আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচার জন্য তারা বেতনের অর্ধেক আগাম পায়। ডিপ্লোমা পাওয়ার পর এক মাস ছুটি মেলে। নিয়োগকারী কর্মীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। প্রথম তিন বছর চাকুরি হারানোর কোনই আশঙ্কা থাকে না। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির অবিরাম চেষ্টা চলে। শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে কর্মরত অবস্থায় লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া ও দক্ষতা বাড়ানোর সুবিধা নিশ্চিত রয়েছে। সুদক্ষ বিশেষজ্ঞরা বিশেষজ্ঞদের ইনস্টিটিউট ও সেগুলির শাখাপ্রতিষ্ঠানে প্রাগ্রসর পাঠ

নিয়ে থাকেন। ইঞ্জিনিয়র, চিকিৎসক, কৃষিবিদ ও শিক্ষকরা অন্তত পাঁচ বছরে একবার করে এইসব শিক্ষাকোর্সের সুযোগ নেন। আপন কর্মিযূথে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ বিশেষজ্ঞদল গড়ে তোলার প্রেক্ষিতে প্রশাসন এই ব্যবস্থায় স্বভাবতই উৎসাহ যোগায়। এইসব লেখাপড়াও নির্ব্যয়।*

কলকারখানা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তরুণ বিশেষজ্ঞ পরিষদ উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্নাতকদের চাকুরিতে যথাযথ নিয়োগ ও উন্নতির ব্যাপারটি দেখাশোনা করে।

যেসব তরুণ-তরুণী ইতিমধ্যে কাজে যোগ দিয়েছে তাদের জন্য আছে পত্রমাধ্যম শিক্ষাক্রম। তাদের কার্যালয় এই শিক্ষাকে উচ্চতম ধরনের প্রশিক্ষণ হিসাবে দেখে। প্রতিটি বৃহৎ সংস্থায় পত্রমাধ্যম শিক্ষায় সহায়তা যোগানোর বিশেষ পরিষদও থাকে। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে মোট ৫১ লক্ষ ৪৭ হাজার উচ্চশিক্ষার্থীর মধ্যে সান্ধ্য বিদ্যালয় ও পত্রমাধ্যম শিক্ষাকোর্সের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ও ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার। সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেকগুলি বড় বড় পত্রমাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এগুলির শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম ও মান নিয়মিত উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সমতুল্য।

সোভিয়েত অভিজ্ঞতা থেকে উচ্চশিক্ষার ফলপ্রসূ ধরন হিসাবে পত্রমাধ্যম ও সান্ধ্যস্কুল শিক্ষাকর্মসূচির যাথার্থ্য সপ্রমাণিত হয়েছে। একসঙ্গে কাজ ও লেখাপড়া চালান কঠিন বিধায় উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ এইসব ছাত্র-তথা-কর্মীদের সহায়তা দেয়ার জন্য যথাসাধ্য করেন।

এক্ষেত্রে আরেকটি প্রণালী হল ভাবী শিল্পকারখানার নির্মাণস্থলেই সান্ধ্য ও পত্রমাধ্যম শিক্ষাক্রম পরিচালনা। এই ধরনের কোর্স নির্মীয়মাণ কারখানার জন্য ইঞ্জিনিয়রদের প্রশিক্ষণ দেয়। নির্মাণশেষে সমাহারটি আপন কর্মিদলে বহু সুশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়র পায়।

---

* বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চশিক্ষার গোটা ব্যবস্থাটি অর্থনৈতিক রূপান্তরের নিরিখে পুনর্গঠিত হচ্ছে। — সম্পাঃ

কর্মরত মানুষের জন্য অব্যাহত শিক্ষার একটি ফলপ্রসূ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য: শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানোন্নয়ন, কর্মীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা ও তাদের পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি। লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত নাগরিক কমিউনিস্ট শ্রমবিদ্যালয়ে রাজনৈতিক জ্ঞান ও অর্থনৈতিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

জনসাধারণের শিক্ষাগত মানোন্নয়নের সহায়ক হিসারে অত্যন্ত জনপ্রিয় গণবিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভূমিকা এখন ক্রমেই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে এই ধরনের শিক্ষার অবদান সমধিক। গণবিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ আছে এবং যেকেউ সেগুলিতে ভর্তি হতে পারে: শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা না থাকলেও চলে, মাধ্যমিক শিক্ষাও অপরিহার্য নয়, আর বয়স বিশের কম বা পঞ্চাশের বেশি হলেও আপত্তি নেই। বিভিন্ন মন্ত্রকও তাদের কার্যালয়গুলি থেকে কাজ চালানোর জন্য গণবিশ্ববিদ্যালয়কে সহায়তা যোগায়।

গত কয়েক বছরে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা তথা ছাত্রসংখ্যাও বহুগুণিত হয়েছ। এখন হাজার হাজার গণবিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন শাখা, কাজ করছে শিল্পসমাহারে, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা সংস্থায়। রেডিও ও টিভির মত গণবিশ্ববিদ্যালয় কোটি কোটি শ্রোতা ও দর্শকের কাছে পেঁছিয় এবং এভাবে ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিধি ও পেশাগত জ্ঞানের পরিমাণ বাড়ায়।

আজ একজন চিকিৎসকের পক্ষে ফলিত গণিতের জ্ঞান ও ইলেকট্রনিক কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা যখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তখন তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে গণবিশ্ববিদ্যালয়। অনেক পেশাজীবীই তাদের স্কুলজীবনে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার দেখে নি, কিন্তু এখন না-দেখলে চলে না। এখানেই ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্যের হাত বাড়ায়। গণবিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন কি সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য, বিদেশী ভাষার অনুষদও খোলা হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তরুণ শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষক তৈরি করে। সারা-ইউনিয়ন 'জ্নানিয়ে' সমিতি এবং বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তিবিদ্যা সমিতির পরিষদ গণবিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাহায্যে প্রভাষক ও শিক্ষাবিদদের প্রশিক্ষণ দেয়। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহযোগী কর্মীরা নিঃস্বার্থভাবে আপন অবসরটুকু বিলান, কোন পারিশ্রমিক নেন না। এই কর্মিদলে থাকেন উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রভাষকবর্গ, গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানীরা, শিল্পোদ্যোগের পরিচালক ও মুখ্য বিশেষজ্ঞরা, এবং প্রথম সারির কর্মিবৃন্দও। বলা বাহুল্য, তাতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সমৃদ্ধতর হয়।

গণবিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজকর্ম সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার কাজে সহায়তা দেয়। সেগুলি এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ার মূল-কেন্দ্র, যার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ থাকে সারা জীবন।

গণশিক্ষার জন্য, অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য তহবিল বরাদ্দ বেড়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় বাজেটে এই বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি রুবলের বেশি। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর পেশাগত ও সাধারণ সাংস্কৃতিক মানের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষার তেজী-ভাব অব্যাহত রয়েছে।

আগামী শতকের পথরেখা

সোভিয়েত ইউনিয়নে ৪ কোটি ৪৫ লক্ষের মতো ছাত্রছাত্রী ও ২৫ লক্ষাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকার প্রেক্ষিতে স্কুল-সংস্কারের বিতর্কে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের যোগদানের কারণটি বোধগম্য হয়ে ওঠে। প্রতিটি সোভিয়েত শিশু সর্বস্তরে নির্ব্যয় শিক্ষালাভের অধিকারী এবং তাতে সকলেরই অবাধ ও অভিন্ন অধিকার। শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানের সেরা প্রমাণ হল সোভিয়েত স্কুল-ব্যবস্থা। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা শিক্ষাভিতেই দণ্ডায়মান। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য মূল্যায়নের জন্য এদেশে অবিরাম বিদেশী অতিথিরা আসছেন।

শিক্ষাবিদ্যা আকাদমিতে আমাকে বলা হয় যে এই সংস্কার মোটেই সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন নয়। এই সংস্কারের

একমাত্র লক্ষ্য একে সাবলীল করা, স্কুল-উন্নয়নের মূল পথরেখাগুলি পরিকল্পনা করা। আজকের স্কুল ও প্রাক-স্কুল শিশুরা ২১ শতকের শুরুতে যৌবনে পদার্পণ করবে, সোভিয়েত বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রতিটি শাখাকে তৎকালীন অত্যাধুনিক চাহিদার সঙ্গে সম্পূর্ণ প্রতিসঙ্গী করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে। তাই, তাদের জন্য আজ সেরা বাস্তবধর্মী শিক্ষা, তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সমন্বয় প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক সমাজবিদ্যা সমিতির ভবিষ্যতত্ত্ব কমিটির সহ-সভাপতি, প্রফেসর ইগর বেস্তুজেভ-লাদা আমার সঙ্গে একমত হয়ে জানালেন যে তথ্য এখন ভূমিধসের মতো মানুষের উপর নেমে আসছে, যা শ্বাসরুদ্ধকর গতিতে সেকেলে হয়ে পড়ে, আর এজন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়োজন একটি আধুনিক স্কুল-শিক্ষা ব্যবস্থা।

তিনি বললেন যে ১৯১৭ সালে দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ ছিল নিরক্ষর। অক্টোবর বিপ্লবের পর নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষ্যে সারা দেশে ব্যাপক সংখ্যক নিম্নবিদ্যালয় (প্রাথমিক স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সার্বজনীন হওয়া সত্ত্বেও বিশের দশকে এইসব স্কুল থেকে প্রতি দশজনের মধ্যে একজন ছাত্রই শুধু পাশ করত, বাকিরা জীবিকার্জনের চেষ্টায় আগেভাগেই স্কুল ছাড়ত।

'বুদ্ধিজীবী কর্মীর অভাব ছিল সর্বনাশা, একটি নতুন সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে তোলা জরুরি হয়ে উঠেছিল' — বললেন ইগর বেস্তুজেভ-লাদা। ফলত, সাধারণ শিক্ষার স্কুলগুলিকে (প্রথমে নবম ও শেষে দশম শ্রেণী) উচ্চতর শিক্ষার এক ধরনের প্রস্তুতিমূলক পর্যায় হিসাবে গড়ে তোলা হয়। অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়ন সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির অপূর্ব এক দৃষ্টান্ত গড়ে তোলে এবং স্কুল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি ৬০ শতাংশের বেশি ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেছিল, এবং সত্তরের মধ্যদশকে সংখ্যাটি ৭৫ শতাংশে পৌঁছেছিল। ১৯৭৭ সালের সংবিধানে সকল সোভিয়েত শিশুর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষিত হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জনশিক্ষা ব্যবস্থায় আছে প্রাক-স্কুল, স্কুল-বহিস্থ প্রতিষ্ঠান, সাধারণ শিক্ষার স্কুল, পেশামূলক প্রশিক্ষণ স্কুল,

মাধ্যমিক বিশেষীকৃত স্কুল ও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ। সোভিয়েত সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'সোভিয়েত ইউনিয়নে জনশিক্ষার একটি অভিন্ন প্রণালী বিদ্যমান, যা ক্রমাগত উন্নত করা হচ্ছে, যা নাগরিকদের সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়, কমিউনিস্ট শিক্ষা, যুবজনের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের প্রয়োজন মেটায়, তাদের পেশা ও সামাজিক কার্যকলাপের প্রশিক্ষণ দেয়।'

বর্তমান সংস্কারের লক্ষ্য হল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রস্তুতিমূলক বিভাগ' থেকে 'জীবনের বিদ্যালয়ে' স্কুলগুলির রূপান্তর। আরেকটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য: বাধ্যতামূলক বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ, যা ১৭ বছর বয়সী স্কুল-স্নাতকদের সামাজিক পরিপক্কতা অর্জনে ও অবিরাম স্বশিক্ষণে সহায়তা যোগাবে। একসঙ্গে সারা জীবনের খাবার গিলে ফেলার মতো একসঙ্গে গোটা জীবনের জন্য বিদ্যার্জনও অসম্ভব।

শিক্ষাবিজ্ঞান আকাদমির সদস্য পিয়েতর আতুতভ শিক্ষাসংস্কার লক্ষ্যগুলির সম্পর্কে বেস্তুজেভ-লাদা'র মতটি অনুমোদন করেন। স্কুলে পলিটেকনিকাল শিক্ষার চাহিদা সম্প্রতি দেখা দিয়েছে — বেস্তুজেভ-লাদা'র এই মতটি তিনি ভ্রান্ত মনে করেন। তিনি বললেন, 'সমন্বিত বৃত্তিমূলক পলিটেকনিকাল বিদ্যালয়ের লেনিনীয় প্রত্যয়টি সোভিয়েত ইউনিয়নে কখনই বিস্মৃত হয় নি। বস্তুত এটাই ছিল সকল সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। এই দেশে অন্যতর কিছু হতে পারে না, যা তার খোদ বিকাশ থেকেই এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছে যে বৈষয়িক সম্পদ থেকে মানুষী ব্যক্তিত্ব অবধি সবই শ্রমের সৃষ্টি।' তাঁর ভাষায়, শ্রমশিক্ষা কেবল স্কুলেরই সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়, পার্টি-কংগ্রেসও প্রশ্নটি আলোচনা করেছিল। কিন্তু বর্তমান সমস্যা হল শিশুদের তা সম্পাদনে সমর্থ করে তোলা, অর্থাৎ স্কুলে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে নির্দিষ্ট কোন পেশা শিক্ষা দেওয়া।

পাভেল নাউমভ বাধা দিয়ে বললেন যে সমাজবিদদের হিসাবে জনসাধারণ পড়াশোনার সঙ্গে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সার্বজনীন শিক্ষাপ্রশিক্ষণের সমন্বয় সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহী।

যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সচিব লুদমিলা

শ্ভেৎসভা বলেন: 'জানাই ছিল জনসাধারণ এই সংস্কার অনুমোদন করবে। ধারণাটি আকাশ থেকে আসে নি, সত্যিকার প্রয়োগ থেকেই উৎপন্ন ও যথেষ্ট পাকাপোক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নে যুবজনের অন্যতম গণসংগঠন এই যুব কমিউনিস্ট লীগ গত এগার বছর থেকে গ্রীষ্মশিবির সংগঠন করছে যাতে কিশোর-কিশোরীরা বিশ্রাম ও বিনোদন ছাড়াও দিনে ২-৩ ঘটা কাজ করতে পারে। প্রতি বছর স্কুলের উচ্চশ্রেণীর প্রায় ১০ লক্ষ ছেলেমেয়ে বনিয়াদি কারখানায় কাজ করে, পণ্য উৎপাদনে যোগ দেয় ও কাজ করতে ভালোবাসে। সত্যিকার কর্মশালায় কাজের মধ্যে নিজেদের তারা বড়দের সমান বলে ভাবতে পারে, সমাজের জন্য কর্মিষ্ঠ মানুষ হয়ে ওঠে।'

খসড়া সংস্কার আলোচনা ও নিজেদের প্রস্তাবগুলি সূত্রবদ্ধ করার মাধ্যমে যুবজন যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রভাবিত করেছিল এবং সেগুলি নীতি-নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

প. আতুতভ জানালেন যে প্রস্তাবগুলি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। সংস্কারের মূলনীতিগুলি ২০০০ সাল নাগাদ পুরোপুরি কার্যকর করা যাবে। তাঁর পূর্বাভাস অনুসারে সাধারণ শিক্ষার স্কুলগুলি ততদিনে বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিশে যাবে এবং এমন কি এখনই তারা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। তবে তিনি জানালেন যে প্রক্রিয়াটি খুবই দীর্ঘ। অনুশীলনের পাঠ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ও সেগুলির আরেয় স্থির না থাকায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। সংস্কার কার্যকর হলে ছাত্রছাত্রীরা কাঁচামাল নষ্ট করার বদলে সত্যিকার পণ্যই তৈরি করবে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কমিটির সদস্য, ইউরি ইয়াকুবার আশঙ্কা — শ্রমের পাঠ শেষাবধি হয়ত পটভূমির আড়ালেই হটে যাবে। তাঁর মতে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা সহ বৃত্তিমূলক স্কুলই সমস্যা সমাধানের সেরা পথ।

ইয়াকুবা বলেন: 'বৃত্তিমূলক স্কুলগুলি নানা পেশার দক্ষ কর্মী তৈরি করে। স্কুলশেষে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ-বিষয়ে চাকুরি পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। সোভিয়েত

ইউনিয়নে চাকরিই লোক খুঁজে বেড়ায়। কাজ বা পেশা নির্বাচনে কোন ভুল একাধারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুর্ভাগ্য। বৃত্তিমুখিনতার প্রণালী উন্নয়নের জন্য আমরা সদাসচেষ্ট আর এক্ষেত্রে বিজ্ঞানই আমাদের সহায়।'

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়োজন সুদক্ষ কর্মী আর বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়গুলি সমস্যাটি সমাধানে সহায়তা দিচ্ছে। বর্তমানে এদেশে বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭০০। এগুলি কলকারখানা ও অন্যান্য উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত, যাদের জন্য ওগুলি কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়। উদ্যোগ বিদ্যালয়গুলির জন্য উৎপাদন পরিচালক (ফোরমান) নিয়োগ করে ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী কেনে। শ্রেণীকক্ষ ছাড়া প্রতিটি বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে থাকে ক্যাণ্টিন, ব্যায়ামাগার, মিলনায়তন এবং কর্মশালা, কৃৎকৌশল পরীক্ষা ও গবেষণার জন্য অনেকগুলি কামরা সহ একটি উৎপাদন ভবন।

সাধারণ মাধ্যমিক স্কুলে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আবেদন জানাতে পারে। তারা এখানে শুধু একটি পেশা ও কর্মদক্ষতাই আয়ত্ত করে না, দশ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রমের বাকিটুকুও পুরো করে। পেশা অনুযায়ী প্রশিক্ষণকাল তিন বা সাড়ে তিন বছর। সাধারণ স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাশেষে যেমন একটি রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা দেয়, তেমনি এদের জন্যও পেশাগত যোগ্যতার একটি পরীক্ষা পাশ বাধ্যতামূলক।

সাধারণ শিক্ষাক্রমের যেসব ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার ফল ভাল করে তারা যায় বিশেষীকৃত মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। বৃত্তিমূলক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হতে পারে।

বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় কোন উদ্যোগের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। চুক্তিপূরণকারী বিদ্যালয়ের কর্মশালা মুনাফার এক-তৃতীয়াংশ পায়। অর্থের ৪৫ শতাংশ যায় রাষ্ট্রীয় তহবিলে, অবশিষ্ট ২২ শতাংশ বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, খেলাধুলার ব্যবস্থাদি নির্মাণ, সফর এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে থিয়েটার ও কনসার্টের টিকিট কেনার জন্য খরচ করে।

সংস্কারের নীতি-নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে কিশোর-কিশোরীরা

নিজেদের রুচি, সামর্থ্য, সামাজিক চাহিদা, বিশেষত নিজেদের আবাসিক এলাকার চাহিদা অনুসারে আপন পেশা নির্বাচন করবে। প. নাউমভ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন: 'ব্যক্তিগত পছন্দের চেয়ে সামাজিক চাহিদা বড় হয়ে উঠলে কী হবে? যেমন একটি ছেলে বা মেয়ের স্বপ্ন বংশানুবিদ্যা বা ইন্‌কাদের শিল্পকর্ম নিয়ে গবেষণা, অথচ তার আবাসিক এলাকার জন্য জরুরি প্রয়োজন ধাতুকর্মী বা কম্পিউটার অপরেটারের — তখন? এটা কি বিশেষ প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী বিনষ্টির একটা পথ নয়?'

বেস্তুজেভ-লাদা বললেন, 'কেউ কি এমন একটিও নজির দেখাতে পারেন যেখানে বংশানুবিদ্যায় গবেষণাব্রতী একটি ছাত্রকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি কর্মশালায় পাঠান হয়েছে? প্রতিভাবানরা পেশা-নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীন। লেনিনের কথাটি স্মরণীয়: প্রতিভা শুধু ব্যক্তিগত ধন নয়, সামাজিক সম্পদও।'

প. নাউমভ বললেন: 'তরুণ প্রতিভাবানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। তারা অখ্যাতির অন্ধকারে লীন হবে না। মা-বাবার ইচ্ছাই তো সাধারণত ছেলেমেয়ের পেশানির্বাচনের নির্ধারক। তাদের নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খুবই সীমিত বৈকি। স্কুলশেষে ছেলেমেয়েদের প্রায় ৪০ শতাংশ মা-বাবার পছন্দসই পেশা বেছে নেয়। মা-বাবারা প্রায়ই সংস্কারগ্রস্ত হয়ে থাকেন।'

এখন ছাত্রছাত্রীদের জন্য পক্ষপাতশূন্যভাবে যথাযোগ্য পেশা নির্বাচন সহজতর হবে, তাতে তারা নিজেরা পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ পাবে, আশাভঙ্গের আশঙ্কা কমবে। আমাদের শিশুরা কেবল ভাবী শ্রমিক, বিজ্ঞানী বা কৃষক নয়, আগামীকালের জনগণও। কিন্তু ওই ব্যক্তিগত চারিত্র্যটি কীভাবে গড়ে ওঠে? এক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণীর বক্তব্য কী? ল. শেভ্‌ৎসভা বললেন: 'গোটা সংস্কারের মূলেই যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমস্যাটি নিহিত তা মোটেই কোন অতিশয়োক্তি নয়। প্রাণশক্তিধর, সৃজনশীল একটি সমাজ যে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের সমাহার, কারও দৃঢ় ইচ্ছার অনুবর্তী বাধ্য, উদাসীন কোন দাস নয় — তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সেজন্য গুণগতভাবে উন্নততর শিক্ষাই নতুন বিধির লক্ষ্য।'

চরিত্র উন্নয়নের জন্য সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার অর্থ যান্ত্রিকভাবে মুখস্থবিদ্যা চর্চা নয়, সৃজনশীলভাবে জ্ঞানার্জন।

প্রতিটি মানুষের প্রতিভা, সম্ভাবনা ও ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার ইচ্ছুক বিধায় সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আজ নতুন পথনির্দেশনা প্রয়োজন। নতুন পাঠ্যক্রম, শিক্ষণপ্রণালী এবং স্কুল পরিচালনায় ও উৎপাদনে ছাত্রছাত্রীদের শরিকানা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। ল. শেভ্‌ৎসভা বললেন, 'স্কুলগুলি অবশ্য বহুকাল থেকেই অনেক কিছু করেছিল, তবে বর্তমান সংস্কার এই ধরনের কর্মকাণ্ডে আরও উদ্দীপনা যোগাবে।'

প. আতুতভের মন্তব্য: 'কেউ কেউ মনে করেন যে স্কুলপড়ুয়াদের আগেভাগে ও পর্যাপ্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাটি আসলে সোভিয়েত অর্থনীতির দাবির ফল, কেননা অর্থনীতির কোন কোন শাখায় কর্মীর ঘাটতি রয়েছে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই সংকীর্ণতাদুষ্ট। বৃত্তিমুখিনতা বস্তুত ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে সন্নিপাতী বৈকি। অর্থনীতি সেইসব কর্মী পায় যারা নিজেদের অন্তর্নিহিত প্রেরণা থেকে পেশা বাছাই করে। যারা এখনো নিজ সামর্থ্য অনুসারে পাঠ্যক্রম সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেয় নি তাদের স্বকীয় সম্ভাবনা সম্পর্কে আগেভাগে কিছুই বলা যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি প্রবচন আছে: যে-কারিগর আপন কাজটি জানে ও ভালবাসে সে কবি, পণ্ডিতমন্য বিজ্ঞানী বা মাঝারি সেনাপতির চেয়ে অনেক বেশি সুখী।'

বেস্তুজেভ-লাদা বললেন যে পথনির্দেশনায় শিক্ষা মানবিকীকরণের অবকাশ রয়েছে। ব্যাপারটা স্ববিরোধী মনে হতে পারে যখন দেখা যায় যে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রাধান্যের এই যুগে গণিত, পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞানের দারুণ চাহিদা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন তার স্কুলের পাঠ্যক্রমে সাহিত্য, সঙ্গীত ও নীতিশাস্ত্রের মতো মানবিকবিদ্যার পরিমাণ বাড়িয়ে চলছে। আমাদের সমাজ সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে কতটা আগ্রহী, এতেই বস্তুত তা বোধগম্য। সমাজ এমন মানুষ চায় যাদের কাছে পরম আনন্দ অধিগম্য, যারা সৃজনশীল গুণাবলী, করুণা ও ন্যায়বোধে ভরপুর। এমন মানুষের চাহিদাই সোভিয়েত দেশে অত্যধিক।

প. নাউমভ আলোচনার জন্য আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে পথনির্দেশনা চায় স্কুল তার ছাত্রছাত্রীদের অবসরের আরও বেশি অংশ কাজে লাগাবে। ১০ বছরের স্কুলশিক্ষা এখন ১১ বছর হয়েছে, ৬ বছর বয়সীরা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। 'এর অর্থ কি এই যে পরিবার ছেলেমেয়ের লালন-পালনে আরও কম সময় খরচা করবে?' — জিজ্ঞেস করলেন প. নাউমভ।

জনৈকা শিক্ষিকা, সোফিয়া লিসেঙ্কোভা বললেন, '৪০ বছরের অভিজ্ঞতার নিরিখে, বলতে পারি যে প্রশ্নটি অন্যভাবে উপস্থাপিত হতে পারে: স্কুল ও পরিবারের মধ্যে শিক্ষামূলক কার্যকলাপকে কীভাবে একত্র মেশান সম্ভব? খুবই দুশ্চিন্তার বিষয় যে অনেক মা-বাবাই শিশুদের যথেষ্ট সময় দেন না। তাতে শেষাবধি নিজেদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাদের যোগাযোগে বাধা দেখা দেবে। পথনির্দেশনায় মা-বাবার সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেয়ার প্রেক্ষিতে নতুন আইন তাদের সহায়তা যোগাবে।'

শিক্ষকের কাজ সুকঠিন। স্কুল-সংস্কার সম্পর্কিত আলোচনাকালে অনেকেই শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিলেন। সর্বোচ্চ সোভিয়েত শিক্ষকদের বেতন ৩০-৩৮ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। তাঁদের আবাসন ব্যবস্থাও উন্নততর করা হবে, সেরা ও প্রতিভাবানরা নৈতিক ও বৈষয়িক প্রণোদন পাবে।

কিন্তু শিক্ষক হিসাবে আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। আমরা স্বশিক্ষাব্রতী হব, কাজের মান বাড়াব। ছাত্রদের দীর্ঘকালের আবিষ্কারের কাহিনীগুলির শোনানই যথেষ্ট নয়, তাদের মধ্যে অবিরাম অগ্রগতির সামর্থ্য, চাহিদা সঞ্চারও প্রয়োজন। প্রগতির লক্ষ্য সম্পর্কিত জ্ঞান তাদের দিতে হবে। 'জীবনের জন্য প্রস্তুত করা স্কুলের উদ্দেশ্য নয়, এটা খোদ জীবন, জীবনের শুরু — সমাজের ভবিষ্যতের আরম্ভকাল', বললেন লিসেঙ্কোভা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষা নির্ব্যয় ছিল, এখনো আছে। কিন্তু সমাজের জন্য তা ক্রমেই অত্যধিক ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। সাধারণ স্কুল-শিক্ষার ব্যয় বাড়ছে। শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে, কাজের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে এবং শ্রেণীকক্ষ ও ব্যায়ামাগারের সুযোগ-সুবিধা উন্নততর হচ্ছে। স্কুলপড়ুয়ারা নিখরচায় পাঠ্যবই পায়।

মস্কো সফরের সময় জানতে পারি যে মস্কোয় তিনটি শিল্পকলা বিদ্যালয় খুলেছে। সেগুলি বনিয়াদি শিক্ষা ছাড়াও সঙ্গীত, চারুকলা, নৃত্যশিল্প ও নন্দনতত্ত্ব শিক্ষা দেয়। তারা ছ'বছরের ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রস্তুতিমূলক ক্লাস শুরু করে, যাদের অনেকেই তখনো লিখতে বা পড়তে জানে না। তাদের সেখানে লেখা, পড়া ও অঙ্ক শেখান হয় না। তারা গান শোনে, সমবেত সঙ্গীতে কণ্ঠ মেলায়, সুরের ছন্দে ব্যায়াম করে, ছবি আঁকে, প্লাস্টিসিন দিয়ে মডেল বানায়। সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের এই পূর্ববর্তী পর্যায় এক থেকে দু' বছর স্থায়ী হয়। শিশুদের মনে শিল্পের প্রতি ভালবাসা জাগান, তাদের প্রবণতা ও প্রতিভা যাচাই, এবং এতটা অল্প বয়সে তাদের জন্য পেশা নির্বাচন এই ব্যবস্থার লক্ষ্য।

শুরুতে, শিক্ষকরা শিশুদের কোন অনুশীলনী দেন না। শিশুদের ভাল লাগে এমন গান দিয়েই পাঠ শুরু হয়। শিক্ষকরা সঙ্গীতের সঙ্গে তাদের দেহভঙ্গি মেলাতে শেখান এবং তরুণ শিল্পীদের কল্পনা রূপায়ণের জন্য তাদের সম্ভাব্য পূর্ণতম স্বাধীনতা দেন। একবার প্রবণতা ও প্রতিভা নির্ধারিত হলে তাদের বিশেষ দলে ভর্তি করা হয়। বিশেষজ্ঞ হওয়ার মধ্যে আছে: কোন বাদ্যযন্ত্র বাদন, সঙ্গীত পরিচালনা, ড্রয়িং ও ছবি-আঁকা, ছাঁচ-নির্মাণ, ভাস্কর্য, নৃত্য।

স্কুলশেষে ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীতের স্বরগ্রাম পড়তে, সঙ্গীত উপস্থাপন ও সঙ্গত করতে পারে। তারা তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলির উৎপত্তি ও ইতিহাস, বিশ্বের ধ্রুপদী সঙ্গীত, চিত্রকলা ও নৃত্যশিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট জানে। যথাসময়ে এইসব ছাত্রছাত্রীরা পেশাদার শিল্পী হয়ে ওঠে। অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পকলা ও সংস্কৃতির উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির দুয়ার তাদের জন্য খোলা থাকে।

কখনো এমন ঘটে যে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই কেউ কেউ কাজ শুরু করে। কিন্তু কর্মশালায় জানান হয় যে আধুনিক উৎপাদনের উচ্চতর চাহিদার নিরিখে তাদের জ্ঞান অপর্যাপ্ত বিধায় তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।

তাই তরুণ শ্রমিকদের জন্য আছে প্রায় ১০,০০০ মাধ্যমিক সান্ধ্য স্কুল এবং সেগুলিতে পড়াশোনা করে ১৬-৩০ বছর বয়সী ৪০

লক্ষের মতো ছাত্রছাত্রী। বয়স্কতর লোকও এই ধরনের বিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারে।

এগুলিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। পত্রমাধ্যমে পড়াশোনা ছাড়াও আছে সকালে, দিনে, সন্ধ্যায়, এমনকি বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা। শিক্ষকরা এদের সবিশেষ সাহায্য করেন এবং তাদের বিশেষ ধরনের বইপুস্তক দিন। পাঠরত কর্মীদের সান্ধ্য বা নৈশ শিফটে কাজ বরাদ্দ আইনত কারখানা প্রশাসনের পক্ষে নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পুরো বেতন সহ তারা ছুটি পাওয়ার অধিকারী।

শ্রেণীকক্ষগুলির উপাদানই শিক্ষণপ্রণালীর নির্ধারক। ছাত্রছাত্রীর কাজের পরিমাণ, পাঠনের অভ্যাস, তাদের সামাজিক ও পারিবারিক স্তর, পূর্ণবয়স্ক পড়ুয়াদের স্বকীয় অন্যান্য ব্যাপার শিক্ষকরা মনে রাখেন। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা যথানিয়মে পাঠ ভুলে যাওয়ার জন্য খারাপ নম্বর দেন। কর্মজীবী বিদ্যালয়ে এই রেওয়াজ নেই। এর অনেকগুলি কারণ আছে। এই ধরনের শাস্তির ফলে কর্মী হিসাবে নামী কোন ছাত্রের আত্মাভিমান আহত হতে পারে। এতে সহকর্মীদের মধ্যে তার সম্ভাব্য সম্মানহানি সম্পর্কে শিক্ষকরা সর্বদাই সচেতন থাকেন। ছাত্র কেন তার পাঠ শেখে নি শিক্ষককে এক্ষেত্রে তার কারণ খুঁজতে হবে। সে জন্য শিক্ষকরা মাঝেমধ্যে ছাত্রদের বাড়ি ও কর্মস্থলে যান। অবস্থা বিবেচনায় তিনি ছাত্রের পাঠ বা কাজের নির্ঘণ্ট বদলান। পড়াশোনো ও পারিবারিক জীবনের জন্য সময় সাশ্রয় হল এই ধরনের পাঠ্যক্রমের একটি আশীর্বাদ। এতে স্কুলে উপস্থিতির সংখ্যাও বাড়ে, বিদ্যালয়ত্যাগীর হার কমে।

দেশে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় নিরিখেই শ্রমের ঘাটতি রয়েছে।

বিপ্লবের পর মেহনতিদের সামনে জ্ঞানার্জনের ব্যাপকতম সুযোগ-সুবিধার দুয়ার খুলে যায় এবং আত্মিক সংস্কৃতির যাবতীয় সম্পদ তাদের করায়ত্ত হয়। স্কুল-সংস্কারের মূলনীতিতে বলা হয়েছিল: 'ইতিহাসে এই প্রথম একটি সত্যিকার জনসাধারণের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা জাতি বা জাতীয়তা, লিঙ্গ, ধর্ম, সম্পত্তি বা সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে শিক্ষালাভের জন্য সকল নাগরিকের যথার্থ সমতা নিশ্চিত করেছে।'

বেলোরাশিয়ার শিক্ষা-বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ম. আ.লাজারুক বলেন, 'একেবারে গোড়া থেকে আমাদের শিক্ষাপ্রণালী ছিল নিবিড় ও অটল গণতন্ত্রভিত্তিক। জনশিক্ষা সংক্রান্ত কমিশারিয়েতের প্রথম দলিলগুলিতে বলা হয় যে এই প্রণালী কিন্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একটি বিদ্যায়তনকে, একটি অবিচ্ছিন্ন সিঁড়িকে প্রকটিত করে। অর্থাৎ প্রতিটি শিশুই এই সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছনোর অধিকারী।'

এই প্রণালী, বিশেষত এটির কেন্দ্রীয় গ্রন্থি হিসাবে সাধারণ শিক্ষার স্কুলকে মজবুত লেনিনীয় ভিত্তিতে একক, শ্রম-পলিটেকনিকাল বিদ্যালয় হিসাবে বিকশিত ও পূর্ণাঙ্গতর করা হয়েছে।

স্কুল-সংস্কার কেবল শিক্ষার ইতিহাসেই নয়, গোটা সমাজের ইতিহাসেও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটা দেখাচ্ছে যে, স্কুল-শিক্ষা একটি নতুন অগ্রপদক্ষেপ গ্রহণের মতো পরিপক্ক হয়ে উঠেছে এবং আমাদের সাফল্যাদির সঙ্গে স্কুল-শিক্ষাকে সন্নিপাতী করার একটি সুযোগ দিচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন প্রবর্তনের ফলে সোভিয়েত স্কুল-ব্যবস্থা কোনক্রমেই খর্বিত হচ্ছে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৬তম কংগ্রেস শিল্প, কৃষি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিগত ফলাফলের ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছিল এবং ভবিষ্যৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের পথ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এতে স্কুল-শিক্ষা নিখুঁতকরণ ও আত্মিক সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল। পার্টি তখন স্কুল-শিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করেছিল এবং তাদের শিক্ষাপ্রক্রিয়ার আরও উন্নতিসাধনের দায়িত্ব দিয়েছিল। সোভিয়েত নাগরিকদের সুসমন্বিত বিকাশের লক্ষ্যে নিজেদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য পার্টি শিক্ষকদের অনুরোধ জানিয়েছিল।*

সোভিয়েত স্কুল-শিক্ষার মূল সাফল্য হল বাধ্যতামূলক সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা। স্কুলের শিক্ষক, উদ্যোগ, যৌথখামার, রাষ্ট্রীয় খামার, ও সোভিয়েতের সর্বসাধারণের সহযোগিতায় এদেশের

* সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেস মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষার উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল। — সম্পাঃ

সকল নাগরিকের শিক্ষালাভ ও লালন-পালন বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে। ম. লাজারুকের ভাষায়: 'আমাদের যুবজনকে জীবন, শ্রম, আন্তর্জাতিকতা ও দেশাত্মবোধ শিক্ষাদানে এবং মানবজাতির শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সংগ্রামী হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ্য সাফল্য লাভ করেছি।'

সোভিয়েত জনগণের সুস্পষ্ট সাফল্য সত্ত্বেও পার্টি স্কুল-শিক্ষার আরও উন্নতি দাবি করে, কেননা শিক্ষা ও লালন-পালনের ক্ষেত্রে নতুন, ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের জন্য আজ জরুরি হয়ে উঠেছে।

সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে জনগণকে শ্রম ও জীবনের জন্য প্রস্তুতকরণে স্কুলের সুযোগ-সুবিধা এখন অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুল-সংস্কারের লক্ষ্য এমন ধরনের জীবন ও শ্রম, যা উচ্চ লোকহিতকর মানসিকতা, ভাবাদর্শগত সুদৃঢ় ভিত্তি, রাজনৈতিক চেতনা ও নৈতিকতা শিক্ষার আদর্শে লালন-পালন সহ জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদক্ষ শ্রমের জন্য সুপ্রশিক্ষণ নিশ্চিত করবে।

স্কুল কেবল সুশিক্ষাই দেবে না, যুবজনকে জীবনের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুতও করবে। স্কুল-পড়ুয়াদের কায়িক শ্রমে ব্যাপক শরিকানা, শ্রমশিক্ষার মৌলিক পরিবর্তন, মাতৃভূমির প্রতি নিবিড় দায়িত্ববোধ লালন — এই সবই একটি ভাল স্কুলের কৃতি।

স্কুলের কর্মকাণ্ডের দোষত্রুটি ও নেতিবাচক ব্যাপারগুলি, বিশেষত স্কুলের ছেলেমেয়ের শ্রমশিক্ষায় যেগুলি সবিশেষ প্রকটিত, সেগুলি উত্তরণও স্কুল-সংস্কারের একটি লক্ষ্য। বর্তমানে শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত পঠন, স্কুল-পড়ুয়াদের জ্ঞানবর্ধন ও সাধারণ শিক্ষার জন্য তাদের প্রস্তুতির ব্যাপারে গতানুগতিকতা উত্তরণ।

১৯৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে অধিকাংশ বিষয়ই নতুন কর্মসূচি অনুযায়ী পড়ান হয়েছে। পাঠ্যসূচিরও যথেষ্ট রদবদল ঘটেছে। বহু নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মানও বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত আন্তঃশিক্ষাবিষয় ও আন্তঃপাঠ্যবিষয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিশুদের জ্ঞান, সামর্থ্য ও পাঠগ্রাহিতার মূল্যায়নে এবং প্রত্যক্ষণ ও অন্যান্য

শিক্ষণপদ্ধতি ব্যবহারে। সবই যুক্তিসঙ্গতভাবে সুবিন্যস্ত করা গেছে। অনুল্লেখ্য বিষয়গুলি সরাসর খারিজ হয়েছে, গুরুত্ব পেয়েছে আন্তর্জাতিকতাবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান।

রুশ ভাষা শিক্ষা, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে ভাষাগত সম্পর্ক ও প্রজাতন্ত্রগুলির স্থানীয় ভাষা উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্কুলের শিক্ষাবিষয়ের আধেয়ের বৈজ্ঞানিক স্তর বৈষয়িক উৎপাদন প্রবর্তনের মাধ্যমে উন্নত করা হবে। পলিটেকনিকাল শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব পাবে ও সেটার আরও উন্নতি ঘটবে। শিশুদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষায় উৎসাহ যোগান হবে। আশা করা হচ্ছে যে, স্কুলের একটি ছাত্র যাতে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলির প্রয়োগ নিজেই উদ্ভাবন করতে পারে পলিটেকনিকাল শিখা তাকে সেই ক্ষমতা দেবে।

উৎপাদন-শক্তির বিকাশ ও প্রতিবেশ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের এখন ওয়াকিবহাল করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য অধিকতর পরিমাণে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা পঠন প্রয়োজন। প্রায়োগিক ও ল্যাবরেটরির কাজের উপর বেশি জোর দিতে হবে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর কৃৎকৌশলগত প্রয়োগ ছাড়াও স্কুলের ছেলেমেয়েরা অবশ্যই আধুনিক কম্পিউটার ব্যবহার ও শিল্প-সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি শিখবে।

মডেল নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়তা ও যন্ত্রীকরণের উপায়, রেডিও-ইলেকট্রনিকস, রোবট উৎপাদন, নির্মাণের সাজসরঞ্জামের নকশা তৈরি সহ স্কুলপড়ুয়াদের যাবতীয় কৃৎকৌশলগত সৃজনশীলতায় উৎসাহ যোগান হবে।

পাঠ্যসূচি ও প্রায়োগিক কাজের মতো পাঠ্যপুস্তকও অভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যবইগুলি হবে ভাবাদর্শগত ও বৈজ্ঞানিক আধেয়ে সুসমৃদ্ধ, সহজবোধ্য, সংক্ষিপ্ত, ঘনীভূত ও সজীব ভাষায় সুলিখিত। প্রতি চার বছরে একবার পাঠ্যবই প্রকাশিত হয়। সেজন্য এগুলির বাঁধাই মজবুত হওয়া চাই। সোভিয়েত দেশের ছেলেমেয়েরা অবশ্য স্কুলের বইপুস্তক নিখরচায় পায়।

সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য সুবিদিত। আশা করা যাচ্ছে,

উন্নীত কর্মসূচি সহ তা উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছবে। শিক্ষণপদ্ধতিকে শিক্ষার নতুন আধেয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা প্রয়োজন। নতুন প্রণালী ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জনে, পাঠ্যবিষয় বুঝতে, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সাধারণীকরণে সক্ষম হতে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজ জ্ঞান প্রয়োগে, অর্জিত জ্ঞানকে একটি প্রত্যয়ে ও কাজের পথনির্দেশনায় রূপান্তরিত করতে সহায়তা যোগাবে।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের হোম-ওয়ার্ক সুশৃঙ্খলতর করার জন্য শিক্ষণের আরো আধুনিক ও উন্নততর পদ্ধতি অচিরেই প্রবর্তিত হবে। অবশ্য গতানুগতিক ফল ভাল করার বাতিক এখনো প্রবল। স্কুলের কার্যকলাপ নিয়ামক নিয়মাবলীতে সংযোজন ও সংশোধন প্রবর্তিত হবে।

সোভিয়েত মাধ্যমিক স্কুলের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমে স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে অখণ্ড বিশ্বের পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়া সম্ভব।

সোভিয়েত স্কুলে দেশাত্মবোধক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী মনোভাব লালনের জন্য প্রযুক্ত পদ্ধতির তিনটি ধারা বিদ্যমান: অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের দৃষ্টান্ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহ্য ও 'বীরত্বপূর্ণ বর্তমান ও প্রেরণাগর্ভ ভবিষ্যৎ'।

নৈতিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সোভিয়েত স্কুলগুলির অভিজ্ঞতা একাধারে সমৃদ্ধ ও ইতিবাচক। অষ্টম শ্রেণীতে তারা পড়ে নীতিশাস্ত্রের মূলসূত্র। কিন্তু বিষয়টির আরও উন্নতিসাধন প্রয়োজন। তরুণ পাইওনিয়র সংগঠন ও যুব কমিউনিস্ট লীগ আনুষঙ্গিক নতুন ধরন ও প্রণালী সন্ধান করবে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্যই তাদের ভূমিকা বাড়াবে। ম. লাজারুক বলেন, 'শ্রম-প্রশিক্ষণ ও লালন-পালন আমাদের স্কুলগুলির অবিচ্ছেদ্য অংশ।' স্কুলের পাঠ, বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হাতেকলমে কাজ, স্কুলের পর নানা ধরনের কাজকর্ম — এগুলি হল স্কুল-কর্মকাণ্ডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে আন্তঃ-বিদ্যালয় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা ২৮৪৬। নানা কলকারখানায় বিশেষ কর্মশালাও আছে, সেখানে ২১ লক্ষ ছেলেমেয়ে কোন-না-কোনা ধরনের একটি পেশা শেখে।

ইতিমধ্যেই ১৫ লক্ষাধিক স্কুলপড়ুয়া ওইসব কেন্দ্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে স্কুলের ছেলেমেয়েরা ব্যাপক সংখ্যায় কৃষিকর্মিদলে যোগ দেয় এবং তাদের সংখ্যা বহু লক্ষ।

কিন্তু সোভিয়েত জনগণ এতে সন্তুষ্ট নয়। তারা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শ্রম-প্রশিক্ষণ, লালন-পালন ও পেশামুখিনতার আমূল উন্নয়নের অভিলাষী। যোগ্য নাগরিক হওয়ার পক্ষে যথাযথ শ্রমশিক্ষা এখন মূল ব্যাপার হিসাবে বিবেচিত। ব্যক্তির নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত কাঠামো এবং দৈহিক বিকাশও শ্রমশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। স্কুলের ছেলেমেয়ের শ্রমশিক্ষা সম্প্রসারণের একটি নতুন ধারার বাস্তবায়ন এখন সম্ভবপর। ন' বছরের পর ছেলেমেয়েরা একটি বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুলে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পাবে। স্কুল তাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পেশাগুলিতে প্রশিক্ষণ দেবে।

অবশ্য, উৎপাদনশীল শ্রমের সঙ্গে শিক্ষা যোজনের অধিকতর উপযোগী ধরনগুলির অভিজ্ঞতা ও কৌশলের মূল্যায়ন প্রয়োজন। শ্রম-প্রশিক্ষণের দিশারী হিসাবে সকল স্কুল-বর্ষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি তৈরি অত্যাবশ্যকীয়। স্কুল ও বিশেষীকৃত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির মধ্যেকার যোগাযোগ মজবুত করা দরকার। কিছুকাল আগেও অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ স্নাতকদের ৪০ শতাংশ বিশেষীকৃত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুলে যোগ দিত। আশা, ভবিষ্যতে হারটি বৃদ্ধি পাবে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সামাজিক উৎপাদনের চাহিদা ও পেশাগত দক্ষতালাভের জন্য কর্মি-প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যেই এগুলি বিশেষভাবে স্থাপিত। মাধ্যমিক স্কুলের স্নাতক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি জনশক্তির মূল উৎস হয়ে উঠেছে। ১৯৮৫ সালে শেষ নাগাদ এই কেন্দ্রগুলির স্নাতকসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৩ কোটি। বৃত্তিমুখিনতার কল্যাণে যুবজন কার্যকরভাবে তাদের পেশা দ্রুত আয়ত্ত করতে প্রবৃত্ত হবে।

সোভিয়েত রাষ্ট্র চায় যে শিশুদের সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রমের প্রতি — হোক তা কায়িক বা মানসিক — শ্রদ্ধাপোষণের

আদর্শে বড় করে তোলা প্রয়োজন। পাঠ্যবিষয়ে কারুশিক্ষা ও নান্দনিক শিক্ষাদান অন্তর্ভুক্ত হলে তরুণতর প্রজন্মকে আরও ভালভাবে জীবনের জন্য প্রস্তুত করা যাবে। এক্ষেত্রে স্কুলের, স্কুল-বহিস্থ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সিনেমা, রেডিও ও টিভির উল্লেখ্য পালনীয় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি এতে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে খুব কম লোকই সন্তুষ্ট। তাই তরুণ-তরুণীদের একাংশ কুরুচিপূর্ণ সংস্কৃতিতে — বিশেষ গান-বাজনা, বিদেশী ফ্যাশনের অন্ধ অনুকরণ, নাচ ও আচার-আচরণে — আকৃষ্ট হয়। তাই সোভিয়েত সাহিত্য, সঙ্গীত ও বাদ্য, কারুশিল্প ও নান্দনিক বিষয়াদির ব্যাপকতর প্রয়োগ একান্ত কাম্য।

শরীরচর্চা কার্যত অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বৃদ্ধির সহায়ক এবং যুবজনের দৈহিক উন্নতির উদ্দীপক বিধায় তা মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। সোভিয়েত মানুষ কেবল খেলাধুলার রেকর্ডেই নয়, ব্যাপক জনসাধারণের শরীরচর্চা, খেলাধুলা ও ব্যায়ামে উৎসাহী। সোভিয়েত রাষ্ট্র চায় যে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা ছাড়াও শিশুরা স্বাস্থ্যবিধি ও প্রাথমিক চিকিৎসার মূল বিষয়গুলি জানবে। একেবারে শৈশব থেকেই শরীর সম্পর্কে ভাল জ্ঞান শরীর সুস্থ রাখা তাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। সকল সোভিয়েত স্কুলে স্বাস্থ্যবিধি ও যৌনশিক্ষার একটি পাঠ্যক্রম সম্প্রতি প্রবর্তিত হয়েছে। এটা শারীরস্থান ও শারীরবিদ্যার পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সমন্বিত হবে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা এখন পড়াশোনার পর খেলাধুলার যথেষ্ট সময় দিতে পারবে, বিশেষ 'স্বাস্থ্যদিবস' চালু হয়েছে, ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা আরও ঘন ঘন ও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সোভিয়েত শিক্ষাবিজ্ঞান সমস্যাগুলিকে আলাদা আলাদা বিষয় হিসাবে না দেখে গোটা ব্যাপারটি সম্পর্কে একটি বিস্তারিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। সেজন্য, শিক্ষার যাবতীয় আধেয় সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই অবশ্যব্যবহার্য।

এই কর্তব্য সম্পাদনে সকল শিক্ষকের সমন্বয়মূলক প্রয়াস এবং লক্ষ্য, পথ ও পদ্ধতির ঐক্যসাধন প্রয়োজন। স্কুলের ছেলেমেয়েদের প্রভাবিত করার উপায়গুলি কীভাবে জ্ঞানমূলক লালন-পালন ও উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ চালায় সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই ওগুলি বিচার্য। আমরা যদি নিশ্চিত হই যে প্রতিটি শিক্ষামূলক উপায়

একটি স্কুলপড়ুয়ার গোটা ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে তাহলে এই পদক্ষেপ অবশ্যই সর্বোত্তম ফল নিশ্চিত করবে।

সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তিত্বের সুসমন্বিত বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্তব্যটি সম্পাদন করে, যারা জাতির সৃজনশীল শ্রমের সক্রিয় শরিক হবে। এই প্রণালীর প্রথম গ্রন্থি হল প্রাক-স্কুল প্রতিষ্ঠান। শিশুসংখ্যার ও অবকাঠামোর পরিসরের দিক থেকে তা সারা দুনিয়ায় সেরা।

প্রাক-স্কুল ব্যবস্থার কল্যাণে কোটি কোটি সোভিয়েত নারীর পক্ষে কাজ, লেখাপড়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কার্যকলাপে শরিক হওয়া সম্ভবপর হচ্ছে।

স্কুলে যাওয়ার বয়স ছ'বছর হওয়ার দরুন প্রাক-স্কুল শিক্ষা এখন বাড়তি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্ডারগার্টেনে শিশুদের ইতিমধ্যেই বিশেষ কর্মসূচি অনুযায়ী কিছুটা লেখাপড়া শেখান হয়েছে। কিন্ডারগার্টেনের প্রস্তুতিপর্বের দলগুলির পাশাপাশি স্কুলও প্রস্তুতিমূলক শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করেছে। স্কুলে ৫ দিনের সপ্তাহ প্রবর্তনের প্রস্তাব এখন বিবেচনাধীন, তাতে ছেলেমেয়ের অবসর কিছুটা বাড়বে।

প্রাক-স্কুল পর্যায়ের শিশুদের শিক্ষাবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও শারীরবিদ্যার যাবতীয় সমস্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রণালীবিদ্যাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। প্রণালীবিদ্যাগত সাহিত্য, প্রত্যক্ষণ যন্ত্রপাতি ও শিক্ষামূলক সরঞ্জামের একটি ভান্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে। শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষাদানের একটি নতুন সার্বজনিক কর্মসূচি তৈরি ও প্রবর্তনার আয়োজন চলছে। এতে শিশুর শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি নিবেচিত হবে। শিশুদের উপর যাতে শিক্ষাবিজ্ঞানের স্থায়ী, উদ্দেশ্যমুখী ও সুদক্ষ প্রভাব পড়ে, রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে।

অতিরিক্ত সময়ের স্কুল ও দলগুলির কার্যকলাপের বিকাশ ও উন্নয়নের গুরুত্ব সমধিক। আশা, ১৪ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী এই ধরনের দলে যোগ দেবে। পূর্ণদিন স্কুলের একটি ক্রমরূপান্তর ঘটছে।

অর্থনীতিতে নারীসমাজকে জড়িত করার লক্ষ্যেই বাড়তি সময়ের স্কুল ও দলগুলি গঠিত। এগুলি শিশুদের শিক্ষা ও ক্রীড়া

কার্যকলাপ বাড়ায় এবং বিদ্যালয়, পরিবার, সমবায় ও জনসাধারণের প্রভাব সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষামূলক সমস্যাগুলির সমাধান নিশ্চিত করে। এই ব্যবস্থাধীনে সকলের প্রতিক্রিয়ার উন্নততর সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অবসর কাটানোর জন্য খেলাধুলা, গানবাজনা ও চারুকলা চর্চা সহজলভ্য। বাড়তি সময়ের স্কুল ও দলগুলি শিশুদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা যোগানোর প্রেক্ষিতে সেগুলি দেশে শিক্ষা-সংগঠনের পক্ষে খুবই আশাপ্রদ একটি ধরন হয়ে উঠেছে।

এই ধরনের স্কুলের যাবতীয় সমস্যার সমাধান এখনো সম্ভবপর হয় নি। পাণ্ডিত শিক্ষকবর্গ সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করছেন। শিশুর নিজস্ব কৌতূহল, বিদ্যালয়ে বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তির বিস্তার, খেলাধুলার ভাল সাজসরঞ্জাম ও কক্ষের বন্দোবস্ত, গরম খাবার ও চিকিৎসা-সাহায্যের মতো কিছু কিছু সমস্যা যথাসময়েই সমাধান করা যাবে।

স্কুল-বহিস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সমস্যাটিও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। এগুলি: তরুণ পাইওনিয়রদের প্রাসাদ ও ভবন, তরুণ প্রযুক্তিবিদ, তরুণ প্রকৃতিপ্রেমীদের কেন্দ্র, শিশুদের পর্যটন ও অভিযান ব্যুরো, খেলাধুলার স্কুল, গ্রন্থাগার, শিশু-রঙ্গালয় ও শিশু-পার্ক। প্রতিটি মহল্লায় স্কুল-বহিস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি বিস্তৃত সমাহার গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে। শিশুদের শিক্ষার সম্ভাবনা, সমন্বিত বিকাশ এবং সৃজনশীল কৌতূহল ও সামর্থ্য উন্নয়নে এগুলি ব্যাপকতমভাবে ব্যবহৃত হোক — এই দাবি সমগ্র জাতির। যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক শিশুকে, বিশেষত কিশোর-কিশোরীদের এগুলির আওতায় আনা দরকার, যা নিজেদের এলাকায় পড়াশোনার উন্নতি ঘটাবে। স্কুল নিজেদের এলাকায় শিক্ষার সংগঠক বিধায় তা নির্ভর করবে পরিবার, বিদ্যালয়, জনসাধারণ ও শ্রমসমবায়ের উদ্যোগ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দাবির সমন্বয় সাধনের উপর। কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, স্থানীয় সোভিয়েত ও গণসংগঠনগুলিকে এই লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে।

স্কুল-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সমস্যা সমাধানে শিক্ষকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পক্ষে পেশাগত দক্ষতা ও নাগরিক মনস্কতা

খুবই জরুরি। শিক্ষকের ক্রমাগত সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর কাজের ও বসবাসের পরিস্থিতির, ভাবাদর্শগত ও পেশাগত প্রশিক্ষণেরও অবিরাম উন্নতি অত্যাবশ্যকীয়। শিক্ষক আসলে কিশোর জগতের একজন স্থপতি, সমাজের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিত্ব, রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির একজন বিশ্বস্ত বাহন। সেজন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সুদক্ষ শিক্ষক সংগ্রহের গুরুত্ব অত্যধিক। শিক্ষাবিজ্ঞান নবায়ন এবং বিদ্যালয়গুলির চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষণ ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সোভিয়েত দেশে গৃহীত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ্যা ও প্রণালীবিদ্যাগত প্রশিক্ষণের উন্নতি বিধান, গবেষণায় সৃজনশীল সামর্থ্যের বিকাশ সাধন, স্বশিক্ষার পদ্ধতিগুলি এবং প্রত্যক্ষণ যন্ত্রপাতি ও ভাবীকালের শিক্ষকদের অন্যান্য কৃৎকৌশল সহ শিক্ষার যাবতীয় উপায়ের ব্যাপক ব্যবহারের সামর্থ্য আয়ত্তকরণের উপর বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছে।

পরিকল্পনায় ভাবী শিক্ষকদের পাঁচ বছর শিক্ষাক্রমের প্রসঙ্গটি বিবেচিত হচ্ছে। তাঁরা আধুনিক উৎপাদনপ্রণালী ও বৃত্তিমুখিনতা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করবেন। নীতিশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র ও সোভিয়েত আইনশাস্ত্রের পাঠ্যবিষয় আরও বাড়ান হবে। শেষ পর্যন্ত সকল অধ্যাপক ও শিক্ষকই উচ্চতর শিক্ষালাভ করবেন। প্রাক-স্কুল প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রম ও নান্দনিক বিষয় এবং শরীরচর্চার জন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হবে। তবে এখনো শিক্ষাবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটগুলিতে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই নগণ্য।

শিশুদের পরিবারগুলিকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা বৃদ্ধির ব্যাপারে পাঠ্যবিষয় বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে কিশোর-কিশোরীদের জন্য থাকবে মনস্তত্ত্ব ও পারিবারিক জীবনের নৈতিকতা, স্বাস্থ্যবিধি ও যৌনশিক্ষা এবং এইসঙ্গে পরিবার গড়ে তোলা সম্পর্কিত শিক্ষাবিজ্ঞানের বইপুস্তকের উৎপাদন বৃদ্ধি।

আধুনিক সমাজে বিজ্ঞানের ভূমিকা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি বৃদ্ধিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা বিপুল। তত্ত্বীয় সমস্যাবলী বিশদীকরণ, স্কুল-শিক্ষায় উৎপাদন প্রক্রিয়া ও শিশু লালন-পালনের সঙ্গে উৎপাদন

প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক সাফল্যাদি প্রবর্তিত হবে। শিক্ষাবিজ্ঞান গবেষণার আরও উন্নতি বিধান এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সাফল্যাদির ফলপ্রসূ প্রয়োগ — স্কুলগুলি এখন এইসব বৃহৎ সমস্যার মুখোমুখি।

শিক্ষাবিজ্ঞানের বর্তমান প্রধান সমস্যাবলীর কয়েকটি: সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার আরও উন্নতি, এটির বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত সম্ভাবনা বৃদ্ধি, শিক্ষণ ও লালন-পালনের ফলপ্রসূ প্রণালী বিশদকরণ, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জীবনের জন্য, বৈষয়িক উৎপাদনে শরিকানার জন্য প্রস্তুতকরণ। এই সমস্যাবলীর গোটা পরিসর ও আরও বহু বাড়তি প্রশ্ন নতুন সংস্কারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সোভিয়েত শিক্ষাবিজ্ঞান আকাদমি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যবই, শিক্ষার সাজসরঞ্জাম, প্রত্যক্ষণ যন্ত্রপাতি, শিক্ষামূলক উপকরণ সহ শিক্ষা ও প্রণালীবিদ্যাগত বিষয়বস্তু বিশদকরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

শিশুদের উপর ধার্যকৃত শিক্ষার সর্বোত্তম পরিমাণ এবং শিক্ষা ও লালন-পালনের বিবিধ উপায়ে ব্যবহার্য শিক্ষাগত, মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাস্থ্যবিধিগত প্রণালীর মতো অন্যান্য সমস্যাবলীও শিক্ষকসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির অবিরাম প্রয়াসের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি, পর্যায়ক্রমিক কার্যসূচি প্রয়োজন। এই কার্যসূচিতে তাঁদের নতুন প্রস্তুতি, কাজের স্থিতিকাল, স্কুলের চাহিদা ও গণশিক্ষা উন্নয়নের সম্ভাবনা যথোচিত বিবেচিত হবে।

শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপ (যা আরও বাড়ান হবে) ছাড়াও সমাজ-জীবনে স্কুলের ভূমিকা বৃদ্ধি এবং শিশুর লালন-পালনে বিদ্যালয়, পরিবার ও জনসাধারণের উদ্যোগ সমন্বয় বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাবলম্বন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন এবং কোথায় এই স্বাবলম্বন প্রত্যাশিত ও কার্যকর তা স্কুলের ছেলেমেয়েদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিকাশেই নিধার্য।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অবসর সময়ের শিক্ষাবিদ্যাগত ব্যবস্থাপনা, দৈনন্দিন পড়াশোনার পর কাজের সর্বাধিক রকমফের নির্ধারণ, স্কুল-

বহিস্থ কার্যকলাপ, পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত লালন-পালনে ওগুলির ভূমিকা বৃদ্ধি ও ছাত্রছাত্রীদের নাগরিক পরিপক্কতা দানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলি এখন গবেষকদের জন্য অপেক্ষিত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রের ধ্যানধারণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসাবে দক্ষতা, শিক্ষার মান ও স্কুলের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার জটিল সমস্যাবলীর ফলপ্রসূ সমাধান ছাড়াও ওইসব দেশের পণ্ডিতদের পক্ষে যৌথভাবে গ্রন্থরচনা সম্ভবপর হবে।

ব্যাপক নিরক্ষরতা থেকে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ সোভিয়েত দেশের দৃষ্টান্ত বিশ্বের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা ভাণ্ডারের এক অমূল্য অবদান। যেসব দেশ আজ একটি নির্ভরযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা নির্মাণে সচেষ্ট তাদের জন্য এটি এক বিশ্বাস্য প্রমাণ ও প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত।

শিশুসাহিত্য: শক্তির আকর

সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বনামখ্যাত শিশুসাহিত্যিক, অ্যান্ডারসেন পুরস্কার, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও কমসোমল পুরস্কার বিজেতা আনাতলি আলেক্সিন বলেছিলেন যে সোভিয়েত শিশুসাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত বহু বিদেশীর ধারণা — এগুলির কিশোর চরিত্র অতিরিক্ত আদর্শীকৃত, কিন্তু এখানকার শিশুসাহিত্য আসলে সাধারণত জীবনকেই চিত্রিত করে।

ভিক্তর হুগো জীবনকে রোমাণ্টিক করেছেন, মার্ক টোয়েনের কিশোর চরিত্রগুলি কল্যাণ ও ন্যায়ের আদর্শে উদ্দীপ্ত, আর লেভ তলস্তয় এঁকেছেন মহৎ মানুষ ও নির্ভিকতার ছবি।

সোভিয়েত লেখকরা রুশ ও পশ্চিমী চিরায়ত সাহিত্যের মহৎ মানবিক ঐতিহ্যকেই শুধু অনুসরণ করছেন। কিন্তু তাতে একথা বোঝায় না যে তাঁরা জীবনের সরলীকরণে সচেষ্ট। কিশোর-কিশোরীদের এই সত্যটুকু জানা প্রয়োজন যে জীবনে প্রায়শই নাটকীয় পরিস্থিতি, নোংরা কার্যকলাপ ও আত্মম্ভরিতার প্রকাশ ঘটে। এটা

তাদের সাবালক জীবনের জন্য প্রস্তুত করে, তাদের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ ঘটায়।

নিজের বইতে আ. আলেক্‌সিন তাঁর চরিত্রগুলিকে সততা, শৌর্য ও আত্মত্যাগের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস পান। অন্যদের দুঃখ-বেদনায় সমব্যথী হওয়ার এবং রূঢ়তা, উদাসীনতা ও অসূয়াকে ঘৃণা করার শিক্ষাই তিনি শিশুদের দিতে চান। এই শেষোক্ত তিনটি দোষ নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীন সুবিধাবাদের উৎস।

আ. আলেক্‌সিন সম্ভবত সোভিয়েত দেশের শিশু ও কিশোরদের সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক। ছোটগল্পকার হিসাবেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সবিশেষ উল্লখ্য: 'শেষবয়সের সন্তান', 'বংশীবাদক ভাই' ও 'পাগলা য়েভ্‌দকিয়া', ইত্যাদি। সমালোচকদের মতে তাঁর ছোটগল্প উপন্যাসের মতোই দীর্ঘ হলেও অভিন্ন কারণে ওগুলি আবার চলচ্চিত্র, টিভি ও মঞ্চের পক্ষে খুবই উপযোগী। কাহিনীগুলি খুবই সরল এবং সেগুলি পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের স্নেহধন্য কিশোর-কিশোরীর চোখ দিয়ে দেখা। একটি সাধারণ ঘটনা যে কতটা নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ 'পাগলা য়েভ্‌দকিয়া'। আবার নাটকীয়তা শেষ পর্যন্ত প্রহসনে পরিণত হয়েছে 'বিষয়-আশয় বাটোয়ারা' গল্পে। সোভিয়েত দেশের কোন কোন শিশুসাহিত্যিক 'নষ্ট সাবালক' প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে প্রায়শই পূর্বোক্তের অনুকূলে সমাধান করেন। কিন্তু আ. আলেক্সিন কখনই প্রাপ্তবয়স্কদের জগতের নেতিবাচক দিকগুলি বা যুবজনের অনুচিত আচরণ লুকান না। 'গতকালের আগের দিন ও আগামীকালের পরের দিন' গল্পে তিনি এমন দু'জন যুবকের ছবি এঁকেছেন যারা আপন শিক্ষককে প্রতারণা করে, যিনি তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা দিয়েছিলেন। এদের একজন কাজটি করেছিল বখাটে হিসাবে, অন্যজন অপকারের অভিপ্রায়ে।

'পঞ্চম সারির তৃতীয়' গল্প হল দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর জনৈক শিক্ষক কর্তৃক একটি প্রাক্তন বখাটে, অপ্রিয় ছাত্রের সত্যিকার মূল্য আবিষ্কারের কাহিনী। 'পাগলা য়েভ্‌দকিয়া' (ছাত্রদের দেয়া জনৈক শিক্ষিকার ছদ্মনাম) গল্পে আমরা জনৈক শিক্ষিকাকে একটি মেয়েকে তার পারিবারিক জীবনের পক্ষে সম্ভাব্য ট্রাজেডির উৎস — অহমিকা

মুক্ত হতে সাহায্য করতে দেখি। তরুণ পাঠকদের বিভ্রান্ত করা অনুচিত, তাদের জানা উচিত যে জীবন শুধু আনন্দোল্লাসে ভরপুর নয়। সংসারে অঢেল অকল্যাণ আছে এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই বা প্রতিরোধ থেকে বিরত থাকা আসলে তাতে আত্মসমর্পণেরই নামান্তর। সোভিয়েত লেখকরা সাধারণত চান যে তরুণ প্রজন্ম বিজয়ী, বীর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বড় হবে এবং বীরের জানা উচিত কীসের বিরুদ্ধে তার লড়াই, আর কী আদর্শের জন্য সে লড়বে।

আ. আলেক্‌সিন সাধারণত 'ইউনস্ত' কিশোর-পত্রিকায় লিখে থাকেন। পত্রিকাটির প্রচার-সংখ্যা ৩০ লক্ষাধিক। পাঠকদের চিঠিপত্র থেকে দেখা যায় যে তিনি সর্বদাই সত্যিকার কোন 'বেদনাঘন' বিষয় ছুঁয়ে থাকেন এবং তরুণদের ক্ষণিক দাঁড়িয়ে ভাবতে, এমনকি মনখোলা পত্রালাপে উৎসাহিত করতে কখনোই ব্যর্থ হন না। কিশোর-কিশোরীদের মজ্জাগত সংশয়ের কথা মনে রাখলে তাদের সহজে উদ্দীপ্ত করার দুরূহতা অবশ্যই বোধগম্য হবে।

আ. আলেক্‌সিন বলেন: 'তরুণদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শুধু লেখকরাই নন, আমাদের অকালপক্ক শিশুরাও বোঝে।' প্রসঙ্গত তিনি আজারবাইজানের রাজধানী বাকু শহরের একটি ছেলের কথা উল্লেখ করেন যে তার এক রচনায় লিখেছেন: 'শুধু রাজা, সম্রাট ও বিজয়ীরা বারেক হোমার ও রুস্তাভেলি, দান্তে ও হাইনে, পুশকিন ও শেক্সপিয়রের কথায় কর্ণপাত করলে পৃথিবীতে মানুষের বসবাস কতই-না শান্তিপূর্ণ হত!' আ. আলেক্‌সিন বললেন, 'কথাটা কোনদিন ভুলব না।'

মাক্সিম গোর্কির ভাষায়: 'শিশুসাহিত্য অসীম শক্তিধর। এই সাহিত্যের আছে সার্বভৌম অধিকার ও আইন-কানুন। বিষয়টিকে শিশুদের রঙ্গালয় ও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও পুরোপুরি বিস্তৃত করা যায়। শিশুসাহিত্য কার্যত পরিবার, বিদ্যালয়, প্রতিবেশ ও চলচ্চিত্রের মতোই শিশুর চরিত্র গঠনে অভিন্ন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। শিশুমনের সুস্থ বিকাশের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন অত্যন্ত যত্নশীল। বহু প্রকাশালয় শিশুদের জন্য অঢেল বইপত্র প্রকাশ করে—বছরে বহু লক্ষ কপি। এগুলি অবশ্য স্কুলের পাঠ্যবইয়ের অতিরিক্ত।

ক্যাপ্টেন হওয়ার স্বপ্নে মশগুল

সেই কাঙ্ক্ষিত কাপ।

দেয়ালপত্রিকা সম্পাদনা

তরুণ নিসর্গীরা
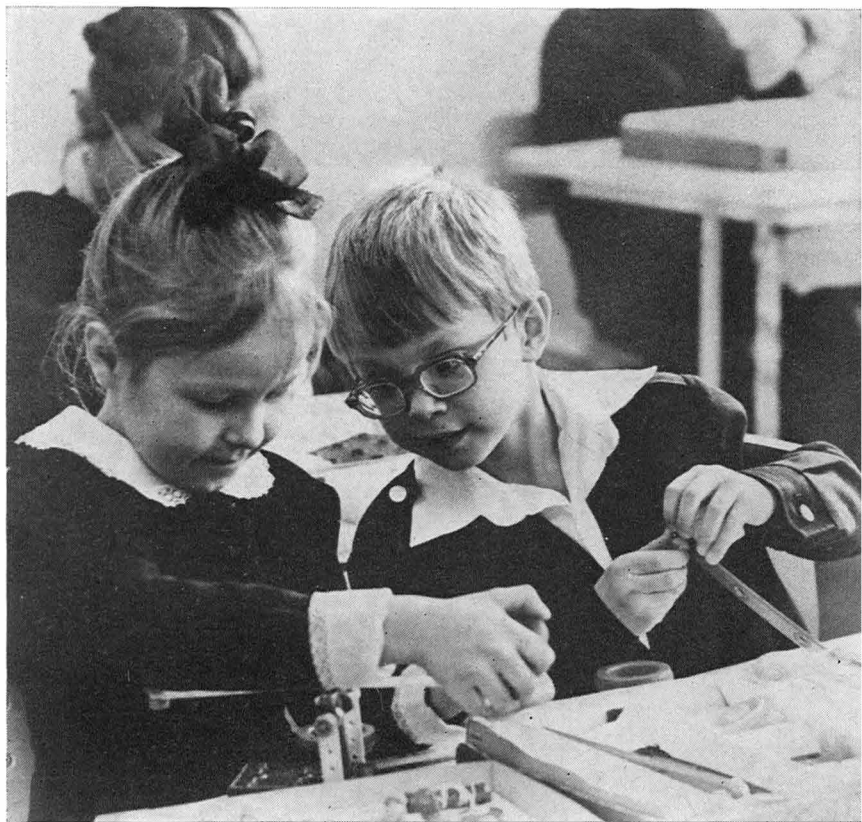
কার মডেলটি সেরা? তরুণ উদ্ভাবকদের প্রদর্শনী
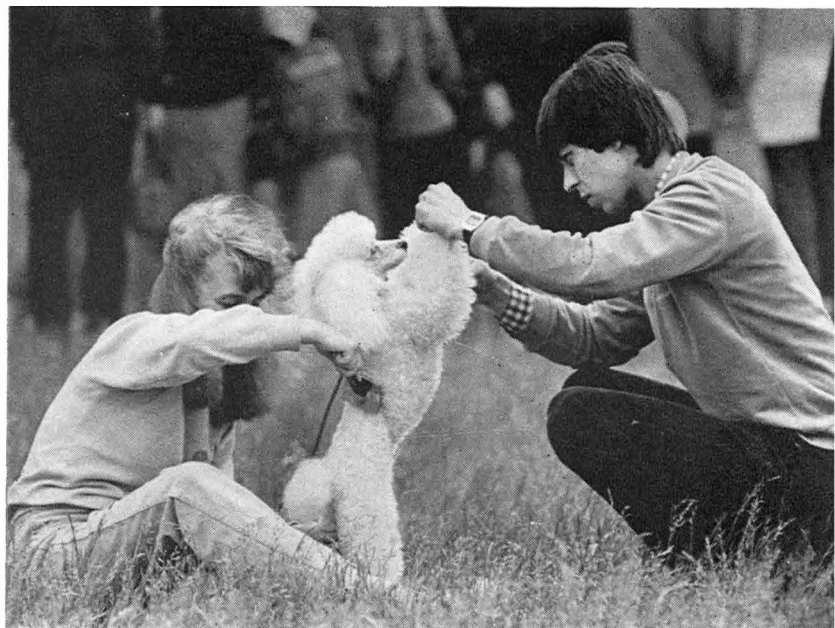
পর্যালোচনার প্রস্তুতি

চালমাত

একত্রে ভেবে দেখা যাক

নাগরদোলা

স্কুলের জাদুঘরে

পাইওনিয়রদের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ

সোভিয়েত দেশে প্রকাশিত প্রতি তিনটি বইয়ের মধ্যে একটি শিশুসাহিত্য।

ম্যাক্সিম গোর্কির উদ্যোগেই ১৯৩৩ সালে এদেশে প্রথম শিশুসাহিত্য প্রকাশালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।* প্রকাশালয়টি এখনো আছে এবং বছরে শিশুদের জন্য প্রায় ৬০০ সংস্করণের বইপত্র প্রকাশ করছে। উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, ছড়া, নাটক, রূপকথা, গান ও ধাঁধা — সবই এদেশের শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। বহু ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিজ্ঞানোপন্যাস, জনপ্রিয় বিজ্ঞান এবং অ্যাডভেঞ্চারও বিপুল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিরায়ত সাহিত্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সবগুলি ভাষায়ই প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুদের জন্যও বিশ্বসাহিত্যের একটি গ্রন্থাবলী আছে। বিদেশী লেখকদের সেরা রচনাগুলি বিপুল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে রুশ, সোভিয়েত সাহিত্যও সারা দুনিয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। সচিত্র, আকর্ষণীয় আকার ও আয়তনে প্রকাশিত এই বইগুলি যথেষ্ট সস্তা। বলা বাহুল্য, এসব কারণে বইগুলির চাহিদা অত্যধিক।

শিশুপত্রিকার প্রচারসংখ্যা বহু লক্ষ। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য: 'ভিসিওলিই কার্তিঙ্ক' (আনন্দচিত্র), 'মুরজিল্‌কা', 'পাইওনিয়র' ও 'কস্তিয়র' (শিবিরাগ্নি)। যথাক্রমে প্রাক-স্কুল, প্রাথমিক স্কুল ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই পত্রিকাগুলি রুশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

'পিওনেরস্কায়া প্রাভ্‌দা' (পাইওনিয়রদের প্রাভ্‌দা) নামের দৈনিক শিশু-সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা ১ কোটি ১৫ লক্ষ। শিশুদের আরও দৈনিক সংবাদপত্র আছে।

শিশুদের জন্য চলচ্চিত্রনির্মাতা স্টুডিওগুলির মধ্যে গোর্কি স্টুডিও সবচেয়ে পুরনো। সোভিয়েত শিশুদের জন্য তৈরি সচল কার্টুন ও চলচ্চিত্র অন্যান্য দেশেও খুবই জনপ্রিয়। এগুলি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বহু পুরস্কার জিতেছে।

---

* 'দেৎস্কায়া লিতেরাতুরা' (অর্থাৎ শিশুসাহিত্য) — সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম বৃহত্তম প্রকাশালয়, শিশু ও কিশোরদের বইপত্র প্রকাশ করে (১৯৬৩ সাল পর্যন্ত দেৎগিজ)। — সম্পাঃ

প্রতি বছর সোভিয়েত জনগণ সাধারণত ৮০ হাজার পুস্তক ও পুস্তিকা পেয়ে থাকে। তরুণ প্রজন্মকে ভাল বইপত্র যোগান এদেশের প্রকাশকদের একটি প্রধান কর্তব্য।

শিশুদের জন্য প্রকাশিত বইপত্রের সস্তা দর ও পর্যাপ্ত সরবরাহের দিকে সোভিয়েত সরকার নজর রাখে। বড়দের গল্প-উপন্যাসের তুলনায় ছোটদের এই ধরনের বইয়ের দাম দুই বা তিন গুণ সস্তা।

এস্তোনিয়া প্রজাতন্ত্রের আয়তন খুবই ছোট, তবু সেখানে এস্তোনীয় ভাষার বইপত্রের পাঠকসংখ্যা ১০ লক্ষাধিক। মাথাপিছু প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যার দিক থেকে প্রজাতন্ত্রটি সোভিয়েত ইউনিয়নে শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। এস্তোনিয়ায় বছরে হাজারের বেশি ধরনের পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত বইপত্রের ৩০ শতাংশই শিশুসাহিত্য।

এখানে বার্ষিক ১৩০ — ১৪০ শিরনামের ৫৫ লক্ষ বই শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রকাশিত হয়। প্রতি বছরই প্রকাশিত শিশুসাহিত্যের সংখ্যা বাড়ছে। গত দশকে প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ২·৫ গুণ ও শিরনাম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। যুদ্ধোত্তর বছরগুলির তুলনায় বই ছাপানোর ফরমাশ ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এনো রাউদ এস্তোনিয়ার প্রসিদ্ধতম লেখক। 'নাকসিত্রালিদ' (তিন আমুদে ছোকরা) বইটির জন্য তাঁর নাম ১৯৭৫ সালে হান্স্ অ্যান্ডারসেন সম্মানগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'নাকসিত্রালিদ' অনূদিত হয়েছে রুশ, জার্মান, ফিনিশ, স্পেনিশ, সুইডিস,নরওয়েজীয় ও অন্যান্য বহু ভাষায়। বিদেশে অনূদিত ছোটদের জন্য লেখা তাঁর অন্যান্য বইয়ের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। এলেন নিট, কালজি কাঙুর ও আইনো পেরভিক প্রমুখ শিশুসাহিত্যিকরাও এস্তোনিয়ায় স্বনামখ্যাত।

এস্তোনীয় সাহিত্য শিশুকে তার শুদ্ধতা, সত্যনিষ্ঠা, রসবোধ ও আবেগধর্মিতার জন্য সর্বোচ্চ স্থান দেয়। এখানকার অনেকের লেখায়ই নাটকীয় উপাদানের সঙ্গে অদ্ভুত কল্পনা সংমিশ্রণের প্রাধান্য চোখে পড়ে। তাঁদের বহু চারিত্র্যই বইয়ের পাতা থেকে জীবন্ত সত্তায় পরিণত। দৃষ্টান্ত হিসাবে এনো রাউদের 'সিপ্সিক' (কাপড়ের

পুতুল) ও 'তিন আমুদে ছোকরা', এলেন নিটের 'রুল' এবং ইকো মারানের 'হাতির শুঁড়' উল্লেখ্য।

আইনো পেরভিক তাঁর 'কুঙক্সমোর' গল্পে রঙ্গচ্ছলে গুরুতর বিষয় অবতারণা করেছেন। আমাদের নতুন প্রযুক্তিসমৃদ্ধ প্রতিবেশের অংশ হিসাবে শিশুসাহিত্যে দেখা দিয়েছে 'লৌহ রবার্ট' ও পরমাণুশক্তিধর বালক 'আতমিক'। জান রানাপ, হেইনো ভালি ও ভিভি লুইক তাঁদের গল্পে স্কুল-জীবনকেই উপজীব্য করেছেন। কিন্তু এই বিষয়টিকে এখনো গভীরভাবে দেখা হয় নি। হলদের পুক রচিত ঐতিহাসিক দলিলভিত্তিক গল্পগুলির বিষয়বস্তু বিপ্লবী ও বীরদের কাহিনী।

বিগত দশককাল ধরে এস্তোনিয়া বহু সেরা শিশুসাহিত্যিক-দেরকে উপহার দিয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত শিশুসাহিত্যের অর্ধেকই অন্যান্য ভাষা থেকে অনূদিত হয়। খোদ এস্তোনিয়া সোভিয়েতের অন্যান্য ভাষা ও বিদেশী ভাষা থেকে শিশুসাহিত্য অনুবাদ করে। এই কৃতিত্বের প্রধান দাবিদার 'এস্তি রামাত্' প্রকাশনা থেকে প্রতি বছর শত শত অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আর্কাদি গাইদার, সামুয়েল মার্শাক, সের্গেই মিখালকভ, কর্নেই চুকোভস্কি, লেভ কাসিল ও আগ্নিয়া বার্তো প্রমুখ সাহিত্যিকরা এস্তোনীয় শিশুদের কাছে সুপরিচিত।

শতখণ্ডে প্রকাশিতব্য 'শতজাতির গল্প' নামের আন্তর্জাতিক রূপকথা লহরীর ত্রিশখন্ড ইতিমধ্যেই ছাপা হয়ে গেছে। এই গল্পলহরীতে ভারতের রূপকথাও অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের গল্পের একটি করে খণ্ড সহ 'পঞ্চদশ' নামে একটি গ্রন্থমালাও প্রকাশিত হবে। স্ক্যান্ডিনেভীয় ও ইংরেজী অনুবাদ শিশুদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। এস্তোনিয়ায় ১৩ বার অনূদিত হান্স্ ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসেনের গল্পগুলির মুদ্রণ-সংখ্যা ৩ লক্ষ। অতিসম্প্রতি থাম্বেলাইন-এর ১ লক্ষ কপি ছাপানোর ফরমাশ এসেছে। সুইডেনের লেখক অ্যাস্ট্রিড লিন্ডগ্রেনের বই এখানে ১১ সংস্করণে ৫ লক্ষ কপি মুদ্রিত হয়েছে। র. কিপলিং, লুইস ক্যারল ও অ্যালান আলেক্সান্ডার মিলন সোভিয়েত শিশুদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। মিউনিখের আন্তর্জাতিক শিশুসাহিত্য

গ্রন্থাগারের পরিচালক ওয়াল্টার শেচর্ফ এস্তোনীয় শিশুসাহিত্যের দারুণ ভক্ত এবং সোভিয়েত শিশুসাহিত্যের আত্মশিক্ষা ও আত্মোপলব্ধি নীতির অকুণ্ঠ সমর্থক। শেচর্ফ মনে করেন যে আত্মবিশ্বাস অর্জনের জন্য পশ্চিমের কিশোরমহলে সোভিয়েত শিশুসাহিত্য সমাদৃত হচ্ছে।

কিন্তু শিশুসাহিত্য প্রকাশনার সমস্যাও আছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান বিষয়েই অধিকতর আগ্রহী। আগেকার তুলনায় আজকালকার শিশুদের অনেক আগেভাগেই বিজ্ঞানের মুখোমুখি হতে হয়। সমস্যাটি সম্পর্কে একটি নতুন পদক্ষেপ খুবই জরুরি। সজীব শৈলীতে লেখা জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও দলিলভিত্তিক ঐতিহাসিক বইপত্রের অভাব রয়েছে। ১৫-১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধরনের বইয়ের চাহিদা অত্যধিক। প্রকাশকরা বছরে এই জাতীয় ১০-২০টি বই প্রকাশ করতে পারে।

এখন এই ধরনের বইয়ের কয়েকটি লহরী পরিকল্পিত হয়েছে। এগুলির কয়েকটি: 'শিশুদের জীবজন্তু', 'ভ্রমণকাহিনী', 'আমাদের বনানী, বাগান ও ফুল', ইত্যাদি। 'পুরাকালের লড়াইয়ের পথ থেকে', 'স্কুল-পড়ুয়া থেকে ছাত্রছাত্রী পর্যন্ত', 'একশত বই', 'জাহাজ', 'বিমান' 'মোটরগাড়ি', 'আদর্শ বিমানবহর' ও 'বালগ্রন্থলহরী' অচিরেই প্রকাশিত হচ্ছে। শেষোক্ত বইটি কৃৎকৌশলমনা ১৬ বছর বয়সী ছেলেদের জন্য। শিশুদের জন্য চারখণ্ডের বিশ্বকোষও শীঘ্রই বেরুবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় প্রকাশনালয়গুলি, এস্তোনিয়া সহ অন্যান্য প্রজাতান্ত্রিক প্রকাশনালয় এস্তোনীয় শিশুসাহিত্য রুশ ও বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করছে। 'সেরা ছেলেমেয়ে ও নৈশবদ্য', 'মহড়া' — এগুলি হল 'এস্তি রামাত্' প্রকাশনালয় কর্তৃক রুশ ভাষায় প্রকাশিত এস্তোনীয় শিশুসাহিত্যের শিরনাম।

এস্তোনীয় লেখকদের সেরা শিশুসাহিত্য ও এস্তোনীয় শিশুসাহিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি আকরগ্রন্থও ওই প্রকাশনালয় প্রকাশ করেছে। কয়েক বছর আগে বিদেশী ভাষায় শিশুসাহিত্য প্রকাশের জন্য একটি বিশেষ প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বছরে ১০-২০ বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করছে। বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত

শিশুসাহিত্যের রপ্তানি ক্রমাগত বাড়ছে। এগুলি বহু দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

মস্কোর আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় শিশুসাহিত্যের বহু চুক্তি সম্পাদিত হয়। জনৈক ভারতীয় প্রকাশক কালজি কাঙুর লিখিত ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত 'তিম্বু-লিম্বু', 'তার সভাসদ' ও 'তুষার ঘানিয়ালা' বইগুলির ১০,০০০ কপি কিনেছেন। ১ লক্ষ কপির আরেকটি ফরমাশও আগামী বছরের জন্য দেয়া হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুসাহিত্যের অঙ্গসজ্জা আকর্ষণীয়তর করার বিরতিহীন চেষ্টা চলছে। ভাইভ তল্লি, হেরাল্ড ইয়েলমা, এদগার ওয়াল্ডার প্রমুখরা শিশুসাহিত্যের অঙ্গসজ্জায় উল্লেখ্য অবদান রেখেছেন। এস্তোনীয় রূপকথা 'যে-লোকটি সাপের ভাষা জানত' বইটির অঙ্গসজ্জার জন্য ভাইভ তল্লি ব্রাতিস্লাভায় 'সোনালী আপেল' পুরস্কার পান। অনেক তরুণ শিলপী এখন শিশুসাহিত্যের অঙ্গসজ্জার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

শিশুসাহিত্য বিক্রয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দেয়া হচ্ছে। শিশুদের কাছে বইগুলি হাজির করার জন্য গ্রন্থসপ্তাহ ও অন্যান্য অনুরূপ ব্যবস্থার রেওয়াজ চালু হয়েছে। যথারীতি গ্রন্থসপ্তাহের অনুষ্ঠান চলে এপ্রিল-মে মাসে আর কিশোরদের দশদিনের গ্রন্থমেলা অক্টোবর মাসের শেষে। উল্লেখ্য, এসব অনুষ্ঠানে লেখক ও গ্রন্থচিত্রীর সঙ্গে পাঠকদের দেখাসাক্ষাতের সুযোগ থাকে। প্রজাতান্ত্রিক গ্রন্থবিপণন কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়েও গ্রন্থপ্রদর্শনী, গ্রন্থবিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। জালের মতো ছড়ান গ্রন্থবিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও শিশুদের জন্য সর্বত্রই বিশেষ গ্রন্থাগার আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, এস্তোনিয়ায় শিশুদের জন্য বিশেষীকৃত ৩৫টি গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রন্থাগারে ৫০টি শিশুবিভাগ সর্বক্ষণ চালু থাকে। নতুন বইগুলি প্রথমেই গ্রন্থাগারে পেঁছয়। এগুলির মোট বইয়ের সংখ্যা ২০ লক্ষ। গ্রামাঞ্চলের ৫ শতাধিক গ্রন্থাগারে শিশুবিভাগ আছে। কিন্তু বই সস্তা বিধায় গ্রন্থাগারে যাওয়ার বদলে অনেকেই বই কেনা পছন্দ করে।

আমার কল্পলোক

রূপকথা শিশুসাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় শাখা। জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও কল্পনার অবাধ মিশ্রণ — এই হল আধুনিক রূপকথার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। উস্‌পেন্‌স্কি'র লেখা 'গেনা নামের কুমির' ও 'প্রভাত ও যাদু-নদী' এই ধরনের রূপকথার নজির। রূপকথার বিষয়বস্তু নিয়ে স. প্রকোফিয়েভা, ব. চালি ও অন্যান্যদের লেখা উপন্যাসও কম জনপ্রিয় নয়। রাউদের গল্পগুলি সরলতা ও স্পষ্টতার বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয়। এগুলিরই একটি 'আবার পশমী দস্তানা, অর্ধেক-বুটজুতা ও শেওলাভরা দাড়ি'।

পশমী দস্তানা, অর্ধেক-বুটজুতা ও শেওলাভরা দাড়ি — এই তিনটি চরিত্র অদ্ভুত পরিস্থিতির এক কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা। এই চরিত্রগুলি নিয়ে রাউদ ইতিমধ্যেই তিনটি বই লিখেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার, এরা তিন জনই বামন-ভূত। একজনের আছে হরিণ-লোমের লম্বা দাড়ি, আরেকজনের পোশাক চেইন-লাগান দস্তানা, আর তৃতীয়, পায়ের আঙুল নাড়ান যার প্রিয় বিনোদন, সে তার বুটজুতার অর্ধেকটা কেটে ফেলেছে। মারাত্মক সব অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে মহানন্দে তাদের সময় কাটে। এদের যুক্তিতর্ক, কাজকর্ম, আলাপ ও উদ্ভট খেয়ালিপনা শিশুদের ভাল লাগে। রাউদের রূপকথাগুলি গভীর অর্থবহ। বড়দের পক্ষে দুরূহ বিষয়গুলি রাউদ শিশুদের খুব সহজেই বোঝাতে পারেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে, শেওলাভরা দাড়ি এক জাদুঘরের মন্তব্যগ্রন্থে লিখছে: 'প্রকৃতি ও সারা দুনিয়ায় ভারসাম্য অটুট থাকুক।' আমুদে প্রগল্‌ভ পশমী দস্তানা, সদারুষ্ট ভালমানুষ অর্ধেক-বুটজুতা আর বিনয়ী বিবেচক শেওলাভরা দাড়ি — এদের ছেড়ে যেতে পাঠকদের কষ্ট হয়। 'আবার পশমী দস্তানা, অর্ধেক-বুটজুতা ও শেওলাভরা দাড়ি' বইটির জন্য রাউদ অ্যান্ডারসেন ডিপ্লোমা পেয়েছেন।

কা. সের্গিয়েঙ্কো'র 'পিজ-বোর্ডের হৃৎপিন্ড' গল্পে সরল ও প্রাজ্ঞ, হৃদয়স্পর্শী ও বিদ্রূপাত্মক, অবাধ কল্পনা ও নিরেট পার্থিব পর্যবেক্ষণের সমন্বয় লক্ষণীয়। গল্পের বিষয় একটি ক্ষুদে মানুষ, হৃৎপিন্ড তার পিজ-বোর্ডের, লোকটির ঠিকানা কেউ জানে না,

আস্তানা গেড়েছে সে পুরনো কাঠের বাক্সে, আর বাক্সটিও বিবেচক, বিনয়ী, ওর পয়লা নম্বরের ইয়ার।

সের্গিয়েঙ্কোর নায়করা নিজেদের অদ্ভুত স্বভাবের জন্য বিশিষ্ট। প্রাজ্ঞ ও কুচুটে বিড়ালরা, একাধারে উষ্ণ ও শীতল — অনন্যই বটে, আর ওরাই পিজ-বোর্ডের হৃৎপিণ্ডয়ালা মানুষটির পয়লা নম্বরের শত্রু। তাদের প্রথম শিকার হল একটি ছোট্ট মেয়ে, যে পড়ে গিয়ে অনেক কাল শয্যাশায়ী। মেয়েটির বাবা ডাক্তার গ্রুম্ব্‌লার মেয়েকে সারিয়ে তোলার একমাত্র ঔষধ — পুরাকালীন বিশল্যকরণী — খুঁজে পাচ্ছেন না, পিজ-বোর্ডের হৃৎপিণ্ডয়ালা লোকটি ওই দৈব-ঔষধটি সংগ্রহ করে আনে, কিন্তু তাতে সে মারা পড়ে, কিংবা হয়তো কোন নক্ষত্র হয়ে যায়। পরে শিশুরা জানতে শুরু করে কীভাবে ওই অদ্ভুত মানুষটি রুগ্‌ণ মেয়ের বন্ধু হয়েছিল, শাগি নামের কুকুরটি বন্ধুদের জন্য কীভাবে কুচুটে বিড়ালদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছিল আর কীভাবে ডক গ্রুম্ব্‌লার বদলে গিয়েছিলেন। মঙ্গল পৃথিবীকে বদলায়, এবং সেজন্য বদলে যায় এই দলের সকলেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত প্রতি চারটি শিশুসাহিত্যের মধ্যে একটি হল ছড়ার বই। এ. নিত্‌, স. মিখালকভ ও মশ্‌কোভ্‌স্কায়ার কবিতাগুলি খুবই জনপ্রিয়। অন্যান্যদের মধ্যে আকিম, বেরেস্তভ ও জাখদেরের মতো কবিদেরও জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ইতিমধ্যে জাখদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁর বইগুলি অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, স্পেনীয়, আরবী, পোলিশ ও অন্যান্য ভাষায়। শিশুরা তাঁর মজাদার ছড়াগুলি পড়ে হাসিতে ফেটে পড়ে। তাঁর ছড়া ও কবিতা, বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ ও কাহিনীগুলি সংকলিত হয়েছে 'আমার কল্পলোক' গ্রন্থে। জাখদেরের রসরচনা সত্যনিষ্ঠ, অর্থবহ ও কৌশলী। প্রাণিজগৎ তাঁর কবিতার উপজীব্য, জীবজন্তুদের দেখেন ওদের বাস্তব স্বভাবের নিরিখে। সহজবুদ্ধি, তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ ও সদিচ্ছা সমন্বয়ের কল্যাণে যেকোন বিষয়ের রচনাই তাঁর হাতে রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি শিশুদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও পারিপার্শ্বিক জগতকে সৃজনশীলভাবে দেখতে শেখান।

ইরিনা তক্‌মাকভা শিশুমহলে সম্প্রতি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি উদ্দীপক ও বিনোদনমূলক খেলার মাধ্যমে শিশুদের

জীবনের জন্য প্রস্তুত করেন, পারিপার্শ্বিক জগৎ ও তার সৌন্দর্য তাদের সামনে তুলে ধরেন। 'কুক্কুটধ্বনি', 'পোনামাছ', 'সন্ধ্যার গল্প', 'অ-আ-ক-খ' — তাঁর এই প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি শিশুদের জন্য খুবই শিক্ষাপ্রদ।

কিশোর বয়সীরা স্বভাবজাত কোমলতাকে বিষণ্ণ ভ্রূকুটির আড়ালে ঢেকে রাখে। তাদের সম্পর্কে দুইভাবে বলা চলে: কথাবার্তার ধরন অনুকরণ করে, কিংবা যা কঠিনতর কিন্তু মহত্তর — ওদের বয়সের কথা বিবেচনা না করে তাদের সম্পর্কে পাঠকদের নির্জলা সত্যকথা বলে। দ্বিতীয় পথটিই ইয়াকভলেভের পছন্দসই। কিশোর সাহিত্যের জন্য যথার্থতা, বিশ্বস্ততা ও স্বাভাবিকতা অপরিহার্য। লেখকের প্রতিটি রচনায়ই এই গুণাবলী সহজদৃষ্ট।

আলেক্সিন, লিখানভ, আস্তাফিয়েভ ও অন্যান্যদের রচনাবলীতে প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে নৈতিক নিয়মাবলীর স্বীকৃতি, যুবজনকে নিঃস্বার্থপরতা ও সাহসের শিক্ষাদান, অন্যান্যদের জন্য চিন্তাভাবনার সামর্থ্য যোগান। আলেক্সিন সুগভীর সম্মান সহকারে তাঁর নায়কের ছবি আঁকেন এবং এভাবেই বড়দের জন্য দুর্গম কিশোরদের অন্তর্জগতে প্রবেশের পথ খুঁজে পান।

আলেক্সিনের 'বিষয়-আশয় ভাগাভাগি' গল্পটির শুরুতে আছে, 'দুপুরে শুনানির সময় ধার্য হয়েছে...।' কীভাবে মানবিক সম্পর্কগুলি ভেঙ্গে পড়ে গল্পে তা-ই দেখান হয়েছে। দুর্ভাগা ভেরা। মেয়েটি কেবল দিদিমার জন্যই টিকে থেকেছিল, যার... 'চোখগুলি কেবল করুণাঘনই ছিল না, একজন প্রতিবন্ধীর জন্য সেগুলি উদ্দীপনাও যোগাত। ওগুলি বিষণ্ণ করুণা জাগাত না, রোদনভরা আশ্বাস দিত না, খারাপ কিছুই ঘটবে না এমন একটা নিশ্চিতি জমাত।' ভেরার আত্মবিশ্বাস ছিল ও সেজন্য রোগের উপর জয়ী হতে পেরেছিল। ডাক্তারের, ওষুধের খোঁজে উদ্বিগ্ন ও তার রোগের আলোচনায় ব্যস্ত মা-বাবা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন যে তাদের পাশেই নিজস্ব জীবনবোধ নিয়ে আরেকটি মানুষ বেড়ে উঠেছে। পরিবার যে-সুতোয় বাঁধা ছিল এক সময় তা ছিঁড়ে গেল।

লেখকের ভাষায়, 'অস্তিত্বের লড়াইয়ে মানুষ প্রায়ই বিবেকহীন হয়ে পড়ে...'। তাই ভেরার মা বিষয়-আশয় ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত

নেন। অর্থাৎ তিনি দিদিমার কাছ থেকে মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের কাছে আনার কথাই ভেবেছিলেন। আদালতে যাওয়ার আগে ভেরা মা-বাবার জন্য মর্মস্পর্শী একটি চিরকুট রেখে গিয়েছিল। 'মামলাশেষে বিষয়-আশয়ের যে-অংশটুকু দিদিমার ভাগে পড়বে আমি তাতেই থাকব।'

আলবার্ত লিখানভের 'প্রবঞ্চনা' গল্পে পারিবারিক জীবনে বিদ্যমান জটিল সমস্যাবলীর প্রাধান্য লক্ষণীয়। তিনি কিশোরদের আত্মিক জগৎ নিরীক্ষায় এবং একটি বাস্তবধর্মী সাহিত্য সৃষ্টিতে আগ্রহী। 'প্রবঞ্চনা' গল্পে পনেরো বছরের মাতৃহীন, বিপিতার অত্যাচারপীড়িত একটি বালকের নৈতিক বোধগুলি ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু, সে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি সংগ্রহে ব্যর্থ হয় নি।

বুদ্ধিমতী, সুশ্রী লেনা পলিওমায়েলাইটিসে পঙ্গু, বাঁধা পড়েছে হুইল-চেয়ারে, তবু তার ভালবাসার শক্তি সুস্থ সমবয়সীদের তুলনায় গভীরতর, বলিষ্ঠতর। তার রোগ ও ভালবাসা, লেখকের জন্য যা আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী, তাকে জীবনের এই জটিল আবেগঘন পরিস্থিতিতে দুর্বল করার বদলে সবলা করেছে। গল্পটি লিখানভের 'সূর্যগ্রহণ'।

প্রতিবেশ আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং বাস্তুসংস্থানিক শিক্ষাও খুবই জরুরি। এটা মানবিকতা, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও দ্বন্দ্বমূলক চিন্তনের উপর নির্ভরশীল। এইসব বিষয়বস্তু নিয়ে চমৎকার বই লিখেছেন স্লাদ্‌কভ, দমিত্রিয়েভ, সাখারনভ ও আরো অনেকে। ভিতালি বিয়ান্‌কির শিষ্য হিসাবে স্লাদ্‌কভ তাঁর 'আড়চোখে দেখা' বইটি গুরুকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর অন্যান্য রচনা: 'রুপার লেজ', 'ভালুক পাহাড়', 'ধূর্ত পক্ষিছানা', 'পাখির বন্ধুত্ব'। বিয়ান্‌কি লিখেছিলেন 'বনের সংবাদপত্র' আর স্লাদ্‌কভ 'জলতলের পত্রিকা'। স্লাদ্‌কভের অন্যান্য জনপ্রিয় বই: 'প্রহেলিকার গ্রহ', 'বালুভূমিতে জীবন', 'সূর্যের যৎকিঞ্চিৎ'।

প্রকৃতি হল ইউরি দ্‌মিত্রিয়েভের মূল বিষয়। তাঁর সেরা রচনাবলী — 'মানুষ ও জীবজন্তু', 'অরণ্যের আকরগ্রন্থ' ও 'এ গ্রহে আমাদের প্রতিবেশীরা' লহরী — এগুলি কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত।

একজন গল্পকার, ইতিহাসবিদ, প্রকৃতিবিদ ও কবি হিসাবে তিনি তাঁর বইগুলিতে নিজ প্রতিভা অবাধে ঢেলেছেন। তিনি নিজেকে একজন প্রচারক হিসাবেও উপস্থিত করেন। 'বসবাসের মতো আমাদের শুধু একটি পৃথিবীই আছে' রচনায় এই প্রচারকের প্রতিভার স্বরূপটি ধরা পড়ে। এই গ্রন্থলহরীর প্রথম খণ্ডের নাম কিছুটা হতাশাব্যঞ্জক: 'মানুষ পৃথিবীকে ধ্বংস করছে'। এবং তাতে আছে সভ্যতার ইতিহাস, নৃবংশানুসৃতির উপাদান সহ গোটা জীবমণ্ডলের উপর সভ্যতার প্রতিক্রিয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব। দ্বিতীয় খণ্ড 'মানুষ পৃথিবীকে রক্ষা করছে', অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার প্রকল্প এবং মানবজাতি যেসব সমস্যার মুখোমুখি সেগুলি বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক পৃথিবী রক্ষাকে একটি বৈশ্বিক কর্তব্য হিসাবে উল্লেখ করেন। শিশুদের সঙ্গে তার এই আলাপ যদিও রীতিমত একটি গুরুতর বিষয় নিয়ে, তবু বইটি একাধারে সহজ, সাবলীল ও মনভোলান শৈলীতে লেখা।

আমরা এভাবেই বেড়েছি

কিছুকাল আগেও উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দ ছিল একটি পুরনো শহর আর আজ একটি নতুন চমৎকার আবাসিক এলাকায় তার রূপবদল ঘটেছে। শহরের একটি সড়ক, গাছগাছালির সবুজে ঢাকা, শাআখমদ শামাখমুদভের নামাঙ্কিত। সড়কটি দিয়ে এগিয়ে বাগ লেনে (বাগ উজবেক ভাষায়ও বাগিচা) ঢুকলে সামনেই ৩১ নং বাড়িটি চোখে পড়বে, তাতে লাগান একটি ফলকে লেখা আছে: 'বাড়ির মালিক কর্মকার শামাখমুদভ পরিবার, যারা দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ১৪টি অনাথ শিশুকে লালন পালন করেছিলেন।' ৩১ নং বাড়ির লাগোয়া আরও পাঁচটি বাড়িতে থাকে এদের সন্তান, পৌত্রপৌত্রী ও প্রপৌত্রপৌত্রীরা, মোট ৫১ জন।

'দেখুন, আমরা এ ভাবেই বেড়েছি', বললেন কর্মকারের বিধবা বাখ্রিখন। তাঁর স্বামী শামাখমুদভ মারা গেছেন ১৬ বছর আগে ৭৯ বছর বয়সে। বেঁচে থাকলে আজ ৯৫ বছরে পড়তেন। বাখ্রিখনের বয়স ৮৪, যদিও চেহারায় তা ততটা স্পষ্ট নয়, তবু

বয়সের খেসারত তো থাকেই, আর তাতে স্মৃতিশক্তি খুইয়েছেন তিনি। এখন তাঁর পক্ষ থেকে কথার জবাব দেয় নাতনী নাতাশা, দিদিমার প্রিয়পাত্রী। নাতাশার বয়স ২১, কাজ করে স্থানীয় মাতৃসদনের ল্যাবরেটরিতে, আরও পড়াশোনা করছে পত্রমাধ্যমে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে রুশ ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক উজবেক ইনস্টিটিউটে। তাঁর কাছে লেখা আছে শামাখমুদভের পরিবারের গোটা ইতিহাস।

দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময় দেশের পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চল থেকে উজবেকিস্তানে সরিয়ে আনা হয়েছিল শত শত শিল্পোদ্যোগ এবং এইসঙ্গে আসে ২ লক্ষ শিশু সহ ১০ লক্ষ মানুষ। উজবেকিস্তানের সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিশুভবনের জন্য সেরা বাড়িগুলিই বরাদ্দ করা হয়েছিল। কী কঠিন ছিল সেইসব দিন। প্রথমে শিশুদেরই দেয়া হত খাবার, ফল ও ফলের রস।

অনেক এতিম শিশুকেই দত্তক নিয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দারা। এদেরই একজন ছিলেন নাতাশার দাদু, পূর্বোক্ত কর্মকার। সমরশিল্পের পক্ষে অপরিহার্য বিধায় তাঁদের মতো লোকদের আর যুদ্ধে যেতে হয় নি। ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে শামাখমুদভ শিশুভবনে যান এবং শিক্ষিকা তাঁকে ইচ্ছামতো স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়ে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেন। শাশা বুনিনকে নিয়ে চলে যাওয়ার সময় আরেকটি ছেলে ছুটে এসে সরু সরু হাতে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে। সে মিখাইল য়ারুলিন। কেঁদে-কেটে অস্থির য়ারুলিন বলেছিল, 'চাচা, পায়ে পড়ি, আমাকেও নিয়ে চলো, একটুও দুষ্টুমি করবো না, তোমার জন্য খাটব।' শামাখমুদভ মিশাকে নেওয়া স্থির করেন। তারপর তিনি দত্তক নেন এই নাতাশার বাবা ফেদিয়াকে। অল্পদিনের মধ্যেই সংখ্যাটি চৌদ্দতে পৌঁছয় এবং এরা ছিল রুশ, ইউক্রেনীয়, বেলোরুশ, ইহুদি, তাতার, উজবেক, কাজাখ, মোলদাভীয়, জিপ্সি, ও চুভাস জাতিসত্তার শিশু। নিঃসন্তান বিধায় শামাখমুদভ দম্পতি একটি সন্তানই দত্তক নিতে চেয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি শিশুকে দত্তক নেওয়ার চেয়ে মহত্তর কিছু তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল। যেসব ভ্রাতৃপ্রতিম জাতিদের ভূমি জার্মান নাৎসিরা দখল করেছে তাদের প্রতি এটাকে একটি কর্তব্য হিসাবে তাঁরা দেখেছিলেন এবং

প্রতিটি শিশুকে মায়ের ভালবাসা ও বাবার যত্ন দিতে যথাসাধ্য করেছেন। শিশুরাও তাঁদের আপন মা-বাবার মতোই ভালবাসত।

আপন সামর্থ্যে এতগুলি ছেলেমেয়েকে খাওয়ানো-পরানো অবশ্যই কঠিন ছিল। তবে রাষ্ট্র সাহায্য করত। তাঁরা রেশন হিসাবে পেতেন রুটি, কাপড়, জুতা, জ্বালানি, এমনকি তাদের গরু ও ভেড়ার জাব পর্যন্ত। মেয়েরা সর্বক্ষণ মাকে সাহায্য করত। পরিবারের ছিল নিজস্ব সবজিখেত ও ফলবাগান। প্রতিবেশীরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল। এলাকার বাসিন্দারা একটি নতুন কামরা তৈরি করে দিয়েছিল, কেননা যুদ্ধের আগে এই কর্মকার একটি ছোট বাড়িতে থাকতেন যেখানে এখন ষোল জন মানুষের স্থানসঙ্কুলান হত না।

অনেকের কাছে বিস্ময়কর হলেও সত্যিসত্যিই বিভিন্ন জাতিসত্তার শিশু হওয়া সত্ত্বেও তারা শামাখমুদভের সংসারে ঝগড়া-ঝাঁটি করত না, কারণ সেখানে ন্যায় ছিল সর্বোচ্চে, অবহেলিত মনে করত না কেউ। তারা পরস্পরকে সাহায্য করত। সরলমনা এই দম্পতি চাইত যে সবাই লেখাপড়া শিখুক। এদের একজন ইঞ্জিনিয়ার, আরেকজন রাষ্ট্রীয় খামারের কর্মী, তৃতীয়জন বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষক। আগেকার শিশুদের এখন নিজেদের পরিবার হয়েছে। সবাই চাকুরি করছে। নাতাশার বাবা ইঞ্জিনিয়ার। সে বলল: 'আমাদের পরিবারে আমরা ভাইবোন তিনটি। বড় ভাই ওলেগ — সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে অফিসার, ছোট ভাই কস্তিয়া — মাধ্যমিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র আর আমি বিয়ে করেছি সম্প্রতি, স্বামী গেরমান সাবিরভ নির্মাতা-ইঞ্জিনিয়ার। আমরা আজীবন দাদু ও দিদিমার আদর্শ মেনে চলব।'

সোভিয়েত জাতিসমূহের বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গির কল্যাণে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধজয়ে সমর্থ হয়েছে। নাতাশা বলল: 'আমার দিদিমার উনত্রিশটি নাতিনাতনী আর সবগুলির প্রতিই তার সমান দরদ। আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে মানুষ করা হয়েছে আর আমরা নিজের সন্তানদেরও সেভাবেই গড়ে তুলব।' কর্মকার শামাখমুদভের নামে তাশখন্ড শহরে একটি স্মৃতিমিনার স্থাপিত হয়েছে, তাতে আঁকা আছে শামাখমুদভ, বাখ্‌রিখন ও চৌদ্দটি দত্তক সন্তানের প্রতিকৃতি।

ইউগেনিয়া কলসভা লেনিনগ্রাদের ১২৩ নং স্কুলে রসায়নের শিক্ষিকা। অনেক ছাত্রছাত্রীকেই তিনি পেশানির্বাচনে সাহায্য করেছেন, তাদের ২ শতাধিক এখন ডি. এস-সি ও পি-এইচ ডি। 'সবাই অবশ্য রসায়নবিদ হয় নি' বললেন ইউগেনিয়া। 'কেউ কেউ ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা জীববিদ হয়েছে। তবে, সবাই প্রতিভাবান, দয়ালু ও বর্তমানে খুবই কর্মব্যস্ত। এতটা ব্যস্ততা সত্ত্বেও কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা মাঝেমধ্যে স্কুলে, রসায়ন শ্রেণীকক্ষে আসতে ভোলে না।'

ইউগেনিয়া কলসভার রসায়ন কক্ষটি একটি সাধারণ মাধ্যমিক স্কুলে হলেও এখানকার আগন্তুকদের মধ্যে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ছাড়াও থাকেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিদেশের শিক্ষকরা। তাঁরা সকলেই সর্বব্যাপ্ত সুখসৃষ্টিতে সক্ষম শিক্ষণের নিখুঁত প্রণালী পরীক্ষায় ইচ্ছুক। তিনি মনে করেন, নিজস্ব কোন আকর্ষণীয় প্রণালী না থাকলে ছাত্রছাত্রীরা যত প্রতিভাবানই হোক না কেন তারা দুষ্টামি করবে আর তেমন কিছু থাকলে ছেলেমেয়েরা কখনই শ্রেণীকক্ষ ছাড়তে চায় না।

ইউগেনিয়া ১৯২৮ সালে লেনিনগ্রাদের গের্ৎসেন শিক্ষাবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা পান। আজও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন তাঁর শিক্ষক ও উৎসাহদাতা প্রফেসর ভাদিম ভের্খভস্কিকে, যিনি 'রসায়ন বিক্রির' কৌশলটি ভালই জানতেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রসায়নের জন্য ভালবাসা লালন করেছিলেন, তাদের বিষয়টি ভালভাবেই শিখিয়েছিলেন। ইউগেনিয়া রসায়নের রহস্য আবিষ্কারের জন্য সারা জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। অবস্থা ছিল অনুকূল। কাজের সুযোগ পান বিজ্ঞান আকাদমিতে। পি-এইচ. ডি ডিগ্রির জন্য কাজ শেষ হতেই আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে আটকা পড়ে যান। তিনটি শিশুর দেখাশোনা করতেন তখন। শত্রুদের সম্ভাব্য রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রেক্ষিতে জনগণকে আত্মরক্ষায় শিক্ষাদানে নিযুক্ত একদল শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করারও প্রস্তাব আসে।

নাৎসিদের অশ্রান্ত গোলাবর্ষণে লেনিনগ্রাদের ৪০০ স্কুল ধুলোয় মিশে যায়। কিন্তু অবশিষ্ট ৩৯টি স্কুলে প্রতিদিন সকালে নিয়মিত

ঘণ্টি বাজতে থাকে। এগুলির একটিতে রসায়ন শিক্ষকার চাকুরি নেন ইউগেনিয়া। স্কুলের মেঝে তখন ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোয় বোঝাই, রাসায়নিক দ্রবগুলি টেস্টটিউবে জমে গেছে। ছেলেমেয়েরা শ্রেণীকক্ষে বসত গায়ে ওভারকোট ও মাথায় টুপি পরে। তিনি জানতেন এদের সবাই ক্ষুধার্ত এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে ওদের কাছে শুধু রসায়ন 'বিক্রিই' নয়, ভবিষ্যতের জন্য আস্থা ও আশা লালন করাও দরকার। শেষ পর্যন্ত যে শত্রুর পরাজয় নিশ্চিত এই সত্য তাঁকে তাদের বোঝাতেই হবে।

জমাট দ্রবগুলি গলাতে গলাতে তিনি ছেলেমেয়েদের বলেছিলেন, 'আমি একটি রসায়ন সমিতি গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছি। তোমরা প্রত্যেকে একটি করে ছোটখাটো গবেষণা চালাবে। প্রথমে ছোট, পরে বড় কিছু আবিষ্কার করবে।' যুদ্ধের পর আর বিজ্ঞান আকাদমিতে ফিরলেন না তিনি।

স্কুলে তাঁর কাজ আজ সত্যিকার গবেষণা হিসাবে স্বীকার্য। অবশ্য লেখা নিবন্ধটি নেই, তবে সেটা কেবল পাওয়া যাবে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্যে, স্কুলের চল্লিশ বছর বয়সী রসায়ন সমিতিতে, ২২ বছরের পুরনো স্কুলের রসায়ন জাদুঘরে। ইদানীং সোভিয়েত নগরপাল ইউগেনিয়ার সঙ্গে দেখা করে তাঁর জাদুঘরটিকে শহরের জাদুঘরে 'উন্নীত করার' প্রস্তাব দেন। তিনি লক্ষ করেন যে প্রদর্শদ্রব্যগুলির লেবেল অভিন্ন ধরনে ছাপান ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই, জিনিসপত্র সবই সঠিকভাবে সাজান আছে।

ইউগেনিয়া সবিনয়ে ও দৃঢ়ভাবে 'উন্নীত করার' প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা জাদুঘরের 'জীর্ণ' অবস্থার মধ্যে স্কুলের গোটা রসায়ন সমিতির জীবনের ঐতিহ্য মূর্ত হয়ে আছে। তাঁর মতে প্রতিটি প্রদর্শবস্তু হল রসায়ন পঠন, আলোচনা, সম্মেলন বা প্রতিযোগিতার এককেটি বিষয়। এই আকরিক, টেস্টটিউব ও নকল জিনিসপত্রের গোটাটাই জাদুঘরের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ও প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীর হাতে তৈরি। তাই লেবেল অভিন্ন হবে কেন? জিনিসগুলি নাড়াচড়া না-করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই তিনি মনে করেন।

তাঁর তৈরি স্কুলের গবেষণা সমিতির বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সম্মেলন ও নিবন্ধ পাঠের নির্ঘণ্টগুলি অনেক সময়ই নানা স্মরণীয়

দিন ও উৎসবের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ৬০তম জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা দেশের সবগুলি অঙ্গপ্রজাতন্ত্রে রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ দেখানোর জন্য প্রজাতন্ত্রের পরিলেখ নামে কয়েকটি মঞ্চ তৈরি করেছিল। এইসব 'পরিলেখের' কয়েকটিতে ছিল মানচিত্র ও রেখাচিত্র, অন্যগুলিতে কেবল টেস্টটিউবে তেল, শেইল-খণ্ড, কৃত্রিম আঁশের নমুনা। মঞ্চগুলি শেষে পাঠসহায়িকা ও জাদুঘরের প্রদর্শবস্তু হয়ে উঠেছিল।

বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী দ. মেন্দেলেয়েভের ১৫০তম জন্মজয়ন্তীতে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে কিছু বলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ইউগেনিয়ার ভাষায়, 'তাতে এমন একটি জীবনী গড়ে উঠেছিল যার হদিশ পাঠ্যবইতে নেই, যা অবশ্যই বিজ্ঞানেতিহাসবেত্তাদের কৌতূহল জাগাত, কেননা এজন্য নির্বাচিত তথ্যগুলি এসেছিল পক্ষপাতশূন্য শিশুমন থেকে।' সমিতির জয়ন্তীসভায় জীবনীটি বাদ্য-সহকারে পঠিত হয়েছিল।

ইউগেনিয়া প্রতিদিন স্কুলে যান, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে দুটি করে ক্লাস নেন, জাদুঘরটি দেখাশোনা করেন। যদিও তাঁর একটি প্রপৌত্র আছে, অবসর নিতে পারতেন ২০ বছর আগে, সেই প্রসঙ্গে বললেন: 'জীবনের অর্থ হল নিজেকে অপরের জন্য নিঃশেষে দান করা, নিজের জ্ঞানটুকু অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা। নিজেকে তা থেকে বঞ্চিত করব কেন? বরং আমি সেটাই করতে যাই।' তিনি গতকাল ছাত্রছাত্রীদের যে-পরীক্ষাটি দিয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করলেন। তাদের উদ্ভাবনের অনুপ্রেরণা যোগানো তাঁর লক্ষ্য। তিনি বললেন: 'আমি তাদের এই পরীক্ষাটি করতে বলি — বিভিন্ন ছাঁকনির মাধ্যমে একই দ্রব ফিলটার করো। ছাঁকনি হিসাবে তারা আনল পাশের দোকানে মাখনের মোড়কে ব্যবহৃত কাগজ, স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য দোকানে বিক্রেয় কাগজ, মুরগির চামড়া। তাদের দিই ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দ্রব। তারা দেখল যে ক্লোরাইড এসব ছাঁকনি দিয়ে তৎক্ষণাৎ চুইয়ে পড়ে, কিন্তু ক্যালসিয়ামের সময় লাগে বেশি। দেখলাম শিশুরা এই সামান্য নিজস্ব আবিষ্কারে দারুণ খুশি।'

কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়ার জন্য তিনি নতুন স্কুল-সংস্কারের খুব প্রশংসা করলেন। তাঁর মতে ছেলেমেয়েদের অবশ্যই কাজ করতে হবে, অন্যথা তাদের কিছুই শেখান যাবে না; তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে, অন্যথা তারা সবচেয়ে উত্তেজনাকর বিজ্ঞানসমূহ ও সাধারণভাবে জীবনে কৌতূহল হারাবে।

তাঁর সাফল্যের গোপনকথাটি জানতে চাইলে বললেন: 'শিশুদের ভালবাসি, এই আমার গোপনকথা।'

চিচিংফাঁক

সোভিয়েত ইউনিয়নে এবার আমার দ্বিতীয় সফর। নভস্তি প্রেস এজেন্সিকে প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক, কিশোরদের আদর্শ বীরনায়ক, আর্কাদি গাইদারের স্মৃতিসৌধে একটি পুষ্পস্তবক অর্পণের ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলাম। তাঁরা রাজি হন এবং ব্যস্ত নির্ঘণ্ট সত্ত্বেও কানিভ শহরে আ. গাইদারের স্মারণিক জাদুঘর দেখার একটি দিন নির্দিষ্ট করেন।

গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আন্তরিক সংবর্ধনা জানান গাইদার-বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রসিদ্ধ বরিস কামভ ও জাদুঘরের পরিচালক গিরজা। জাদুঘরের সামনে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উপস্থিত শিক্ষকরাও আমাকে স্বাগত জানান।

আমাকে ফুল উপহার দেয়ার প্রতিযোগিতা দেখে অবাক হলাম। একটি সত্যিকার হার্দ অভিনন্দন। তারপর আমরা একটি হলঘরে সমবেত হই, এবং কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর আমি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ শুরু করি। তাদের জিজ্ঞেস করি: 'তোমাদের মতে দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী কে?' সবাই হাত তোলে এবং আনন্দে চেঁচিয়ে বলে 'আমি'। আমার চোখ আনন্দের অশ্রুতে ভিজে ওঠে, মনে মনে বলি পৃথিবীর সব শিশুই যেন এমন কথা বলতে পারে।

'শিশুদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম সবকিছু যোগানই মানবজাতির কর্তব্য' — ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত এই ঘোষণার কথা মনে পড়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিশু ও কিশোরদের সাহিত্যিক সমিতি

আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমি বিশেষজ্ঞদের অভিমত শুনছিলাম। আলোচনা চলছিল শিশুদের বিকাশ ও শিশুসাহিত্য নিয়ে। আমি ভারতীয় লেখকদের অভিমত ও অনুভূতির কথা জানিয়েছিলাম। সাহিত্যের, বিশেষত শিশুসাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য আনন্দদান, আমরা ভারতে শিশুদের কল্পনাশক্তির বিকাশে, মূল মানবিক মূল্যবোধগুলির প্রতি, প্রকৃতি ও যাবতীয় আনুষঙ্গিকের প্রতি তাদের উৎসাহ জাগাতে, তাদের অনুসন্ধান ও গবেষণার অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করি এবং তা যথাসাধ্য আকর্ষক শৈলীতে। শিশুসাহিত্যে সাধারণ সাহিত্যের কাঙ্ক্ষিত গুণাবলীই শুধু নয়, আরও মৌলিক, আরও প্রয়োজনীয় কিছু থাকা চাই — ম. গোর্কির এই অমূল্য উপদেশ আমরা মান্য করি।

এই শতকের গোড়া থেকে শিশুমনে মানবিক মূল্যবোধ জন্মানোর আদর্শের ভিত্তিতেই শিশুসাহিত্য বিকশিত হয়েছে। 'সত্য, শিব ও সুন্দর' — এই হল ভারতীয় সাহিত্য ও শিশুসাহিত্যের দিশারী নীতিসূত্র। পদ্য, গদ্য, গল্প বা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় শিশুদের চরিত্র গঠন ও তাদের মনে শৃঙ্খলাবোধ লালনকে সর্বদাই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ, মানব ও অতিমানব, অতীত ও বর্তমান, ইতিহাস ও ভূগোল — সবই মানুষী কৌতূহল ও মানুষী মর্যাদাবোধের মূল কাঠামোয় বেঁধে দেয়া হয়েছে। ভারতের সবগুলি মহৎ সাহিত্যসৃষ্টিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে এইসব বিষয়বস্তু উপস্থিত। 'কথাসরিৎসাগর' 'কথামঞ্জরী', 'বৃহৎ কথা,' 'পঞ্চতন্ত্র' গল্প কেবল ভারতেই নয়, এগুলির অনুবাদ সারা দুনিয়ার পাঠক ও লেখকদের আকৃষ্ট ও উদ্দীপ্ত করেছে।

ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থগুলি গল্প, উপকথা, উপাখ্যান ও দৃষ্টান্তের এক সমৃদ্ধ ভান্ডার। যেকোন ব্যক্তির কল্পনার সমকক্ষ হওয়া ছাড়াও এগুলি চরিত্রগঠন ও ভবিষ্যবাদী বিজ্ঞানোপন্যাসের কাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত উপাদান যোগায়।

দেশ ও বিদেশের পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে আমার সম্পাদিত শিশুদের পত্রিকা 'নন্দন'-এর একটি বার্ষিক সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং সংখ্যাটির জন্য শুধু শিশুরাই নয়, বড়রাও সাগ্রহে

অপেক্ষা করে। বিভিন্ন ভাষা ও জাতির মানুষের মধ্যে ব্যাপক হারে পৌরাণিক কাহিনীর সমৃদ্ধ সম্ভার বিনিময় পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নয়নের জন্য একটি ফলপ্রসূ ভিত্তি হতে পারে। শিশুদের মধ্যেকার এই সমঝোতা নিশ্চিতই সর্বজনীন মৈত্রী এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির এক নবযুগ আনবে।

গত পঁচিশ বছরে শিশুসাহিত্যিকরা এক দীর্ঘ পরিক্রমা শেষ করেছেন এবং একটি সরল ও সাবলীল রচনাশৈলী খুঁজে পেয়েছেন। শিশুসাহিত্য ক্রমেই বিশেষীকরণের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। শিশুদের জন্য সচিত্র বর্ণোজ্জ্বল বইপত্রের আভাব আজও আছে। ছোটদের পড়ে শোনানোর এবং রঙবেরঙের বইপত্র এখনো সহজলভ্য নয়। খেলনা-বইও ভারতে নেই। গীতিকবিতা ও ছড়ার সচিত্র, শোভন বইপত্রও দুর্লভ।

ভাল বইপত্রের ব্যবস্থা ও পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান যাবতীয় মহৎ ধ্যানধারণার লক্ষ্য অর্জিত না-হওয়া পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলা প্রয়োজন। জ্ঞান সূর্যালোকের মতোই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, সারা দুনিয়ার মানুষকে উজ্জীবিত করবে। স্মর্তব্য, বিভিন্ন দেশের শিশুসাহিত্যের লেখক, কবি ও চিত্রীদের সফরবিনিময় এই লক্ষ্যার্জনের একটি জরুরি শর্ত।

আমরা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিশুসাহিত্যিকদের একটি পরিষদ গড়ে তুলেছি। সংস্থাটি হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রুশ শিশু-বিশ্বকোষ অনুলেখনে উদ্যোগী হয়েছে। আমরা অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যেকোন উদ্যোগে শরিক হতে উৎসাহী।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আমি শিশুদের অনেকগুলি চলচ্চিত্র দেখেছি। শিশুরা স্বভাবতই চলচ্চিত্রলোভী। এগুলিতে সার্কাস, কৌতুক, ধাঁধা, তামাশা ও নাচ-গান থাকলে তাদের আকর্ষণ আরও বাড়ে। দেশের সবগুলি ছবিঘরেই এই ধরনের কমেডি দেখান হয়।

এগুলির একটির নাম 'ইরালাস'। প্রখ্যাত নাট্যকার আলেকসান্দর খমেলিক ছবিটি তুলতে শুরু করার পরও যুৎসই নাম খুঁজে পান নি। গোটা প্রকল্পটির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তিনি রেডিও মাধ্যমে শিশুদের কাছে এজন্য একটি আবেদন জানান, পর্যাপ্ত চিঠিপত্র

আসে। সুপারিশের বোঝা সামলাতে কর্মীদের তখন হিমসিম অবস্থা।

চিঠিপত্রের বাণ্ডিলে একটি চিঠি ছিল মস্কোর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী মাশার। তাঁর সুপারিশ: 'ইরালাশ' অর্থ — চূড়ান্ত হল্লা ও হোল্লড়। প্রত্যেকেই নামটি পছন্দ করে এবং এই ধরনের ছবি তৈরি শুরু হয়। সাধারণত তিন মিনিটের এসব ছোট্ট কমেডিতে থাকে শিশুদের জন্য হাসি-তামাশার মাধ্যমে শিক্ষণীয় কিছু। প্রায়শই মস্কোর স্কুলের ছেলেমেয়েরা 'ইরালাসে' অভিনয় করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতি বছর শিশুদের জন্য তৈরি হয় কমপক্ষে ত্রিশটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি। অর্থাৎ দেশের প্রতিটি অষ্টম ছবিটিই শিশুদের। কেন্দ্রীয় গোর্কি চলচ্চিত্র স্টুডিয়ো কেবল শিশুদের ছবিই তৈরি করে। সারা দুনিয়ায় আর কোথাও এমন স্টুডিয়ো নেই।

'সয়ুজমুলতফিল্ম' স্টুডিয়ো দেখার অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। এখানেই তোলা হয় শিশু ও কিশোরদের ছবিগুলি: বিজ্ঞান-বিষয়ক ছবি, মানুষের ভাষায় কথা বলে এমন সব পশু-পাখির ছবি, কার্টুন ফিল্ম এবং ভ্রমণ, বীরত্ব, লোককাহিনী ও মহাশূন্য-ভ্রমণের ছবি। ওখানকার দশ থেকে বারোটি ইউনিট সর্বদাই কর্মব্যস্ত।

কুশীলবদের অধিকাংশই শিশু কিংবা কিশোর-কিশোরী। তারা মস্কো চলচ্চিত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং নিজ কাজের সঙ্গে তারা কতটা নিবিড়ভাবে জড়িত তা না দেখলে বিশ্বাস্য মনে হবে না। একটি ইউনিট ছবি তুলছে, পাশেই শিশুরা কার্টুন ছবির জন্য কার্টুন তৈরি করছে, আরও কোথায় রূপকথার রাজ্য তৈরির আয়োজন চলছে — এই হল সেখানকার স্বাভাবিক চিত্র।

রাশিয়ায় প্রথম পুতুল-চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল ১৯০৮ সালে। স্টুডিয়োতে ঘুরতে ঘুরতে মনে পড়ল ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার কল্যাণে শিশু-চলচ্চিত্র সমিতির জন্য, এমনকি বড়দের জন্যও চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল। আলেকসান্দর জগুরিদি ইংরেজি সাহিত্যিক র. কিপ্‌লিঙের গল্পের ভিত্তিতে তৈরি করেন 'রিকি টিকি তাবি'। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নে তোলা এই ছবিতে টেডির পোষা নেউল কীভাবে প্রভুকে মারাত্মক বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়েছে তাই দেখান হয়েছে।

আরেকটি ছবি — 'কালাপাহাড়'। খাজা আহমদ আব্বাসের

কাহিনীভিত্তিক এই ছবিটিও তৈরি হয়েছিল সোভিয়েত সহযোগিতায়, পরিচালক ছিলেন জগন্নিরদি ও ম.স. শেঠি। গল্পটি এরূপ: কালাপাহাড় আসলে একটি মদ্দা হাতি, পালের গোদা, খাবার ও জল খুঁজতে গিয়ে সদলবলে বনপালের খেদায় ধরা পড়ে; কালাপাহাড় ছাড়া বাকি সবাই পোষ মানে, কিন্তু বনপালের ছেলে কালাপাহাড়কে ভালবেসে ফেলে এবং পোষ মানায়। কালাপাহাড়ের ছেলে 'তুফান' এক সময় পাগল হয়ে যায় এবং গ্রামের মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে কালাপাহাড় আপন সন্তানকে হত্যা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াল্ট ডিজনির মতো চলচ্চিত্রনির্মাতা ভিচেস্লাভ কতেনচাকিন সোভিয়েত ইউনিয়নে জনপ্রিয়। ডিজনির মিকি মাউসের মতোই তাঁর খরগোসটিকে সবাই ভালবাসে। একটি হোঁতকা নেকড়ে তাকে তাড়া করে ফেরে। আরেকজন পরিচালক আলেক্সান্দর রো রূপকথার চলচ্চিত্রকার হিসাবে স্বনামখ্যাত।

আরব্য-উপন্যাস শুধু শিশুমহলেই নয়, বড়দের কাছেও খুবই জনপ্রিয়। আলাদিন ও সিন্দবাদের কাহিনী শুনতে শুনতে সম্রাট শাহরিয়ার মতো আমাদের ঘুমও উবে যায়। আলাদিন হাঁকে 'চিচিংফাঁক' আর গুহার ফটক খুলে যায়।

লতিফ ফায়জেয়েভ পরিচালিত 'আলীবাবা ও চল্লিশ চোর' ছবিতে ভারতীয় ও সোভিয়েত শিল্পীরা অভিনয় করেছেন। এই ধরনের পুরনো কাহিনী বেছে নেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে জানালেন: 'অমঙ্গলের উপর মঙ্গলের জয়লাভের ঘটনা তো চিরনবীন। আরেকটি উদ্দেশ্যও ছিল — দর্শকদের সামনে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়নাভিরাম স্থান, মানুষ ও রীতিনীতির প্রামাণ্য নজির উপস্থাপন। আলীবাবা গল্প হলেও সকল যুগের সত্যিকার জীবনের একটা বড় অংশও বটে।'

শিশুদের চলচ্চিত্রকার হিসাবে সোভিয়েত শিশুমহলে ইভান ইভানোভ, দিনারা আসানভা, ভ্লাদিমির ক্রুস্‌চভস্কি ও এদুয়ার্দ গাব্রিলভ সুপরিচিত নাম। 'আনুগত্য' নামের শিশু-চলচ্চিত্রটি রীতিমত অবিস্মরণীয়। গল্পটি একটি ছোট্ট মেয়ে ও একটি দ্বীপকে নিয়ে। মেয়েটি দ্বীপে সুখেশান্তিতে অনেকদিন কাটিয়েছে, কিন্তু শীতে সে সাঁতরে দ্বীপে আসতে পারে না বলে দ্বীপটি খুবই

নিঃসঙ্গ বোধ করে। শেষ পর্যন্ত দ্বীপটি কোনক্রমে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারে। ছবিটি "ফ্রলিচ্‌কা' স্টুডিয়োতে তোলা।

'একটি ভাল বই ও একটি ভাল ছবি অবশ্যই শিশুবোধ্য হবে' — সের্গেই মিখালকভের এই উক্তিটি সোভিয়েত ইউনিয়ন কার্যত বাস্তবায়িত করছে।

সফেদ সোনার শহর

উজবেকিস্তানে নানা ধরনের ডালিম, আঙুর, পিচ, এপ্রিকট, ফুটি ও তরমুজ অঢেল। সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার এই বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের রাজধানী তাশখন্দ। এখানকার একটি প্রবাদ: যেখানে জল সেখানে নাখ্‌লিস্তান (আঙুর), যেখানে জল নেই সেখানে কাবরিস্তান (কবরভূমি)। কয়েক'শ বছর আগে এই অঞ্চলে দারুণ জলাভাব ছিল। সেজন্য আজও এখানে জলের নাম আবে হায়াৎ (প্রাণসুধা)। এখন সারা এলাকায় খালের জাল ছড়ান আর মরুভূমি হয়ে উঠেছে নাখ্‌লিস্তান। তাশখন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম সুশ্যামল শহর। এখানে সর্বত্রই ফুল: চৌরাস্তার মোড়ে, পার্কে, পথপাশে। শহরে বাহারী ঝোপঝাড়ও অঢেল। কৃত্রিম হ্রদ ও বাগবাগিচায় সারা শহর অপরূপা।

১৯৬৬ সালে এক মারাত্মক ভূমিকম্পে তাশখন্দ বিধ্বস্ত হয়। বড় বড় দালান সহ অসংখ্য বাড়িঘর ধূলিতে মিশে যায়। শহরটি গড়া ও বাসযোগ্য করাই প্রধান সমস্যা হয়ে উঠেছিল। মৈত্রী ও বন্ধুত্বই সমস্যাটির সর্বজনস্বীকৃত সন্তোষজনক সমাধান দিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্র একটি করে মহল্লা তৈরির দায়িত্ব নেয়। তারা পাঠায় নির্মাণসামগ্রী ও কর্মিদল এবং অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে গড়ে ওঠে তাশখন্দ — আনকোরা, আকর্ষণীয় একটি নতুন শহর। নতুন বাড়িগুলি ভূমিকম্পসহিষ্ণু। পুনর্নির্মাণ এখনো চলছে। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ইউক্রেন ইত্যাদি বিখ্যাত নামে তাশখন্দের নতুন নতুন মহল্লার নামকরণ হয়েছে।

তাশখন্দের একেবারে কেন্দ্রস্থলে আছে লেনিন স্কোয়ার — শহরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চত্বর। চারদিকে আকাশচুম্বী দালান—

সরকারী বিভাগ ও ভবন। শিল্পসমৃদ্ধ তাশখন্দের কলকারখানায়, তৈরি হয় রেলপথের সরঞ্জাম মোটরগাড়ি, বিমান ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ এবং সুতি ও রেশমি কাপড়।

উজবেকিস্তানের খেত ও বাগানে চমৎকার জাতের আঙুর ফলে। উজবেকেরা শাকসবজি ও ফলফলাদি, বিশেষত ফুটি ও আঙুর ভালবাসেন। চিনি, ফল ও আখরোট দিয়ে হাজারো রকমের পিঠে তৈরির রেওয়াজ এদের ঐতিহ্য। তারা প্রচুর চা পান করে — কালো ও সবুজ দুটোই। সবুজ চায়ের স্থানীয় নাম 'কক চা', চিনি ছাড়া পেয়। লোকজনদের ধারণা সবুজ চা গ্রীষ্মে তৃষ্ণা মেটায় ও মানুষকে সতেজ করে তোলে।

উজবেকিস্তানের প্রিয়তম ও জাতীয় খাবার পোলাও বহু ধরনের প্রস্তুত করা যায়। মধ্যাহ্নভোজে পোলাও অপরিহার্য। পোলাও ছাড়া বিয়ের ভোজ ও উৎসবে অতিথি আপ্যায়ন অকল্পনীয়। আমার মতো নিরামিষাশীর জন্যও অঢেল ব্যবস্থা আছে: ভাত, রুটি, দই, পনির, সিদ্ধ শাকসবজি ও আঙুর সহ ফলফলাদি।

তাশখন্দের ইণ্টুরিস্ট হোটেলটি রীতিমত মনভুলানো। সামনে থেকে দেখলে ভবনটিকে খোলা বইয়ের মতো দেখায়। আমার জানালা থেকে দেখা যেত দূরের পাহাড়ে তুষার-ঢাকা রূপালী গিরিশৃঙ্গ।

তুলাচাষের সুবাদেই এলাকাটি সফেদ সোনার দেশ। বহু প্রজন্ম থেকেই এখানে তুলার আবাদ চলছে। জাতীয় প্রতীকচিহ্নে মুদ্রিত আছে তুলাগাছের কুঁড়ি ও শাখা। আজকাল বেশির ভাগই তুলা তুলে যন্ত্র। ভারতের হোলি উৎসবের মতো এদেশে তুলা তোলার মরশুমটি উৎসব ও সুখের সময়।

আধুনিক তাশখন্দ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির এক বৃহৎ কেন্দ্র। হাজার হাজার বিদেশী ছেলেমেয়ে এখানে লেখাপড়া শিখতে আসে। বিজ্ঞান আকাদমির গ্রন্থাগার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ, তাতে ভারত সম্পর্কেও দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি আছে।

১৯৬৬ সাল থেকে ভারতের সর্বসাধারণের কাছে তাশখন্দ নামটি সুপরিচিত। তাশখন্দের নামকরণ হয়েছে শান্তির শহর। ভারত ও পাকিস্তান একটি যুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় এখানেই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিল এবং ফলত দুটি দেশের মধ্যে

তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার একটি নবযুগ শুরু হয়েছিল। চুক্তিটি স্বাক্ষরের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাশখন্দে অকস্মাৎ মারা যান। আবাস হিসাবে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভবনটি এখন 'শাস্ত্রী ভিলা' নামে একটি স্মারণিক জাদুঘরে রূপান্তরিত। শাস্ত্রীর একটি মূর্তিও সেখানে আছে। শয়নকক্ষটি অবিকল তেমনিই রাখা রয়েছে। শাস্ত্রীর একটি বিশাল প্রতিকৃতির নিচে লেখা 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১৯৬৬ সালের ৪-৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এখানে ছিলেন।'

উজবেকরা হাসিখুশি, স্বাস্থ্যবান মানুষ। প্রতিটি শিশুর মুখ রক্তিম আপেলের মতো উজ্জ্বল। চমৎকার আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক প্রতিবেশই এমন সুস্বাস্থ্যের কারণ। মেয়েরা রঙিন গ্রামীণ পোশাক পরে এবং কাপড়ের নয়নশোভন রামধনু রঙ তাদের জৌলুস বাড়ায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বৃহত্তম বস্ত্রকলটি তাশখন্দে অবস্থিত। এখানে উদ্ভাবিত কাপড়ের নকশা থেকেই তার ঠিকানার হদিশ মেলে।

উজবেকিস্তান বিশ্বসভ্যতাকে বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, কবি ও লেখক উপহার দিয়েছে: জ্যোতির্বিদ আল-ফারগানি, গণিতবিদ মাহমুদ ইবন মুসা আল-খারজামি, দার্শনিক মহাম্মদ আলী ফারাবি, বিজ্ঞানী আবু রেহান আলবেরুনি ও আলী ইবন সিনা।

বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজ মির্জা উলুগ বেগকে আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। পাঁচশ বছর আগে প্রখ্যাত কবি আলীশের নাভোয়ি উজবেক লেখ্যভাষার গোড়াপত্তন করেন। প্রশাসনে উচ্চপদে থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কখনও নীরব হয় নি। নাভোয়ির রচনাবলী বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

মহানগরী তাশখন্দ ছাড়া উজবেকিস্তানের বৃহৎ শহর হিসাবে সমরখন্দ, বুখারা ও ফেরগানা উল্লেখ্য। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন ফারগানার বাসিন্দা। পৃথিবীর বহু বৃহৎ নরগ ধ্বংসকারী তৈমুর লঙ সমরখন্দে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বহু দেশ থেকে কারিগর আনিয়ে তিনি রাজধানীর প্রাসাদ, মসজিদ, মিনার ও মক্তব নির্মাণ করান। সমরখন্দের ওই সৌধগুলি আজও দর্শকদের বিস্মিত করে।

* * *

বইটির 'সোভিয়েত শিশুজগৎ: আমার অভিজ্ঞতা' নামকরণের অর্থ এটা নয় যে এতে এই বিশাল সমস্যার অনুপুঙ্খ বিবরণী বিবৃত হয়েছে। অধিকন্তু, তাঁর শেষ সফরের পর অল্প কালের মধ্যেই এদেশে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে গেছে: সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেস বহু বছরের জন্য দেশের উন্নয়নের, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজের গুণগত নতুন পরিস্থিতিতে উত্তরণের এক বিপুল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ত্বরণের প্রয়োজনীয়তা কমিউনিস্ট নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিত, এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির উপস্থাপিত চাহিদা বিবেচনাক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন তার শিক্ষাব্যবস্থা আরও নিখুঁত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। লেনিনের সাধারণ শ্রম-পলিটেকনিকাল বিদ্যালয় নীতির সৃজনশীল বিকাশের ভিত্তিতে দেশে সাধারণ ও বৃত্তিমূলক স্কুল সংস্কারের কাজ চলছে। এর লক্ষ্য: কিশোরদের শিক্ষাদান ও লালন-পালনের মানোন্নয়ন, স্বাধীন কর্মজীবন নির্বাহের উপযোগী ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন ও বাধ্যতামূলক শ্রমশিক্ষায় পর্যায়িক রূপান্তর বাস্তবায়ন।

সোভিয়েত স্কুলের শিক্ষাদানের লক্ষ্য: ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাতৃভূমি ও যৌথবাদের জন্য ভালবাসা এবং বয়স্ক গুরুজন ও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ লালন; শিক্ষা ও কর্মের প্রতি উচ্চ দায়িত্বের নীতিতে নতুন প্রজন্ম প্রতিপালন; শিশুদের মধ্যে আত্মশিক্ষার বিকাশ সাধন। এইসব ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পথে বৃত্তিমূলক ও সাধারণ স্কুলগুলির আরও উন্নয়ন ও ঘনিষ্ঠতা বিধানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এগুলির একীভবন নিষ্পন্ন হবে। বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুল ও উচ্চ বিদ্যালয় ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে বিকশিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থা সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ যুগিয়ে জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা পূরণ করবে। এইসব সমস্যা মোকাবিলার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ সহ গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি বিকশিত ও মজবুত করছে।

জয়প্রকাশ ভারতী • সোভিয়েত শিশুজগৎ: আমার অভিজ্ঞতা
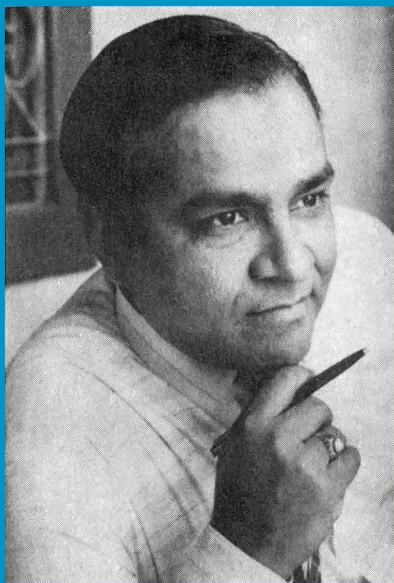
জয়প্রকাশ ভারতীর জন্ম মিরাট শহরে, ১৯৩৬ সালে, বিজ্ঞানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী।

'প্রভাত' ও 'নবভারত টাইমস' পত্রিকায় সাহিত্যকর্ম ও সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। অতঃপর 'সাপ্তাহিক হিন্দুস্থান' পত্রিকার বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক। একইসঙ্গে কিশোর সাহিত্য রচনায় নিবিষ্ট থেকেছেন।

১৯৬৮ সালে 'হিমালয়ের আহ্বান' উপন্যাসের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার পান। তাঁর লেখা 'চলো চাঁদে ঘুরে বেড়াই' ও 'জুনজুনা' ভারতীয় শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। তিনি ভারতের অন্যতম বহুলপ্রচারিত 'নন্দন' শিশুসাময়িকীর সম্পাদক।

ISBN 5-01-001412-2

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে অভিমত গ্রন্থমালা
প্রগতি প্রকাশন • মস্কো